The Most Circulated Bengali Newspaper in North America

শুক্রবারের পত্রিকা | উত্তর-আমেরিকায় বাংলা ভাষায় সর্বাধিক প্রচারিত

সাপ্তাহিক আজকাল

find us online
www.ajkalusa.com
/weeklyajkal

The Weekly Ajkal | Vol.18, Issue 947 | 20 November 2026 | শুক্রবার ০৫ অগ্রহায়ণ ১৪৩৩



Mamdani makes his first judicial appointments
→ Page 19



British MP Rupert Lowe calls for 'Bangladeshi deportation'
→ Page 18



Beyonce becomes first artist in Grammy history with 100 nominations
→ Page 19



Hakeem Jeffries Elected House Speaker
→ Page 18

গোপালগঞ্জসহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছে প্রতিহিংসার আগুন : বিএনপির তিনজন নিহত

সহিংসতার আগুনে জ্বলছে বাংলাদেশ

মাসুদ করিম, *ঢাকা থেকে*





ভয়াবহ রাজনৈতিক সহিংতার আগুনে দাউদাউ করে জ্বলছে জন্মভূমি বাংলাদেশ। রাজনৈতিক প্রতিহিংসা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ার পর গোপালগঞ্জসহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে এই আগুন ছড়িয়ে পড়েছে। কার্যত সরকারের নিয়ন্ত্রণে ছিল না জেলার কোন আইন শৃঙ্খলা। জনমনে দেখা দেয় মারাত্মক আতঙ্ক। এরই মধ্যে বিএনপির তিনজন নির্মমভাবে নিহত হয়েছেন। গোপালগঞ্জে এমপির বাড়ি, থানা লুটপাট হয়েছে। এলাকার প্রভাবশালী নেতা, হাসপাতাল, পাসপোর্ট আফস, যাত্রীসহ বাস, পুলিশের অস্ত্র লুট, রেললাইনে আগুনসহ ব্যাপক সহিংসতা দেখিয়েছে কার্যক্রম নিষিদ্ধ আ. লীগের কর্মী ও নেতারা। আওয়ামী লীগ ও তার বিভিন্ন অঙ্গ-সংগঠন এই তান্ডব চালায়। টুঙ্গিপাড়া থানা আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেয়া হয়। এই সহিংসতা দেশের অন্যান্য স্থানেও সোশ্যাল মিডিয়ায় আ.লীগ নেতাদের আহবানে ছড়িয়ে যায়। অপরদিকে ক্ষমতাসীন বিএনপি ও অঙ্গ সংগঠন কিছু আ. লীগের নেতার বাড়িতে হামলা চালায়। গত এক সপ্তাহ ধরে রেলস্টেশনে আগুন,

এরপর ৫২ পৃষ্ঠায়



চাক শুমারের কপাল খুলবে ১ ডিসেম্বর হেকিম জেফ্রিস হাউজের স্পীকার

আজকাল রিপোর্ট

সিনেটে কে হবেন সংখ্যাগরিষ্ঠ নেতা তা নিয়ে ডেমোক্র্যাট পার্টি প্রকাশ্যে দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়েছেন। সিনেট ও হাউজ অব রিপ্রেজেনটেভিসসে (প্রতিনিধি পরিষদ) নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছে দলটি। কংগ্রেসের উভয় কক্ষই তাদের দখলে। ইতোমধ্যে হাউজ স্পীকার হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন নিউইয়র্ক থেকে নির্বাচিত প্রতিনিধি পরিষদ সদস্য কংগ্রেসম্যান হেকিম জেফ্রিস। এখন সিনেটে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের

এরপর ৩৯ পৃষ্ঠায়

কূটনৈতিক দৌড়ঝাপ ও তৃতীয় পক্ষের গুঞ্জন

আজকাল রিপোর্ট



ঢাকার কূটনৈতিক পাড়ায় বাংলাদেশে হঠাৎ সহিংসতা, হত্যাকান্ড, জ্বালাও পোড়াও, বোমা হামলার ঘটনার মধ্যে নতুন করে আলোচনায় আসে একটি বৈঠকের খবর। ওই বৈঠকে কারা কারা উপস্থিত ছিলেন তাদের নিয়েও আলোচনা তুঙ্গে। সূত্রে জানা যায়, বৈঠকটিতে ছিলেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. খলিলুর রহমান, ঢাকাস্থ বৃটিশ হাইকমিশনার এবং ঢাকাস্থ আমেরিকার রাষ্ট্রদূত। এর পরে যা ঘটেছে তা ছিল অফিসিয়াল। জাতিসংঘের ৮১তম সাধারণ পরিষদের সভাপতি নির্বাচিত হবার পর এবারই প্রথম বাংলাদেশ সফরে গেলেন খলিলুর রহমান। বৃহস্পতিবার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে একের পর এক বিভিন্ন দেশের কূটনীতিকরা গিয়ে মন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এসময় ভারত, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, চীন ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের রাষ্ট্রদূতরা সাক্ষাৎ করেন ড. খলিলের সাথে। বৈঠক শেষে রাষ্ট্রদূতরা সাংবাদিকদের বলেন, জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের সভাপতি নির্বাচিত হবার পর তারা পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে অভিনন্দন জানাতে এসেছেন। তবে অনেকেই ধারণা করছেন, শেখ হাসিনার দেশে ফিরে আসার ঘোষণা নিয়ে যে তুলকালাম কান্ড ঘটে যাচ্ছে তা নিয়ে কূটনীতিকদের সাথে খলিলুর রহমানের আলোচনাকে উড়িয়ে দেয়া যায় না। কিছুটা প্রাসঙ্গিকও বটে। তবে কোন পক্ষই এ ব্যাপারে মুখ খোলেননি।

এরপর ৩৯ পৃষ্ঠায়

'মরলে নেত্রীর সাথেই মরবো'

আজকাল রিপোর্ট





যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগ সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাথে বাংলাদেশে প্রবেশ করতে প্রস্তুত। তারা আওয়ামী লীগ সভানেত্রীর দেশে প্রবেশের তারিখ ঘোষণার অপেক্ষায় রয়েছেন। প্রতিবেদকের সাথে আলাপকালে যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের সভাপতি ড. সিদ্দিকুর রহমান বলেন, আমরা ভারত হয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করবো। নেত্রী যে পথে যাবেন সে পথেই আমরা যাবার চেষ্টা করবো। মরতে হলে নেত্রীর সাথেই মরবো। আর পেছনে ফিরে তাকাবার সুযোগ নেই। সারা দেশে বিএনপি যা করছে তাতে সহিংস না হয়ে আর কোন পথ নেই। 'ডু অর ডাই'। নেত্রী ডিসেম্বরেই দেশে যাবেন। কোন শক্তি নেই তাকে আটকে রাখার। ডিসেম্বরে দেখিয়ে দেব আওয়ামী লীগ কাকে বলে।

যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা ডা. মাসুদুল হাসান আজকালকে বলেন, নেত্রী যেদিন বাংলাদেশে প্রবেশ করবেন, সেদিনই আমি বাংলাদেশে যাব। তবে

এরপর ২৯ পৃষ্ঠায়



ন্যাশনাল টি কোম্পানির চেয়ারম্যান হচ্ছেন জিল্লুর রহমান জিল্লু

আজকাল রিপোর্ট

বাংলাদেশের রাষ্ট্রায়ত্ব প্রতিষ্ঠান ন্যাশনাল টি কোম্পানির চেয়ারম্যান হচ্ছেন যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির

এরপর ৩৯ পৃষ্ঠায়

'ডার্টি বোম্ব'র ভয়ে ইরানকে নিশ্চিহ্ন করার হুমকি ট্রাম্পের

আজকাল রিপোর্ট





মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প আবারও হুমকি দিয়ে বললেন, ইরান যদি যুক্তরাষ্ট্রের মাটিতে 'ডার্টি বোম্ব' (তেজস্ক্রিয় পদার্থযুক্ত বোমা) হামলার পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করার চেষ্টা করে, তবে তাদের নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া হবে।

চীনের শেনঝেনে এশিয়া-প্যাসিফিক ইকোনমিক কো-অপারেশন (এপেক) শীর্ষ সম্মেলনে থাকাকালীন ফক্স নিউজের সাংবাদিক জ্যাকি হেইনরিখ ট্রাম্পকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, ওয়াশিংটন ডি.সি'র বাসিন্দাদের কি ইরানের পক্ষ থেকে 'ডার্টি বোম্ব' হামলার আশঙ্কা করা উচিত? উত্তরে ট্রাম্প বলেন, "আমার মনে হয় না। তবে দেখুন, যদি সত্যিই এমন কিছু ঘটে, তবে আমরা তাদের নিশ্চিহ্ন করে দেব।" প্রেসিডেন্ট জানান,

এরপর ১৩ পৃষ্ঠায়



নিউইয়র্কে প্রবাসীরা বাংলা ভাষায় বিনা খরচে আইনী সহযোগিতা পাবেন

আজকাল রিপোর্ট

নিউইয়র্ক সিটিতে নবাগত ইমিগ্রান্টদের আইনী সহায়তা দেবার জন্য ১৫ লক্ষ ডলার বরাদ্দের ঘোষণা দিয়েছেন মেয়র জোহরান মামদানি। এর মাধ্যমে নিউইয়র্ক

এরপর ৩৯ পৃষ্ঠায়

এক্সিডেন্ট কেইসেস
ও
মেডিকেল ম্যালপ্র্যাক্টিস
বিনামূল্যে পরামর্শ
এটর্নি বাসায় ও হাসপাতালে নিয়ে যাবে
Call : +1(866) 664 6529
For appointments only

Computer Support/Job?
ডাটা রিকভারি, নেটওয়ার্কিং, AI সফটওয়্যার
ট্যাক্স কোর্স ও কম্পিউটারের চাকুরী
২৫ বছরের অভিজ্ঞ প্রফেশনালদের পরামর্শ ও সহায়তা নিন।
(929) 665 2500
Tired of Driving? Get office Job

এসাইলাম সেন্টার/স্টপ ডিপোর্টেশন
আমেরিকায় গ্রীনকার্ড / বৈধতা নিয়ে আতঙ্কবিহীন জীবনযাপনে আমাদের সহায়তা নিন
রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও সামাজিক বৈষম্যের প্রেক্ষিতে নিপীড়ন,নাগরিক অথবা মানবধিকার লঙ্ঘণের প্রেক্ষিতে একটি এসাইলাম কেইস হতে পারে আপনার গ্রীনকার্ড (স্থায়ী বাসিন্দা) পাওয়ার সহজতর রাস্তা।
কেন আমাদের কাছে আসবেন
★ আমেরিকায় এসে ইমিগ্রেশন নিয়ে কিছুই করেননি অথবা কিছু করে ব্যর্থ হয়েছেন তারা সত্বর যোগাযোগ করুন।
★ বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)-কে TIER (III) জঙ্গী সংগঠন হিসাবে বিবেচনা করায় তাদের নেতা ও কর্মীদের এসাইলাম কেইসগুলো একটু দুরূহ হলেও আমরা সফলতার সাথে অনেকগুলো মামলায় জয়লাভ করেছি। (বিএনপির সর্বাধিক কেইস আমরাই জয়লাভ করেছি।)
★ ১৯ জন ইউএস "এটর্নী অব ল" শুধুমাত্র ইমিগ্রেশন কেইসগুলোই করেন।
★ আমরা অত্যন্ত সফলতার সাথে অনকগুলো ডিপোর্টেশন কেইস করেছি।
★ ক্রিমিনাল কেইস/ফোরক্লোজার স্টপ/ভিভোর্স/ব্যাঙ্করাপসি/ল-স্যুট ইত্যাদি।
★ দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন আমেরিকা ATTORNEY-দের সাহায্য নিয়ে এই দেশে আপনার ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করুন।
কেন আমরা অন্যদের চেয়ে আলাদা
আমেরিকার ৫০টি স্টেটে সফলতার সাথে ইমিগ্রেশন মামলা পরিচালনা করি
লিগ্যাল নেটওয়ার্ক ইন্টারন্যাশনাল, এল এল সি
আপনার আইনী সমস্যা সমাধানে আমরা অদ্বিতীয়
৩৭-৪৮ ৭২ স্ট্রীট, ২য় তলা, জ্যাকসন হাইটস্, নিউইয়র্ক ১১৩৭২
ই-মেইল: legalnetwork.us@gmail.com
ফোন: 917-722-1405 or 718-524-9777
All of our services are provided bz third-party professionals
Visit us : www.legalnetworkusa.com

BISMILLAH HALAL LIVE POULTRY MEAT & FISH MARKET
১০টি কালার (কালার চিকেন) চিকেন কিনলে ২টি ফ্রি
(অথবা ৩টি রেড হার্ড চিকেন ফ্রি)
৬টি কালার (রেড/ব্লাক) চিকেন কিনলে ১টি ফ্রি
এখানে বাংলাদেশের সব ধরণের মাছ পাওয়া যায় ৩টি হার্ড চিকেন $20.99
নিউইয়র্ক শরীয়াহ বোর্ড অনুমোদিত SBNY
37-15 55th St. Woodside NY-11377. Phone: 718.205.7200
We accept all major credit cards
ফ্রি ডেলিভারী

সরকারী অনুদানে বাসা ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে অত্যাধুনিক হিটিং ও এয়ারকন্ডিশন লাগাতে চান?
GREE MECHANICAL YONKERS
আপনি কি বাড়ীর হিটিং কিংবা সিস্টেম পরিবর্তন করতে চাচ্ছেন?
আমরা খরচের পরিবর্তনের মাধ্যমে আপনার বাসা ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে হিটিং বিল লাগিয়ে থাকি।
সরকারী অনুদানে $8000-$10000 ডলার।
বিস্তারিত জানতে কল করুন
914-222-9477, 914-989-0089
Gree Mechanical Yonkers
1900 Central Park Ave,Yonkers NY 10710
তোফায়েল চৌধুরী

MEGA insurance BROKERAGE
TLC UBER, LYFT, YELLOWCAB, BLACK CAR ইন্স্যুরেন্সের জন্য নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান
আমরা দিচ্ছি ফ্রি কোটেশন সুবিধা
TAXI-LIMOUSINE INSURANCE EXPERT
WE OFFER DMV/TLC SERVICES & CLAIMS
Uber lyft NYC TAXI
DIRECT: 718-730-5290 OFFICE: 212-721-0001
32-47 57TH ST, WOODSIDE, NY 11377
RAJIB AHMED
PRESIDENT & CEO
LICENSED REAL ESTATE EXPERT

MORTGAGE MORTGAGE MORTGAGE
PURCHASE OR REFINANCE
Call Nasir Today
TO SEE IF YOU CAN GET PRE APPROVED
917-400-5728
Nasiruddin M Laskar
NMLS ID 1512055

NYSADC
NEW YORK SENIOR ADULT DAY CARE

NEW YORK SENIOR ADULT DAYCARE

নিউইয়র্ক সিনিয়র এডাল্ট ডে কেয়ার

WE HAVE MOST PROMINENT MLTC CONTACT

healthfirst Health Insurance for New Yorkers
elderplan a participating agency of MJHS Health System
Anthem
Hamaspik MANAGED CARE
RiverSpring Living
MetroPlus Health
SWH Senior Whole Health.





SHAH NAWAZ MBA
PRESIDENT & CEO



FUHAD HUSSAIN
CCO



MOHAMMAD ZAHID ALAM
CFO

- We Provide Transportation for Pick-Up and Drop Off
- Both Halal and Vegetarian Food Option

সর্বোচ্চ সেবার নিশ্চয়তা

CALL US NOW:
718-516-3425

A SISTER CONCERN OF SHAH NAWAZ GROUP
SNG SHAH NAWAZ GROUP

Design by: ihopeprint.com, 929-536-7903

CONTACT US:

Off: 718-516-3424
FAX: 646-568-6474
newyorksadc.com
intake@ny-sadc.com
116-33 Queens Blvd
Forest Hills, NY 11375
86-11 101 Avenue,
Ozone Park, NY 11416

এম এম শহিদুল হাসান-এর কলাম শিক্ষকদের রাজনৈতিক বিশ্বাস বনাম দলীয়করণ
০৫ পৃষ্ঠায়



রাজেকুজ্জামান রতন-এর কলাম শ্রমিক অসন্তোষ-সংকট না ষড়যন্ত্র?
১০ পৃষ্ঠায়



ড. আনোয়ারউল্লাহ চৌধুরী-এর কলাম দুর্নীতিমুক্ত সমাজ, বাস্তবতা নাকি দিবাস্বপ্ন
০৬ পৃষ্ঠায়



সাপ্তাহিক আজকাল
Friday, 20 November 2026, Issue 949, www.ajkalusa.com



জহিরুল ইসলাম ও আলাউদ্দিন আহমেদের যুগলবন্দি সন্ধ্যা অনুষ্ঠিত

আজকাল ডেস্ক

কবি কাজী জহিরুল ইসলাম এবং কণ্ঠশিল্পী আলাউদ্দিন আহমেদের যুগলবন্দি সন্ধ্যার আয়োজন করে কথা ললিতকলা একাডেমি। গত ১৬ নভেম্বর ঢাকার গুলশানের একটি অভিজাত রেস্টুরেন্টে 'জলসা' শিরোনামের এই অনুষ্ঠানটি কবিকণ্ঠে কবিতাপাঠ এবং ধ্রুপদ সঙ্গীতের গাম্ভীর্যে প্রকৃত অর্থেই এক সুর ও ছন্দের জলসা হয়ে ওঠে।
কবি আতাহার খান, সাবেক সিনিয়র সচিব ও লেখক মফিজুল ইসলাম, ডিএফপির সাবেক মহাপরিচালক ও প্রাবন্ধিক এরপর ৪০ পৃষ্ঠায়

নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত

আজকাল রিপোর্ট

নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের বার্ষিক সাধারণ সভায় ক্লাবের নিজস্ব ভবন ক্রয়, পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কর্মশালার আয়োজন আর ফান্ড রেইজিংসহ আসন্ন রমজান মাসে ইফতার মাহফিল আয়োজনের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। গত ১৪ নভেম্বর শনিবার দুপুরে জ্যামাইকার কাফিস মিলনায়তনে এই সভা অনুষ্ঠিত হয়। ক্লাব সভাপতি মনোয়ারুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভা পরিচালনা এবং সাধারণ সম্পাদক ও কোষাধক্ষ্যের রিপোর্ট পেশ করেন সাধারণ সম্পাদক মমিন মজুমদার। সভার শুরুতে পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত করেন শাকের আব্দুল্লাহ আল মোর্শেদ। এরপর স্বাগত বক্তব্য রাখেন সভাপতি মনোয়ারুল ইসলাম। সভায় সাধারণ সম্পাদক ও কোষাধক্ষ্যের রিপোর্টসহ ক্লাব বিষয়ক সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আলোচনায় অংশ নেন ক্লাবের এরপর ১৩ পৃষ্ঠায়

ইকোনমিস্টের রিপোর্ট প্রকাশ

বাংলাদেশে ব্যাংকগুলো দেউলিয়ার দ্বারপ্রান্তে

আজকাল রিপোর্ট

বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাতের ভয়াবহতার চিত্র নিয়ে লন্ডনের প্রভাবশালী দ্য ইকোনমিস্ট এক গুরুত্বপূর্ণ রিপোর্ট প্রকাশ করেছে। তাতে বলা হয়, বাংলাদেশের ব্যাংকিং ব্যবস্থার বড় একটি অংশ এখন দেউলিয়া হওয়ার দ্বারপ্রান্তে। এর পেছনে আংশিক দায়ী সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ওয়াজেদের স্বৈরাচারী শাসনামলে ব্যাংক লুটপাট। ২০২৪ সালে শিক্ষার্থীদের নেতৃত্বে আন্দোলনের মুখে ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার আগে টানা ১৫ বছর দেশ শাসন করেন তিনি। দুর্নীতির কারণে ব্যাংকগুলোতে খেলাপি ঋণের বোঝা জমেছে। এর বড় একটি অংশ আর কখনোই আদায় হবে না। ব্যাংক পরিচালনা এবং সেখান থেকে ঋণ নেয়া দুই ক্ষেত্রেই জড়িত প্রভাবশালী অলিগার্কদের কেউ কারাগারে গেছেন, কেউবা পালিয়ে গেছেন। এর ফলে এখন ব্যাংকিং খাতের মোট ঋণের প্রায় এক-তৃতীয়াংশই খেলাপি ঋণ বা এনপিএল। বিপরীতে ভারতে এই হার ১ দশমিক ৭ শতাংশ এবং পাকিস্তানে ৫ শতাংশ।
এর পরিণতিতে পুরো খাতটিই কার্যত দেউলিয়া অবস্থায় রয়েছে। ব্যাংকের নিট সম্পদের পরিমাপক হিসেবে বিবেচিত ঝুঁকিভিত্তিক সম্পদের বিপরীতে মূলধনের অনুপাত এখন ঋণাত্মক ৩ দশমিক ৮ শতাংশ।
রিপোর্টে বলা হয়, ঢাকার একটি ক্যাফের মালিক একান্ত এক বছর ধরে ব্যাংক থেকে টাকা তুলতে পারছেন না। তিনি বলেন, 'প্রতিবার ব্যাংকের শাখায় গেলে কোনো উত্তর পাওয়া যায়নি।' তাকে শুধু বলা হয়েছে, ব্যাংকে 'তারল্য সংকট' রয়েছে। তবে এমন সমস্যায় তিনি একা নন। অর্ধডজন ব্যাংকের আমানতকারীরা অভিযোগ করেছেন, এরপর ৩৬ পৃষ্ঠায়



ইউএনডিপি'র সহযোগিতা চাইলেন জহির উদ্দিন স্বপন

আজকাল রিপোর্ট

বাংলাদেশের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি, অর্থনৈতিক সংস্কার, বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি এবং জনসংখ্যাগত চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় জাতিসংঘের উন্নয়ন কর্মসূচি (ইউএনডিপি) ও জাতিসংঘ জনসংখ্যা তহবিলের (ইউএনএফপিএ) আরও জোরালো সহযোগিতা চেয়েছেন প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক উপদেষ্টা জহির উদ্দিন স্বপন। গত ১৬ নভেম্বর জাতিসংঘ এরপর ৩৬ পৃষ্ঠায়



বাংলাদেশ ল' সোসাইটির বার্ষিক নৈশভোজ অনুষ্ঠিত

আজকাল রিপোর্ট

বাংলাদেশ ল' সোসাইটি ইউএসএ, ইনক-এর অ্যানুয়াল ডিনার-২০২৬ ও ম্যাগাজিন প্রকাশনা ফলক উন্মোচন গত ১৫ নভেম্বর জ্যাকসন হাইটসের নবান্ন রেস্টুরেন্ট পার্টি অনুষ্ঠিত হয়। সংগঠনের সভাপতি অ্যাডভোকেট আবদুল ওয়াহিদের সভাপতিত্বে এবং জেনারেল সেক্রেটারি অ্যাডভোকেট কামাল উদ্দিনের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে শতাধিক আইনজীবী ও কমিউনিটির নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা সাবেক জেনারেল সেক্রেটারী ও সাবেক সভাপতি অ্যাডভোকেট মুজিবুর এরপর ১৫ পৃষ্ঠায়

কনসুলেটে বিপ্লব ও সংহতি দিবস পালন

আজকাল রিপোর্ট

ঐতিহাসিক জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস উপলক্ষ্যে এক আলোচনা সভার আয়োজন করেছে নিউইয়র্কস্থ বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেল ও জাতিসংঘে বাংলাদেশ স্থায়ী মিশন। কনস্যুলেট জেনারেল কার্যালয়ে আয়োজিত এ আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের উপদেষ্টা ও সংসদ সদস্য জহির উদ্দীন স্বপন।
নিউইয়র্কে বাংলাদেশের কনসাল জেনারেল মুহাম্মদ মোজাম্মেল হকের পরিচালনায় অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সংসদ সদস্য ব্যারিস্টার নওশাদ জমির এবং জাতিসংঘে বাংলাদেশ স্থায়ী মিশনের চার্জ দ্য অ্যাফেয়ার্স রাষ্ট্রদূত সখিওতা হক। অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন গিয়াস এরপর ২৮ পৃষ্ঠায়



নিউইয়র্ক স্টেট বিএনপির উদ্যোগে বিপ্লব ও সংহতি দিবসের আলোচনা

আজকাল রিপোর্ট

নিউইয়র্ক স্টেট বিএনপির উদ্যোগে জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস উপলক্ষে বিশেষ আলোচনা সভা গত ১৩ নভেম্বর জ্যাকসন হাইটসের আড্ডা রেস্টুরেন্ট পার্টি হলে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক উপদেষ্টা ও সংসদ সদস্য জহির উদ্দিন স্বপন। প্রধান বক্তা ছিলেন বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটি ঢাকা বিভাগের সাংগঠনিক সম্পাদক কাজী সাইদুল আলম বাবুল।
বক্তব্যে জহির উদ্দিন স্বপন বলেন, ফ্যাসিস্ট হাসিনাকে এরপর ৪০ পৃষ্ঠায়

GEHI & ASSOCIATES
Attorneys and Counselors at Law
www.gehilaw.com
JACKSON HEIGHTS OFFICE
ফ্রি কনসালটেশন
74-09-37th Ave, Suite:205, Jackson Heights, NY-11372. TEL: 718-263-5999
104-05 Liberty Ave, Ozone Park, NY-11417 TEL: 718-577-0711
173-29, Jamaica Ave, Jamaica, NY-11432 TEL: 718-764-6911
Naresh Gehi, Esq.
ইমিগ্রেশন ব্যাংক্র্যাপসি ক্রেডিট কার্ড মেটার ডিভোর্স চাইল্ড কাস্টডি চাইল্ড সাপোর্ট
অর্ডার অব প্রোটেকশন সিটিজেনশিপ সব ধরনের ভিসা ও ফিয়ানসি ভিসা প্রসেসিং।
● Do you want apply for a green card? ● Are you being deported? ● Are you having credit card problems?
● Are you unable to pay your debts? ● Has your bank account been sealed?
● Are you getting harrassed by creditors?
IF YOU ANSWERED YES, WE CAN HELP YOU TO RESOLVE YOUR DEBT, IMMIGRATION, BANKRUPTCY AND CREDIT CARD MATTERS.
ON MANY OCCASIONS, OUR CLIENTS DEBTS WERE CLEARED WITHOUT PAYING ANYTHING TO THEIR CREDITORS. PRIOR RESULTS DO NOT GUARANTEE FUTURE OUTCOME.
Call: 718-263-5999
● তুলনামূলকভাবে কম ফি ● সন্ধ্যা এবং সপ্তাহান্তে এপয়েন্টমেন্টের সুযোগ
আমরা ৭ দিন খোলা We are open 7 days
আমাদের রয়েছে বাঙালি স্টাফ, আমরা বাংলায় কথা বলি।
Asif Mortuza





NY INSURANCE BROKERAGE INC

আপনি কি TLC প্লেট নিতে চান??

NY INSURANCE দিচ্ছে আপনাকে সেই সুযোগ

যারা কোভিড-১৯ কালিন সময়ে (মার্চ ৭, ২০২০ থেকে সেপ্টেম্বর ১২, ২০২২)
প্লেট সারেন্ডার করেছেন কিন্তু নতুন করে প্লেট নেন নি,
তাদের জন্য টিএলসি নতুন করে প্লেট দিচ্ছে।

এই সুযোগ গ্রহন করতে চাইলে **NY INSURANCE**-এ দ্রুত যোগাযোগ করুণ



Design & Print by: lhopeprint.com, 929-538-7903

CONTACT US:

SCAN ME

718-476-2025

71-16 35th Avenue, Jackson Heights, NY 11372
office@nyinsuranceb.com www.nyinsurancebrokerage.us

সম্পাদকীয়

প্রথম নারী মহাসচিবের অপেক্ষায় জাতিসংঘ

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ধ্বংসস্তূপের ওপর দাঁড়িয়ে ১৯৪৫ সালে জাতিসংঘের যাত্রা শুরু হয়েছিল। প্রত্যয় ছিল একটি শান্তিপূর্ণ ও সহযোগিতামূলক বিশ্ব গড়ার। গত আট দশকে সংস্থাটি বহু সংকট মোকাবিলা করেছে। অসংখ্য যুদ্ধ ও মানবিক বিপর্যয়ের সাক্ষী হয়েছে। আন্তর্জাতিক কূটনীতির কেন্দ্রবিন্দুতে থেকেছে। কিন্তু এত দীর্ঘ পথচলার পরও একটি প্রশ্নের উত্তর এখনো মেলেনি: জাতিসংঘ কি কখনো একজন নারী মহাসচিব পাবে? আজ সেই ইতিহাস রচিত হওয়ার সম্ভাবনা আগের যেকোনো সময়ের চেয়ে বেশি।

জাতিসংঘের পরবর্তী মহাসচিব নির্বাচনের দৌড়ে বর্তমানে সবচেয়ে এগিয়ে থাকা প্রার্থী কোস্টারিকার সাবেক ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং ইউএন উইমেন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (ইউএনসিটিএড) এর মহাসচিব রেবেকা গ্রিনস্প্যান। নিরাপত্তা পরিষদের সর্বশেষ অনানুষ্ঠানিক ভোটগুলোতে তিনি অন্য প্রার্থীদের তুলনায় বেশি সমর্থন পেয়েছেন এবং প্রতিযোগিতায় শীর্ষ অবস্থানে রয়েছেন। তবে এটিও সমানভাবে সত্য যে তিনি এখনো নির্বাচিত হননি। চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের আগে নিরাপত্তা পরিষদের আনুষ্ঠানিক সুপারিশ এবং পরবর্তী প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়া বাকি।

তবু তার অগ্রযাত্রা আন্তর্জাতিক কূটনীতিতে এক নতুন বাস্তবতার ইঙ্গিত দিচ্ছে। কারণ জাতিসংঘের ইতিহাসে এখনো কোনো নারী মহাসচিবের নাম লেখা হয়নি। ফলে গ্রিনস্প্যানের সম্ভাব্য নির্বাচন কেবল ব্যক্তিগত সাফল্যের বিষয় নয়। এটি বৈশ্বিক নেতৃত্বের ধারণায় একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের প্রতীকও হতে পারে। তবে এই নির্বাচনকে শুধু নারী নেতৃত্বের প্রশ্নে সীমাবদ্ধ করলে ভুল হবে। প্রকৃতপক্ষে এটি জাতিসংঘের ভবিষ্যৎ ভূমিকা, কার্যকারিতা এবং আন্তর্জাতিক গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে এক বৃহত্তর বিতর্কের অংশ।

বর্তমান বিশ্ব অভূতপূর্ব অস্থিরতার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। ইউক্রেন যুদ্ধ, মধ্যপ্রাচ্যের সংঘাত, জলবায়ু সংকট, খাদ্য ও জ্বালানি নিরাপত্তার চ্যালেঞ্জ, ক্রমবর্ধমান বৈশ্বিক বৈষম্য এবং আন্তর্জাতিক সহযোগিতার দুর্বল হয়ে পড়া কাঠামো জাতিসংঘকে কঠিন পরীক্ষার মুখে দাঁড় করিয়েছে। বিশ্বের বহু মানুষের কাছেই প্রশ্ন, আজকের সংকট মোকাবিলায় জাতিসংঘ কতটা কার্যকর? এই প্রেক্ষাপটে রেবেকা গ্রিনস্প্যানের অভিজ্ঞতা তাকে আলোচনার কেন্দ্রে এনে দিয়েছে। একজন অর্থনীতিবিদ হিসেবে তিনি উন্নয়ন, বাণিজ্য, ঋণসংকট ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা নিয়ে দীর্ঘদিন কাজ করেছেন। কোস্টারিকার সরকারে দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি জাতিসংঘ ব্যবস্থার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে কাজ করার অভিজ্ঞতা তাকে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে একটি পরিচিত ও গ্রহণযোগ্য মুখে পরিণত করেছে।

কিন্তু মহাসচিব নির্বাচনের ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হলো, বিশ্বের প্রধান শক্তিগুলো তাকে কীভাবে দেখছে?

> এখানে সতর্কতা প্রয়োজন। কারণ নিরাপত্তা পরিষদের ভোটাভুটি গোপন এবং এখন পর্যন্ত কোনো স্থায়ী সদস্য আনুষ্ঠানিকভাবে কোনো প্রার্থীর প্রতি চূড়ান্ত সমর্থনের ঘোষণা দেয়নি। ফলে যুক্তরাষ্ট্র, চীন, রাশিয়া, ফ্রান্স বা যুক্তরাজ্যের অবস্থান নিয়ে দৃঢ় কোনো সিদ্ধান্ত দেওয়া তথ্যগতভাবে সঠিক হবে না। তবে অনানুষ্ঠানিক ভোটের ফলাফল থেকে একটি বিষয় বোঝা যায়: গ্রিনস্প্যান এমন একজন প্রার্থী, যিনি নিরাপত্তা পরিষদের বিস্তৃত অংশের সমর্থন অর্জনে সক্ষম হয়েছেন। অর্থাৎ তাকে ঘিরে এখন পর্যন্ত বড় ধরনের কোনো প্রকাশ্য আন্তর্জাতিক মেরুকরণ তৈরি হয়নি। এটি তার অন্যতম বড় শক্তি

এখানে সতর্কতা প্রয়োজন। কারণ নিরাপত্তা পরিষদের ভোটাভুটি গোপন এবং এখন পর্যন্ত কোনো স্থায়ী সদস্য আনুষ্ঠানিকভাবে কোনো প্রার্থীর প্রতি চূড়ান্ত সমর্থনের ঘোষণা দেয়নি। ফলে যুক্তরাষ্ট্র, চীন, রাশিয়া, ফ্রান্স বা যুক্তরাজ্যের অবস্থান নিয়ে দৃঢ় কোনো সিদ্ধান্ত দেওয়া তথ্যগতভাবে সঠিক হবে না। তবে অনানুষ্ঠানিক ভোটের ফলাফল থেকে একটি বিষয় বোঝা যায়: গ্রিনস্প্যান এমন একজন প্রার্থী, যিনি নিরাপত্তা পরিষদের বিস্তৃত অংশের সমর্থন অর্জনে সক্ষম হয়েছেন। অর্থাৎ তাকে ঘিরে এখন পর্যন্ত বড় ধরনের কোনো প্রকাশ্য আন্তর্জাতিক মেরুকরণ তৈরি হয়নি। এটি তার অন্যতম বড় শক্তি।

বন্দর, করিডর ও সংযুক্তি : আঞ্চলিক অর্থনীতির কেন্দ্র হতে পারে কি বাংলাদেশ?

ড. মাহরুফ চৌধুরী

ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা হলো, পৃথিবীর অনেক বড় শক্তি তাদের উত্থানের ভিত্তি হিসেবে প্রাকৃতিক সম্পদের চেয়ে বেশি ব্যবহার করেছে ভৌগোলিক অবস্থানকে। সিঙ্গাপুরের তেল নেই, দুবাইয়ের জনসংখ্যা তুলনামূলকভাবে সীমিত, নেদারল্যান্ডস আয়তনে ছোট; কিন্তু সমুদ্রবন্দর, বাণিজ্যিক সংযোগ এবং উন্নত লজিস্টিকস ব্যবস্থাকে কেন্দ্র করে তারা বৈশ্বিক অর্থনীতির গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে।



তাদের সাফল্য আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে কৌশলগত অবস্থান নিজে থেকেই কোনো মাত্রার অর্থনৈতিক শক্তিতে পরিণত হয় না; বরং দূরদর্শী পরিকল্পনা, দক্ষ প্রতিষ্ঠান, অবকাঠামোগত বিনিয়োগ এবং কার্যকর নীতিনির্ধারণের মাধ্যমে সেই অবস্থানকে অর্থনৈতিক সম্পদে রূপান্তর করতে হয়।

সিঙ্গাপুরের ক্ষেত্রে গভীর সমুদ্রবন্দর, দক্ষ কাস্টমস ব্যবস্থা, আন্তর্জাতিক নৌপরিবহন সংযোগ এবং বাণিজ্যবান্ধব প্রশাসন দেশটিকে বৈশ্বিক বাণিজ্যের অন্যতম প্রধান কেন্দ্রে পরিণত করেছে।

অন্যদিকে, নেদারল্যান্ডস রটারডাম বন্দর ও ইউরোপের অভ্যন্তরীণ নৌ, রেল ও সড়ক যোগাযোগকে সমন্বিত করে ইউরোপীয় বাজারের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবেশদ্বার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। দুবাইও বন্দর, বিমানবন্দর, মুক্ত বাণিজ্য অঞ্চল ও আন্তর্জাতিক সেবাখাতের সমন্বয়ে তার ভৌগোলিক অবস্থানকে বৈশ্বিক অর্থনৈতিক সংযোগের শক্তিতে রূপ দিয়েছে। এই অভিজ্ঞতাগুলোর মূল শিক্ষা হলো, ভৌগোলিক সুবিধা তখনই স্থায়ী প্রতিযোগিতামূলক সুবিধায় পরিণত হয়, যখন রাষ্ট্র সেটিকে উৎপাদন, বাণিজ্য, পরিবহন ও সেবার একটি সমন্বিত ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত করতে পারে।

বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও প্রশ্নটি আজ অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। বঙ্গোপসাগরের তীরবর্তী অবস্থান, দক্ষিণ এশিয়া ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সংযোগস্থলে অবস্থান, ক্রমবর্ধমান অর্থনীতি এবং প্রায় ১৮ কোটি মানুষের বাজার-সব মিলিয়ে বাংলাদেশ এমন একটি ভূ-অর্থনৈতিক সম্ভাবনার অধিকারী, যা এখনো পুরোপুরি কাজে লাগানো হয়নি।

দেশের ভৌগোলিক অবস্থান একদিকে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বাজারের সঙ্গে সংযোগের সুযোগ তৈরি করেছে, অন্যদিকে বঙ্গোপসাগরের মাধ্যমে ভারত মহাসাগরীয় বাণিজ্যপথের সঙ্গেও সরাসরি সম্পর্ক স্থাপনের সম্ভাবনা দিয়েছে। কিন্তু এই সুবিধাকে বাস্তব অর্থনৈতিক শক্তিতে রূপান্তর করার জন্য শুধু উপকূলীয় অবস্থান যথেষ্ট নয়; প্রয়োজন আধুনিক বন্দর, দক্ষ পণ্য খালাস ও পরিবহনব্যবস্থা, অভ্যন্তরীণ সড়ক-রেল-নৌ সংযোগ, আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন লজিস্টিকস সেবা এবং বন্দরকেন্দ্রিক শিল্পায়ন।

> অতএব, বাংলাদেশের লক্ষ্য হওয়া উচিত কেবল একটি ট্রানজিট রাষ্ট্র (ট্রানজিট স্টেট) হয়ে ওঠা নয়; বরং এমন একটি উৎপাদনশীল ও সংযুক্ত অর্থনীতি গড়ে তোলা, যা আঞ্চলিক বাণিজ্য ও বিনিয়োগের মূল্য সৃষ্টিতে সক্রিয় ভূমিকা রাখবে। সেই দূরদর্শিতা, পরিকল্পনা ও রাজনৈতিক সদিচ্ছা প্রদর্শন করা গেলে বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান আর শুধু মানচিত্রের একটি বৈশিষ্ট্য হয়ে থাকবে না; বরং তা জাতীয় সমৃদ্ধি, অর্থনৈতিক সক্ষমতা এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য নতুন সম্ভাবনা সৃষ্টির অন্যতম প্রধান ভিত্তিতে পরিণত হবে

ফলে প্রশ্ন উঠছে : বাংলাদেশ কি ভবিষ্যতে আঞ্চলিক বাণিজ্য ও সংযোগের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হতে পারে? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে হলে প্রথমেই দেশের সমুদ্রবন্দরগুলোর দিকে নজর দিতে হবে। কারণ আধুনিক বিশ্ব অর্থনীতির প্রাণপ্রবাহ এখনো সমুদ্রপথনির্ভর।

জাতিসংঘের বাণিজ্য ও উন্নয়ন সংস্থার (আঙ্কটাড) তথ্য অনুযায়ী, আন্তর্জাতিক পণ্যবাণিজ্যের প্রায় ৮০ শতাংশ আয়তনের হিসাবে সমুদ্রপথে পরিবাহিত হয়। অর্থাৎ বৈশ্বিক বাণিজ্যের বৃহত্তম অংশের চলাচল নির্ভর করে সমুদ্রবন্দর, জাহাজ চলাচল, নৌপরিবহন অবকাঠামো এবং সংশ্লিষ্ট লজিস্টিকস ব্যবস্থার ওপর।

এই বাস্তবতায় বন্দর কেবল পণ্য ওঠানো-নামানোর স্থান নয়; এটি একটি দেশের উৎপাদনব্যবস্থা, আমদানি-রপ্তানি সক্ষমতা, আন্তর্জাতিক বাজারে প্রবেশাধিকার এবং সামগ্রিক অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতার অন্যতম নিয়ামক। একটি কার্যকর বন্দর আমদানি করা কাঁচামাল ও যন্ত্রপাতি দ্রুত শিল্পাঞ্চলে পৌঁছে দিতে পারে, আবার দেশীয় উৎপাদিত পণ্যকে কম সময় ও ব্যয়ে আন্তর্জাতিক বাজারে পাঠানোর সুযোগ তৈরি করে।

বিপরীতে, বন্দরে দীর্ঘসূত্রতা, জাহাজের অপেক্ষমাণ সময়, পণ্য খালাসে জটিলতা, উচ্চ পরিবহন ব্যয় এরপর ২৪ পৃষ্ঠায়

আওয়ামী লীগ নিজেরাই নিজেদের কবর খুঁড়ছে

নিয়াজ মাখদুম

বাংলাদেশের রাজনীতিতে এমন এক অদ্ভুত সময় চলছে, যখন পরাজিত একটি শক্তি নিজের পরাজয়কে মেনে নেওয়ার বদলে প্রতিদিন নিজের রাজনৈতিক মৃত্যুকেই আরও নিশ্চিত করে তুলছে। আওয়ামী লীগের বর্তমান কর্মকাণ্ড দেখলে মনে হয়, তারা ক্ষমতায় ফেরার চেষ্টা করছে না, বরং নিজেরাই নিজেদের কবর খুঁড়ছে। দেশের ভেতরে আগুন, লুটপাট, হুমকি আর বিদেশের মাটিতে হামলা - এই সবকিছু মিলিয়ে তারা নিজেদেরকে এমন এক জায়গায় নিয়ে যাচ্ছে, যেখান থেকে আর ফিরে আসার কোনো পথ থাকবে না।

এই লেখাটি কোনো আবেগের লেখা নয়। এটি গত ১৬ বছরের শাসন, জুলাই অভ্যুত্থান, পতনের পরের দুই বছর, গোপালগঞ্জের ঘটনা, দেশজুড়ে সহিংসতা, লন্ডনে হামলা এবং বিএনপির ভেতরের বর্তমান বাস্তবতা - সবকিছু মিলিয়ে একটি ধারাবাহিক বিশ্লেষণ।

১. ১৬ বছরের শাসন : ভয় আর দমনের রাজনীতি

২০০৯ সাল থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত টানা প্রায় ১৬ বছর ক্ষমতায় ছিল আওয়ামী লীগ। এই সময়ে দেশে উন্নয়নের কথা বলা হলেও, বিরোধী মতের ওপর যে দমন-পীড়ন চলেছে, তা বাংলাদেশের ইতিহাসে এক কালো অধ্যায় হয়ে থাকবে। বিএনপি, জামায়াতসহ বিরোধী দলের নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে একের পর এক মামলা, গুম, গ্রেপ্তার, রিমান্ড আর নির্যাতন ছিল নিত্যদিনের ঘটনা। বিরোধী দলের সমাবেশ করতে গেলে পুলিশের লাঠিচার্জ, টিয়ারশেল, মাঝার বুলেট - এগুলো ছিল সাধারণ চিত্র। বহু নেতা-কর্মী বছরের পর বছর কারাগারে কাটিয়েছেন। অনেকে নিখোঁজ হয়েছেন, যাদের খোঁজা আজও মেলেনি। সাংবাদিক, শিক্ষক, আইনজীবী, এমনকি সাধারণ ফেসবুক ব্যবহারকারী পর্যন্ত নিরাপদ ছিলেন না। একটি স্ট্যাটাস, একটি মন্তব্য, একটি কার্টুন - এসবের কারণেও মামলা হয়েছে, গ্রেপ্তার হয়েছে। ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন হয়ে উঠেছিল ভিন্নমত দমনের সবচেয়ে বড় হাতিয়ার।

মানুষের ভোটের অধিকারও এই সময়ে কার্যত কেড়ে নেওয়া হয়েছিল। ২০১৪, ২০১৮ এবং ২০২৪ সালের নির্বাচন নিয়ে দেশে-বিদেশে ব্যাপক প্রশ্ন উঠেছিল। বিরোধী দলগুলো বলছে, এই নির্বাচনগুলোতে মানুষ ভোট দিতে পারেনি, ভোটকেন্দ্র দখল হয়েছে, আগের রাতে ব্যালট ভরে রাখা হয়েছে। ফলে আওয়ামী লীগের শাসন যত দীর্ঘ হয়েছে, মানুষের ক্ষোভও তত জমেছে। এই ক্ষোভ একদিনে তৈরি হয়নি। এটি তৈরি হয়েছে বছরের পর বছর ধরে চলা জুলুম, দুর্নীতি, লুটপাট আর অহংকারের মধ্য দিয়ে।



২. জুলাই অভ্যুত্থান : যখন ছাত্র-জনতা রুখে দাঁড়াল

২০২৪ সালের জুলাই মাসে কোটা সংস্কার আন্দোলন থেকে যে আন্দোলন শুরু হয়েছিল, তা অল্প দিনের মধ্যেই সরকার পতনের আন্দোলনে রূপ নেয়। ছাত্র-জনতা রাস্তায় নেমে আসে। তাদের দাবি ছিল ন্যায্য, তাদের ভাষা ছিল শান্তিপূর্ণ। কিন্তু সরকারের জবাব ছিল বুলেট। আন্দোলনের ওপর চালানো হয় নির্মম হত্যাযজ্ঞ। স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থী, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, শ্রমিক, রিকশাচালক, এমনকি শিশুরাও এই হত্যাযজ্ঞ থেকে রেহাই পায়নি। প্রায় হাজার খানেক মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন বলে বিভিন্ন হিসাব থেকে জানা যায়। পঙ্গুত্ববরণ করেছেন হাজার হাজার মানুষ। অনেকে চোখ হারিয়েছেন, অনেকে পা হারিয়েছেন, অনেকে সামাজীবনের জন্য বিছানায় পড়ে গেছেন।

এই হত্যাযজ্ঞই আওয়ামী লীগের পতনকে ত্বরান্বিত করে। মানুষ আর ভয় পায়নি। বাবা-মা তার সন্তানকে রাস্তায় পাঠিয়েছেন, মা তার ছেলের লাশ কাঁধে নিয়ে স্লোগান দিয়েছেন। এই দৃশ্য বাংলাদেশ আগে কখনো দেখেনি। শেষ পর্যন্ত তীব্র আন্দোলনের মুখে দেশ ছেড়ে ভারতে পালাতে বাধ্য হন তৎকালীন স্বৈরাচার ফ্যাসিস্ট প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তার সাথে ভারতে পালিয়ে যান তার মন্ত্রী, এমপি, নেতা-কর্মীদের বড় একটি অংশ। যারা একদিন ক্ষমতার দাপটে মানুষকে মানুষ মনে করতেন না, তারা রাতের অন্ধকারে দেশ ছেড়ে পালালেন। এটাই ছিল আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক মৃত্যুর প্রথম ধাপ।

৩. পতনের পরের এক বছর : স্পেস পেয়ে ফিরে আসা

পতনের পর দেশে একটি পরিবর্তন এসেছিল। মানুষ ভেবেছিল, এবার হয়তো প্রতিহিংসার রাজনীতি শেষ হবে। গত জাতীয় নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বিএনপি স্থানীয়ভাবে আওয়ামী লীগের ভোট নেওয়ার জন্য তাদের কিছুটা স্পেস দেয়। এটি ছিল একটি রাজনৈতিক কৌশল। বিভিন্ন জেলা ও উপজেলা শহরে স্থানীয় বিএনপির সংসদ সদস্য, জেলা উপজেলা কমিটির নেতাদের আর্থিক সুবিধার বিনিময়ে আওয়ামী লীগের নেতাদের স্বাভাবিক হতে সুযোগ দেয়। রাজনৈতিক কৌশল হলেও এটি ছিল আত্মঘাতি সিদ্ধান্ত। বিএনপি বলতে চেয়েছিল নির্বাচনে সব পক্ষের অংশগ্রহণ থাকুক, সংঘাত কমুক।

কিন্তু এই স্পেসকে আওয়ামী লীগ দুর্বলতা হিসেবে দেখেছে। গত এক বছরে পলাতক নেতা-কর্মীরা ধীরে ধীরে দেশে আসতে শুরু করেন। কেউ প্রকাশ্যে, কেউ গোপনে। তারা সংগঠিত হতে শুরু করেন। তাদের মধ্যে আত্মসমালোচনা ছিল না, ক্ষমা চাওয়া ছিল না, এরপর ২৮ পৃষ্ঠায়

> আওয়ামী লীগ তো নিজের কবর নিজেই খুঁড়ছে। কিন্তু সরকারের ভেতরের কিছু লোকের ভুল কথাবার্তা আর ভুল কৌশল যেন সেই কবর থেকে তাদেরকে আবার তুলে না আনে - সেদিকে এখনই নজর দিতে হবে। ঐক্য ধরে রাখতে হবে, দূরত্ব কমাতে হবে, অতিকথন বন্ধ করতে হবে। তা না হলে ইতিহাস আবারও আমাদেরকে কঠিন প্রশ্নের মুখে দাঁড় করিয়ে দেবে

Editor & Publisher : Shah Nawaz
Managing Editor : Rano Nawaz
City Editor : Anik Raj
General Manager : Abubakar Siddique

সম্পাদক ও প্রকাশক : শাহ্ নেওয়াজ
ব্যবস্থাপনা সম্পাদক : রানো নেওয়াজ
সিটি এডিটর : অনিক রাজ
জেনারেল ম্যানেজার : আবুবকর সিদ্দিকী

Weekly Ajkal
71-16 35th Ave, Jackson Heights, NY 11372, USA.
Ph: 646-267-7751
web: www.ajkalusa.com
e-mail: ajkalnews@gmail.com

শিশু যৌন নির্যাতন : কারণ, প্রভাব, প্রতিরোধ ও করণীয়

এইচ বি রিতা

বর্তমান সমাজে শিশুদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশের পথে অন্যতম বড় অন্তরায় এবং মানবজাতির জন্য একটি লজ্জাজনক ও গুরুতর জনস্বাস্থ্য সংকট হলো শিশু যৌন নির্যাতন। এটি কেবল একটি বিচ্ছিন্ন বা সাময়িক অপরাধ নয়; বরং এর সুদূরপ্রসারী ও মারাত্মক প্রভাব শিশুটির জীবন, সমাজ এবং পরিবারের ওপর দীর্ঘস্থায়ী ছায়া ফেলে।

শিশু যৌন নির্যাতন কী? কেন ঘটে?

শিশু যৌন নির্যাতন বলতে এমন কোনো যৌনতামূলক আচরণ বা কার্যকলাপকে বোঝায়, যেখানে কোনো প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি বা অপেক্ষাকৃত বয়সে বড় কোনো শিশু নিজের ক্ষমতা, বলপ্রয়োগ, প্রতারণা বা বয়সের ব্যবধানের সুযোগ নিয়ে কোনো অপ্রাপ্তবয়স্ক বা শিশুর সাথে যৌন সম্পর্কে লিপ্ত হয় কিংবা তাকে যৌন কার্যকলাপে বাধ্য করে। সহজ কথায়, একজন শিশুর সম্মতি দেওয়ার মতো বয়স, পরিপক্বতা বা মানসিক ক্ষমতা থাকে না; তাই তার সাথে যেকোনো ধরনের যৌন আচরণ বা উদ্দেশ্যমূলক স্পর্শই শিশু যৌন নির্যাতন হিসেবে গণ্য হয়।

শিশু যৌন নির্যাতনের কারণ : ড. এলি হ্যানসন

ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট ও এসিইওপি এডুকেশন্স-এর উপদেষ্টা ড. এলি হ্যানসনের মতে, শিশু যৌন নির্যাতনের মতো জঘন্য অপরাধের পেছনে কোনো একটি একক কারণ কাজ করে না; বরং বিভিন্ন ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক কারণের একটি জটিল সমন্বয় এর জন্য দায়ী।

* আকাঙ্ক্ষা ও ক্ষমতা জাহির : নির্যাতনকারী অনেক সময় অন্যকে কষ্ট দিয়ে আনন্দ পাওয়ার পাশাপাশি নিজেদের ক্ষমতা, নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা এবং কঠিন আবেগ প্রকাশ বা আনন্দ অর্জনের উদ্দেশ্যে এই পথ বেছে নেয়।
* বিভ্রম ও ভুল বিশ্বাস : নির্যাতনকারীরা নিজেদের মনে ভুল বিশ্বাস তৈরি করে নেয় যে তারা যা করছে তা সঠিক। যেমন-তারা নিজেদের শিশুর চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ মনে করে, তাবে যে নির্যাতন ক্ষতিকর নয় বা শিশুটি এতে সম্মতি দিয়েছে, কিংবা পুরুষ হওয়ার অর্থই হলো যৌনভাবে প্রভাবশালী হওয়া।
* মনস্তাত্ত্বিক সমস্যা : আবেগ নিয়ন্ত্রণে অক্ষমতা, যৌনতা নিয়ে অতি-আসক্তি, অন্যের প্রতি সহানুভূতির অভাব বা সামাজিক নিয়ম বুঝতে না পারার মতো মানসিক সমস্যা এর পেছনে কাজ করে।
* সামাজিক ও অনলাইন প্রভাব : সমাজে ও মূলধারার গণমাধ্যমে নারী ও শিশুদের যেভাবে যৌনায়িত করা হয় বা ক্ষমতা ও আগ্রাসনকে আকর্ষণীয় হিসেবে দেখানো হয়, তা অপরাধীদের উৎসাহিত করে। এছাড়া, সমাজে প্রচলিত কিছু ভুল ধারণা যে পুরুষদের যৌন সম্পর্কের অবাধ অধিকার রয়েছে, তা অপরাধীদের আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে দেয়।
*সহযোগী বন্ধু ও সুযোগ : সমমনা বন্ধুদের অনুমোদন অপরাধকে সহজ করে তোলে। আবার কেউ শিশু নির্যাতন করবে কি না, তা অনেকটাই নির্ভর করে তার সুযোগের ওপর। শিশুর সাথে একা থাকার সুযোগ বা ধরা পড়ার ভয় কম থাকাও এই অপকর্মের সম্ভাবনা বহুগুণ বাড়িয়ে দেয়।
* জীবনের অভিজ্ঞতা : হিংসাত্মক পারিবারিক পরিবেশে বড় হওয়া বা শৈশবের ট্রমা শিশুর মধ্যে আবেগ নিয়ন্ত্রণ কঠিন করে তোলে এবং সহিংসতাকে স্বাভাবিক বলে ভাবতে শেখায়।



সুদূরপ্রসারী প্রভাব ও মানসিক রোগের সম্পর্ক

শৈশবে যৌন নির্যাতনের শিকার হওয়া একটি শিশুর জীবনে এর প্রভাব অত্যন্ত গভীর ও বহুমাত্রিক। এটি শুধু ভুক্তভোগীর মানসিক স্বাস্থ্য ও সুস্থতাকেই ধ্বংস করে না, বরং তার শারীরিক স্বাস্থ্য, শিক্ষা, সামাজিক সম্পর্ক এবং অর্থনৈতিক ভবিষ্যতের ওপরও মারাত্মক প্রভাব ফেলে।

শিশু যৌন নির্যাতন এবং অন্যান্য ধরনের দুর্ব্যবহার প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের মানসিক রোগের সঙ্গে উল্লেখযোগ্যভাবে সম্পর্কিত-এমনটাই উঠে এসেছে ডঃ আন্দ্রেশ কে শ্রীবাস্তব, প্রমুখ-এর গবেষণায়। এর মধ্যে রয়েছে হতাশা, পোস্ট-ট্রমাটিক স্ট্রেস ডিসঅর্ডার, প্যানিক ডিসঅর্ডার, এবং মাদকাসক্তি, সিজোফ্রেনিয়া এবং এন্টিসোশ্যাল পার্সোনালিটি ডিসঅর্ডার। অসংখ্য গবেষণায় আরও দেখা গেছে যে, যেকোনো সময়, ২০%-৪০% মানসিক রোগীর সঙ্গে শৈশবের যৌন নির্যাতনের ইতিহাস বোনা জড়িয়ে থাকে। মূলত, শিশু যৌন নির্যাতন একবার ঘটে যাওয়া কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, প্রায়শই এটি বারবার বা বিভিন্নভাবে জীবনে ফিরে আসে। গবেষণা প্রমাণ করে যে এই নির্যাতনের 'মাত্রা' এবং প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে মানসিক রোগের তীব্রতার মধ্যে একটি সরাসরি সম্পর্ক বিদ্যমান। নির্যাতনের ধরন যত গুরুতর (শারীরিক অনুপ্রবেশ) বা পুনরাবৃত্তি যত বেশি হয়, দীর্ঘমেয়াদী বিষণ্নতা, উদ্বেগ বা অন্যান্য মানসিক সমস্যা দেখা দেওয়ার সম্ভাবনা তত বাড়ে। অর্থাৎ, নির্যাতনের তীব্রতা বা বহুমাত্রিকতা যত বেশি, প্রাপ্তবয়স্ক জীবনে মানসিক স্বাস্থ্যের এরপর ৫৫ পৃষ্ঠায়



> শিশু নির্যাতনের শিকার হলে সবার আগে নিশ্চিত করুন যে শিশুটি সম্পূর্ণ নিরাপদ আছে এবং নির্যাতনকারী থেকে দূরে রয়েছে। শিশু যা বলছে তা মনোযোগ দিয়ে শুনুন, তাকে নিঃশর্তভাবে বিশ্বাস করুন এবং বলুন যে এতে তার কোনো দোষ নেই। অভিভাবক হিসেবে আপনার নিজের রাগ বা অস্থিরতা নিয়ন্ত্রণ করুন। আপনার শান্ত ও ধৈর্যশীল আচরণ শিশুটিকে মানসিকভাবে স্থিতিশীল হতে সাহায্য করবে। শিশু যৌন নির্যাতনের শিকার হলে ঘটনা লুকিয়ে না রেখে অবিলম্বে পুলিশ বা শিশু সুরক্ষা হটলাইনে যোগাযোগ করুন। যত দ্রুত সম্ভব একজন শিশু মনোবিদ বা কাউন্সেলরের সাহায্য নিন এবং ফরেনসিক প্রমাণের জন্য প্রয়োজনীয় নথি ও আলামত সংরক্ষণ করুন। অনেক সময় ঘটনার তীব্রতায় অভিভাবকদের মধ্যেও অপরাধবোধ বা হতাশা কাজ করতে পারে। তাই শিশুর সঠিক যত্নের জন্য প্রয়োজনে অভিভাবক নিজেও কাউন্সেলিং নিন

ন্যায়ভিত্তিক সমাজ গঠনে কোরআনের শিক্ষার বিকল্প নেই

আহসান হাবিব বরুন

> মানুষ আজ যান্ত্রিক সভ্যতার চাপে নিজের মানবিক সত্তাকেই হারিয়ে ফেলতে বসেছে। এই সংকটময় মুহূর্তে পবিত্র কোরআনুল কারিমের চিরন্তন শিক্ষাই পারে মানুষকে তার হারানো মর্যাদা ফিরিয়ে দিতে এবং একটি শোষণমুক্ত, বৈষম্যহীন ও ন্যায়ভিত্তিক বিশ্বসমাজ উপহার দিতে। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে রাষ্ট্রপতির আহ্বানকে সামনে রেখে আমাদের এখন প্রয়োজন কোরআনের শিক্ষাকে কেবল আনুষ্ঠানিকতায় সীমাবদ্ধ না রেখে ব্যক্তিগত চরিত্র গঠন, পারিবারিক শৃঙ্খলা, সামাজিক দায়বদ্ধতা এবং রাষ্ট্রীয় সুশাসনের প্রতিটি স্তরে বাস্তবায়ন করা। তবেই গড়ে উঠবে সেই কাঙ্ক্ষিত বাংলাদেশ, যেখানে ন্যায়বিচার, সাম্য ও মানবিক মর্যাদা হবে চিরস্থায়ী। মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদের সহায় হোন এবং সহিহ বুঝ নসিব করুন

মানবসভ্যতার ইতিহাসে যুগে যুগে যত রাষ্ট্রদর্শন, সমাজতন্ত্র ও আইনি কাঠামোর উদ্ভব হয়েছে, তার প্রতিটিই শেষ পর্যন্ত একটি মৌলিক প্রশ্নের মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে-কীভাবে একটি সমাজে স্থায়ী ন্যায়বিচার, সাম্য ও মানবিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করা যায়? আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও সমাজতন্ত্রের তাত্ত্বিকেরা যখন কাঠামোগত সংস্কার, কঠোর আইন প্রণয়ন কিংবা প্রশাসনিক নজরদারির মাধ্যমে এই সংকটের সমাধান খুঁজছেন, তখন এক গভীর সত্য প্রায়শই আড়ালে থেকে যায়। আর তা হলো, মানুষের অন্তরের নৈতিক জাগরণ ও জবাবদিহিতার চেতনা ব্যতীত কেবল বাহ্যিক আইন দিয়ে কখনোই একটি নিখুঁত, শোষণমুক্ত ও ন্যায়ভিত্তিক সমাজ বিনির্মাণ সম্ভব নয়। ঠিক এই জায়গাতেই পবিত্র কুরআনুল কারিমের শাশ্বত শিক্ষা এক অপ্রতিদ্বন্দ্বী আলোকবর্তিকা হিসেবে আবির্ভূত হয়।



সম্প্রতি রাজধানী ঢাকার জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররমে 'আন্তর্জাতিক ক্বিরাত সম্মেলন ২০২৬'-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতি মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের বক্তব্যে এই চিরন্তন সত্যটিই নতুন করে প্রতিধ্বনিত হয়েছে। তিনি অত্যন্ত সময়োপযোগী ও তাৎপর্যপূর্ণ ভাষায় পবিত্র কুরআনের শিক্ষা ও আদর্শ অনুসরণ করে একটি ন্যায়ভিত্তিক, মানবিক, শান্তিপূর্ণ ও কল্যাণমুখী সমাজ গঠনে দল-মত নির্বিশেষে সবাইকে সম্মিলিতভাবে কাজ করার উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছেন। রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পর্যায় থেকে উচ্চারিত এই আহ্বান নিছক কোনো আনুষ্ঠানিক ধর্মীয় বক্তৃতা নয়; বরং এটি আমাদের জাতীয় জীবনের সামগ্রিক নৈতিক ও সামাজিক পুনর্গঠনের একটি সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা।

প্রসঙ্গত, এখানে আমার ব্যক্তিগত জীবনের একটি গভীর অনুভূতি ও উপলব্ধির কথা উল্লেখ করতে চাই। পবিত্র কোরআনুল কারিমের ৩০তম পারার একজন হাফেজ হিসেবে আমি সম্পূর্ণ কোরআনুল মাজিদের বঙ্গানুবাদ একাধিকবার পড়ার সুযোগ পেয়েছি। জীবনে অসংখ্য বই পড়েছি, বিচিত্র সাহিত্য ও ইতিহাসের সঙ্গে পরিচিত হয়েছি। কিন্তু পবিত্র কোরআনুল কারিমের প্রতিটি পাঠে যে অনির্বচনীয় ভালো লাগা, আত্মিক প্রশান্তি, গভীর আকর্ষণ ও উপলব্ধির জন্ম হয়, তার তুলনা অন্য কোনো গ্রন্থে খুঁজে পাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব হয়নি। কোরআনের মধ্যে এমন এক অসাধারণ আকর্ষণ ও আধ্যাত্মিক শক্তি রয়েছে, যা একজন পাঠককে বারবার এর সান্নিধ্যে ফিরে আসতে উদ্বুদ্ধ করে। প্রথমবার যখন কোরআনের অর্থ অনুধাবন করে পড়তে শুরু করি, তখনই মনে হয়েছিল, এটি যেন এক অদৃশ্য চুম্বকের মতো আমাকে নিজের দিকে টেনে নিচ্ছে। প্রতিটি আয়াত, প্রতিটি বাণী এবং প্রতিটি ঘটনা আমার চিন্তা ও অনুভূতির জগতে নতুন নতুন উপলব্ধির দুয়ার খুলে দিচ্ছিল। মনে হয়েছিল, মানুষের জীবন, জগৎ, সৃষ্টি, ইতিহাস, নৈতিকতা, সম্পর্ক, ন্যায়বিচার, মানবিকতা এবং পরকাল-জীবনের প্রায় প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের উত্তর ও দিকনির্দেশনা এই মহাগ্রন্থের মধ্যে নিহিত রয়েছে।

আমার ব্যক্তিগত অনুভূতিতে, কোরআন এমন এক অনন্য সাহিত্যিক ও আধ্যাত্মিক মহিমার অধিকারী, যার সৌন্দর্য কোনো প্রচলিত সাহিত্যিক শ্রেণিবিভাগের মধ্যে সীমাবদ্ধ করা যায় না। এর মধ্যে কবিতার মতো হৃদয়ময়তা, গল্পের মতো আকর্ষণ, ইতিহাসের মতো শিক্ষা, বিজ্ঞান ও দর্শনের মতো গভীরতা এবং জীবনের প্রতিটি বাঁকে পথ দেখানোর মতো প্রজ্ঞা রয়েছে। কখনো মনে হয়েছে, এটি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কাব্যিক সৌন্দর্যের আধার; কখনো মনে হয়েছে, মানবজীবনের সবচেয়ে গভীর ও তাৎপর্যপূর্ণ গল্পের ভান্ডার; আবার কখনো এর আয়াতগুলো আমাকে সৃষ্টি ও অস্তিত্বের এমন সব সত্যের মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছে, যা মানুষের চিন্তার জগৎকে নতুনভাবে সমৃদ্ধ করে। তবে কোরআনের প্রকৃত মাহাত্ম্য কোনো সাহিত্যিক উপমায় সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ করা সম্ভব নয়। কারণ, এটি মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার কালাম-মানবজাতির জন্য তাঁর দেওয়া চিরন্তন হেদায়াত।

২০২১ সালে যখন আমার পুরো পরিবার করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছিল, তখন জীবন ও মৃত্যুর মধ্যবর্তী অনিশ্চয়তা আমাকে গভীরভাবে নাড়া দিয়েছিল। পৃথিবীজুড়ে অসংখ্য মানুষ এই মহামারিতে প্রাণ হারিয়েছেন। কত পরিবার মুহূর্তের মধ্যে প্রিয়জন হারিয়ে নিঃস্ব হয়েছে, কত স্বপ্ন থেমে গেছে, কত জীবনের স্বাভাবিক ছন্দ ভেঙে পড়েছে! সেই বাস্তবতায় বারবার মনে হয়েছে, আমরাও তো তাদের মতো মৃত্যুর মুখোমুখি হতে পারতাম। কিন্তু মহান আল্লাহর অসীম রহমতে আমার পরিবারের সবাই সুস্থ হয়ে উঠেছি, কোনো জটিলতা ছাড়াই। জীবনের সেই অভিজ্ঞতা আমাকে নতুন করে উপলব্ধি করিয়েছে, মানুষের জীবন কতটা অনিশ্চিত, আর মহান সৃষ্টিকর্তার অনুগ্রহ কতটা অপরিসীম। এই উপলব্ধি থেকেই পরবর্তী সময়ে পবিত্র কোরআনুল কারিমের আরও গভীর সান্নিধ্যে যাওয়ার আকাঙ্ক্ষা আমার মধ্যে প্রবল হয়ে ওঠে। একসময় কোরআনের ৩০তম পারা, অর্থাৎ সূরা আন-নাবা থেকে সূরা আন-নাস পর্যন্ত মুখস্থ করার সৌভাগ্য অর্জন করি।

আমার কাছে জীবনের শ্রেষ্ঠতম অর্জন হলো পবিত্র কোরআনুল কারিমের ৩০তম পারার হাফেজ হতে পারা। পৃথিবীর বহু অর্জন, সম্মান কিংবা প্রাপ্তি সময়ের সঙ্গে ম্লান হয়ে যেতে পারে; কিন্তু মহান এরপর ২৮ পৃষ্ঠায়

বাংলাদেশের পানি : ন্যায্য হিস্যা নিশ্চিত করা গুরুত্বপূর্ণ

একটি সংগঠনের তথ্য অনুযায়ী, বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের প্রায় ৮৭৩ কোটি টাকা পদ্মা ব্যাংকে আটকে আছে। এই অর্থ উদ্ধারের উদ্যোগ ও দায় নির্ধারণে স্বচ্ছতা প্রয়োজন। নিজেদের অর্থের হিসাব পরিষ্কার না থাকলে আন্তর্জাতিক অর্থায়নের দাবি দুর্বল হয়ে পড়বে। আন্তালিয়ার সম্মেলন শেষ হবে ২০ নভেম্বর। সেখানে নতুন প্রতিশ্রুতি ও লক্ষ্য ঘোষণা হতে পারে। কিন্তু বাংলাদেশের জন্য সম্মেলনের সাফল্য নির্ভর করবে এসব প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের ওপর। একইভাবে ১২ ডিসেম্বরের পর গঙ্গা চুক্তির ভবিষ্যৎও গুরুত্বপূর্ণ। জলবায়ু পরিবর্তনের বাস্তবতা বিবেচনায় নিয়ে নতুন পানিবণ্টন ব্যবস্থা নিশ্চিত করা না গেলে নদী ও কৃষিনির্ভর মানুষের সংকট আরও বাড়বে। তাই আন্তালিয়ায় বাংলাদেশের দাবি শুধু জলবায়ু অর্থায়ন নয়, পানির ন্যায্য হিস্যাও। শেষ পর্যন্ত দুটি বিষয়ই বাংলাদেশের মানুষের নিরাপদ জীবন ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের স্বার্থের সঙ্গে জড়িত

শোয়েব সাম্য সিদ্দিক



তুরস্কের আন্তালিয়ায় চলছে জাতিসংঘের ৩১তম জলবায়ু সম্মেলন (কপ৩১) শেষ হলো ২০ নভেম্বর। ভূমধ্যসাগরের তীরের এই শহরে বিশ্বের নেতারা যখন জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে আলোচনা করছেন, তখন বাংলাদেশের জন্য আরেকটি তারিখ ক্রমেই এগিয়ে আসছে। ১২ ডিসেম্বর শেষ হচ্ছে ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে ১৯৯৬ সালে স্বাক্ষরিত গঙ্গা পানিবণ্টন চুক্তির মেয়াদ। হাতে সময় এক মাসের কম। একদিকে বৈশ্বিক উষ্ণায়ন, অন্যদিকে অভিন্ন নদীর পানির হিসাব। বাংলাদেশের কাছে এ দুটি সংকট আলাদা নয়। কারণ, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব যত বাড়ছে, পানির ন্যায্য হিস্যা নিশ্চিত করার প্রশ্নটিও তত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে।

জাতিসংঘ পরিবেশ কর্মসূচির (ইউএনইপি) সর্বশেষ এমিশনস গ্যাপ রিপোর্ট 'দ্য গ্যাপ অব রিটার্ন'-এ বলা হয়েছে, বৈশ্বিক তাপমাত্রা ১ দশমিক ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে রাখার লক্ষ্য কার্যত হাতছাড়া হয়েছে। সবচেয়ে আশাবাদী পরিস্থিতিতেও শতকের মাঝামাঝি তাপমাত্রা ১ দশমিক ৭ থেকে ১ দশমিক ৮ ডিগ্রি বাড়তে পারে। বর্তমান নীতি অব্যাহত থাকলে শতকের শেষে তা ২ দশমিক ৮ ডিগ্রিতে পৌঁছাতে পারে। এমনকি দেশগুলো প্রতিশ্রুতি পূরণ করলেও তাপমাত্রা বৃদ্ধির আশঙ্কা ২ দশমিক ৬ ডিগ্রি। পরিস্থিতি সামাল দিতে ২০৩৫ সালের মধ্যে ৪৫ শতাংশ এবং ২০৪০ সালের মধ্যে ৬৯ শতাংশ নিঃসরণ কমাতে হবে। অর্থাৎ প্রতিশ্রুতির চেয়ে বাস্তব পদক্ষেপ এখনো অনেক পিছিয়ে।

এবারের সম্মেলনের নেতৃত্বের কাঠামোতেও কিছুটা ভিন্নতা রয়েছে। সম্মেলনের আয়োজক তুরস্ক হলেও আলোচনার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে অস্ট্রেলিয়ার জলবায়ুমন্ত্রী ক্রিস বোয়েনকে। দুই দেশের সমঝোতা অনুযায়ী, আলোচনার ক্ষেত্রে বোয়েনের থাকবে বিশেষ এখতিয়ার। তবে তুরস্কের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা থাকবে কপ৩১-এর সভাপতিত্বের হাতে। অর্থাৎ আলোচনা পরিচালনা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের দায়িত্ব নিয়ে দুই দেশের মধ্যে একধরনের ক্ষমতা ভাগাভাগি রয়েছে। আন্তর্জাতিক সম্মেলনে এ ধরনের ব্যবস্থার বাস্তব প্রভাব কী হবে, তা আলোচনার অগ্রগতিতেই বোঝা যাবে। তবে বাংলাদেশের মতো দেশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ হলো, আলোচনার প্রতিটি পর্যায়ে নিজেদের দাবি ও স্বার্থ স্পষ্টভাবে তুলে ধরা।



বৈশ্বিক নিঃসরণে বাংলাদেশের অবদান মাত্র শূন্য দশমিক ৩৫ শতাংশ; অথচ জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে প্রতিবছর দেশের অর্থনৈতিক ক্ষতি ১৫ দশমিক ২ বিলিয়ন ডলার বলে বিশ্বব্যাংকের মূল্যায়নের ভিত্তিতে সরকার জানিয়েছে। উপকূলে লবণাক্ততা, নদীভাঙন, বন্যা ও ঘূর্ণিঝড়ের ক্ষতি এখন কৃষি, কর্মসংস্থান ও মানুষের জীবনযাত্রায় সরাসরি প্রভাব ফেলছে। অর্থাৎ জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য যারা কম দায়ী, ক্ষতির বোঝা তাদেরই বেশি বহন করতে হচ্ছে। বাংলাদেশের কাছে জলবায়ু ন্যায়বিচার তাই শুধু নীতিগত দাবি নয়, অর্থনৈতিক ও মানবিক বাস্তবতা।

জলবায়ু অর্থায়নে বাংলাদেশের প্রধান দাবি হওয়া উচিত ঋণের বদলে অনুদান। কারণ, জলবায়ুর ক্ষতি সামলাতে ঋণ নিলে ক্ষতিগ্রস্ত দেশকে আবার সুদ-আসলও পরিশোধ করতে হয়। ঢেঞ্জ ইনিশিয়েটিভের হিসাবে, ২০০৯ থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ জলবায়ু প্রকল্পে ১২ দশমিক ৭৮ বিলিয়ন ডলার ঋণ পেয়েছে, বিপরীতে অনুদান পেয়েছে মাত্র ২৬৮ মিলিয়ন ডলার। ক্ষয়ক্ষতি তহবিলেও প্রতিশ্রুত ৮২২ মিলিয়ন ডলারের মধ্যে ছাড় হয়েছে মাত্র ৪১৪ মিলিয়ন ডলার; অথচ বার্ষিক প্রয়োজন ৪০০ বিলিয়ন ডলারের কাছাকাছি বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এই চিত্র বলে দেয়, আন্তর্জাতিক প্রতিশ্রুতির তুলনায় বাস্তব অর্থায়ন কতটা অপ্রতুল।

এ প্রেক্ষাপটে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান ১২ নভেম্বর কপ৩১-এর উচ্চপর্যায়ের অধিবেশনে ভাষণ দিয়েছেন। ভাষণে তিনি জলবায়ু ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোর জন্য ঋণের বদলে অনুদানের আহ্বান জানান এবং পাঁচটি জরুরি পদক্ষেপের প্রস্তাব তোলেন। এর মধ্যে ছিল আন্তর্জাতিক জলবায়ু অর্থায়নের অন্তত ৫০ শতাংশ অভিযোজনে বরাদ্দ, ঋণের চাপ কমাতে ডেট ফর ক্লাইমেট সোয়াপের মতো ব্যবস্থা, জলবায়ুবান্ধব প্রযুক্তিতে ন্যায্য প্রবেশাধিকার, নবায়নযোগ্য জ্বালানিতে রূপান্তর ত্বরান্বিত করা এবং ন্যায্য জ্বালানি রূপান্তরের জন্য 'বেলেম-আন্তালিয়া অ্যাকশন মেকানিজম' গ্রহণ। বাংলাদেশের বাস্তবতার সঙ্গে দাবিগুলো সংগতিপূর্ণ। তবে শুধু দাবি জানালে হবে না, এর পক্ষে সুনির্দিষ্ট হিসাবও তুলে ধরতে হবে। অভিযোজন কার্যক্রমে বাংলাদেশের বছরে ৮ দশমিক ৫ থেকে ১২ দশমিক ৫ বিলিয়ন ডলার প্রয়োজন; অথচ অর্থায়ন পাওয়া যাচ্ছে মাত্র ১ দশমিক ২ বিলিয়ন ডলারের মতো। এই ঘাটতি ও অর্থের যথাযথ ব্যবহারের পরিকল্পনা তুলে ধরতে পারলে বাংলাদেশের দাবি আরও জোরালো হবে।

আন্তর্জাতিক নানা আলোচনায় বাংলাদেশের পানিসংকটও গুরুত্ব পাওয়া দরকার। ১৯৯৬ সালের গঙ্গা পানিবণ্টন চুক্তি অনুযায়ী, ১ জানুয়ারি থেকে ৩১ মে এরপর ৫৬ পৃষ্ঠায়





ভালোবাসা সবার তরে,
ঘৃণা নয়কো কারো পরে

Love for all, hatred for none

বাংলাডেস্ক যুক্তরাষ্ট্রের ভূবনে স্বাগতম

For more information contact:
Bait-uz-Zafar 188-15 McLaughlin Ave, Hollis NY 11423
(347) 530-5791

بسم الله الرحمن الرحيم

শিখিলবিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বর্তমান ইমাম ও আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) গত ১৪ই জুন, ২০২৪ তারিখে যুক্তরাজ্যের (ইসলামাবাদস্থ) মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত জুমুআর খুতবায় 'বদর শরীফ' এর যুদ্ধের ঘটনা বিশদভাবে উল্লেখ করেন এবং দু'জন শহীদের স্মৃতিচারণের পাশাপাশি পাকিস্তানের আহমদীদের জন্য বিশেষভাবে দোয়ার আহ্বান জানান।

তাশাহুদ, তা'ঊয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর (আই.) বলেন, আজ বদর শরীফের যুদ্ধের কিছু ঘটনা বর্ণনা করবো। বদর শরীফ গোত্রের পরিচিতি হলো, এরা মদীনার ইহুদীদের একটি বংশ ছিল। কোনো কোনো ঐতিহাসিক লিখেছেন, বদর শরীফ খাযরাজের ইহুদীদের একটি গোত্র ছিল এবং তাদের বসতিকে যাহরা বলা হতো। মহানবী (সা.) যখন মদীনায় আগমন করেন তখন বদর শরীফ গোত্রের নেতা ছিল হুয়াই বিন আখতাব। তার পিতৃপুরুষের ষষ্ঠ প্রজন্মে শরীফ বিন সাহায্যের নাম পাওয়া যায়, যার নামে এই গোত্রটি বদর শরীফ নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। উম্মুল মু'মিনীন হযরত সাফীয়া (রা.) বদর শরীফের নেতা হুয়াই বিন আখতাবের কন্যা ছিলেন। ইতিহাসের প্রচারণীতে লেখা আছে, হুয়াই বিন আখতাবের বংশধারা হযরত মূসা (আ.)-এর ভাই হযরত হারূন (আ.)-এর সাথে গিয়ে মিলিত হয়। হুয়াই এর বংশে কতিপয় ব্যক্তি শনুওয়্যতের সম্মানে ধন্য হয়েছিলেন, যাদের কারণে সে গর্বিত ছিল। আর এই অহংকারের কারণেই সে বলতো, আল্লাহ্ তা'লা আমাদের প্রতি ইহকালেও সদয় এবং পরকালেও আমাদের প্রতি স্নেহ ও অনুগ্রহ করবেন। তিনি আমাদেরকে পাপের কারণে কয়েকদিন শাস্তি দিবেন, অবশেষে জান্নাতই হবে আমাদের স্থায়ী নিবাস। এই বংশীয় আত্মগরিমা ও ঔদ্ধত্যের কারণেই হুয়াই মহানবী (সা.)-এর শিক্ষামালা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল। অবস্থানের দিকথেকে বদর শরীফ গোত্রটি মসজিদে কুবা থেকে আধা মাইল দূরে উত্তর পূর্ব দিকে (অবস্থিত) ছিল। আর মদীনার মধ্যভাগে এর বসতি প্রথমে আসতো এবং মসজিদে কুবা এর থেকে কিছুটা দূরত্বে দক্ষিণ পার্শ্বে অবস্থিত ছিল।

চতুর্থ হিজরীর রবিউল আউয়াল (মাসে) বদর শরীফের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এক তথ্য অনুসারে এটি উহুদের যুদ্ধের পূর্বের ঘটনা আর ইমাম বুখারীর তথ্যও এটিই। তবে ইমাম বুখারী (রহ.) এখানে একথাও লিখেছেন যে, ইবনে ইসহাকের মতে এই যুদ্ধ উহুদ ও বি'রে মা'উনার পরে হয়েছিল। যদিও আল্লামা ইবনে কাসীর ছাড়াও অধিকাংশ ঐতিহাসিক এবং জীবনীকার বলেছেন, উহুদের যুদ্ধের পরেই বদর শরীফের যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। বদর শরীফের যুদ্ধের প্রেক্ষাপট হলো, মক্কার কুরাইশ কাফিররা বদরের যুদ্ধের পূর্বে আব্দুল্লাহ বিন উবাই বিন সলূল এবং অওস ও খাযরাজ গোত্রের অন্যান্য প্রতিমাপূজারীদের লিখেছিল, [তখন মহানবী (সা.) মদীনায় ছিলেন।] তোমরা আমাদের সঙ্গীকে আশ্রয় দিয়েছ। মদীনায় তোমাদের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। আমরা শপথ করে বলছি, হয় (তোমরা) তাদের সাথে যুদ্ধ করো অথবা তাদেরকে শিহরের শহর থেকে বহিষ্কার করো; শত্রুরা আমরা গোটা আরবকে ঐক্যবদ্ধ করে তোমাদের ওপর আক্রমণ করবো। তোমাদের যোদ্ধাদের সাথে যুদ্ধ করবো, তোমাদের নারী ও শিশুদের (নির্মমভাবে) হত্যা করবো। যখন ইবনে উবাই এবং অন্য প্রতিমাপূজারীরা এই পত্র পায় তখন তারা একে অপরকে বার্তা পাঠায় এবং মহানবী (সা.) ও তাঁর সাহাবীদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য সুদৃঢ় সংকল্প করে। এই সংবাদ পাওয়ার পর মহানবী (সা.) তাঁর সাহাবীদের একটি দলকে নিয়ে মদীনার নেতাদের সাথে সাক্ষাৎ করেন। তিনি (সা.) বলেন, কুরাইশরা তোমাদেরকে কঠোর হুঁশিয়ারি দিয়ে পত্র লিখেছে। এই পত্র তোমাদেরকে কোনো ধোঁকায় যেন না ফেলে, নিজে তোমরা স্বয়ং ধোঁকা ও প্রতারণার শিকার হয়ে নিজেদেরই ভাই ও পুত্রদের সাথে আবার যুদ্ধ করতে না আরম্ভ করো। মহানবী (সা.)-এর একথা শোনে তারা বিষয়টি অনুধাবন করতে পারে এবং নিজেদের সংকল্প স্থগিত করে আর ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। এভাবে মক্কার কুরাইশের এই হুমকি আর শেষ পর্যন্ত কার্যকর হয়নি।

এরপর কুরাইশরা বদরের যুদ্ধের পর ইহুদীদের কাছে একটি পত্র লিখে যে, তোমাদের কাছে অস্ত্র আছে আর তোমরা দুর্গেরও মালিক। হয় তোমরা আমাদের সহযোগী হয়ে যুদ্ধ করো নতুবা আমরা তোমাদের ওপর আক্রমণ করবো এবং তোমাদের পুরুষদেরকে হত্যা করবো আর তোমাদের নারীদেরকে আমাদের দাসী বানাবো। এই পত্র যখন ইহুদীদের কাছে পৌঁছায় তখন বদর শরীফ গোত্র মহানবী (সা.)-কে ধোঁকা দেয়ার জন্য সহমত হয়, কেননা ইহুদী গোত্রগুলো তো আগে থেকেই সুযোগ খুঁজছিল যাতে মুসলমানদের আধিপত্য ও ক্ষমতায় যতদ্রুত সম্ভব অবসান করা যায়। এ পর্যায়ে তারা এমন সুরতহিসাবি করায় চিন্তা করে যাতে মহাসখী (সা.)-কে শাহীনুমিয়াহ্ হত্যা করা যায়। অতএব, তারা তাঁর সমীপে সংবাদ প্রেরণ করে যে, আপনি আপনার ত্রিশজন সাহাবীকে নিয়ে আসুন, আমাদের ত্রিশজন আলেমও আপনার সামনে উপস্থিত হবে; এমনকি আমরা এমন এক স্থানে মিলিত হবো যা আমাদের এবং আপনাদের পছন্দের হবে। আমাদের লোকেরা আপনার কথা শুনবে। তারা যদি আপনাকে সত্যায়ন করে অর্থাৎ ইহুদী আলেমরা যদি আপনার প্রতি ঈমান আনয়ন করে তাহলে আমরাও আপনার প্রতি ঈমান আনব। পরের দিন মহানবী (সা.) ত্রিশজন সাহাবীকে সাথে নিয়ে তাদের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। ত্রিশজন ইহুদী আলেমও তাঁর কাছে আসে। ইহুদীরা যখন খোলা জায়গায় আসে তখন তারা পরস্পরকে বলে, তোমরা তাঁর ওপর কীভাবে আক্রমণ করবে? কেননা তাঁর সাথে ত্রিশজন সঙ্গী রয়েছেন। ত্রিশজন সঙ্গীর উপস্থিতিতে আক্রমণ করা তো কঠিন আর তারা এমন সঙ্গী, যারা তাঁর জন্য প্রাণ বিসর্জন দিতেও কুণ্ঠাবোধ করবে না। তখন ইহুদীরা তাঁর কাছে পুনরায় এই সংবাদ প্রেরণ করে যে, আমরা ঘাটজন পরস্পর কীভাবে প্রজ্ঞাপূর্ণ আলোচনা করবো? আপনি এক কাজ করুন, তিনজন সঙ্গীকে নিয়ে আসুন আর আমরাও আমাদের তিনজন আলেমকে নিয়ে আসবো, তারা আপনার আলোচনা শুনবে। তখন তিনি (সা.) তিনজন সাহাবীকে সাথে নিয়ে আসার প্রস্তাবটি গ্রহণ করেন। তিনজন ইহুদী আলেমও রওয়ানা হয় আর ঐ ইহুদীদের কাছে খঞ্জর বা ধারালো ছুরি ছিল। তারা মহানবী (সা.)-এর ওপর আক্রমণ করতে চাচ্ছিল। যাহোক, মহানবী (সা.) যাত্রার জন্য প্রস্তুত ছিলেন, ইতিমধ্যেই বদর শরীফের একজন হিতাকাঙ্ক্ষী শামী একজন আসামী মুসলমানদের এবং পরে মহানবী (সা.)-কে বদর শরীফের সকল ষড়যন্ত্রের কথা বলে দেয়। তাই মহানবী (সা.) ইহুদীদের কাছে না গিয়ে মদীনায় ফেরত চলে আসেন।

এই যুদ্ধের আরেকটি কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে একজন ঐতিহাসিক লিখেছেন, বদর শরীফ গোত্র সংগোপনে কুরাইশের কাছে বার্তা পাঠায় আর তাদেরকে মহানবী (সা.)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে প্ররোচিত করে বরং তাদেরকে মুসলমানদের প্রতিরক্ষা-খাতের কিছু দুর্বলতার কথাও জানিয়ে দেয়। কোনো কোনো বর্ণনা অনুযায়ী উহুদের যুদ্ধের পূর্বে ইহুদীরাও মক্কায় কুরাইশকে চরমভাবে উত্তেজিত করেছিল যার ফলশ্রুতিতে উহুদের যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল।

এ যুদ্ধের একটি গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎক্ষণিক কারণ এটিও বর্ণনা করা হয় যে, বি'রে মা'উনা থেকে প্রত্যাবর্তনের সময় যখন হযরত আমর বিন উমাইয়্যা যামরী (রা.) বদর শরীফের দু'জনকে হত্যা করেছিলেন যাদের সাথে মুসলমানদের সন্ধিচুক্তি ছিল, তাই তাদেরকে রক্তপণ প্রদান আবশ্যক ছিল। এ উদ্দেশ্যে মহানবী (সা.) বদর শরীফের কাছে গিয়েছিলেন, কেননা মহানবী (সা.) ইহুদীদের সাথে যে সন্ধিচুক্তি করেছিলেন এর একটি ধারায় ছিল, 'আইয়া'ওয়ানুহু আলা দীনি হিমাত' অর্থাৎ তারা রক্তপণের ব্যাপারে মুসলমানদের সাথে সহযোগিতা করবে। এই ঘটনায় বিশদ বিবরণ হলো, হযরত আমর বিন উমাইয়্যা যামরী (রা.) যখন মহানবী (সা.)-এর নিকট এসে পুরো ঘটনা বর্ণনা করেন তখন তিনি (সা.) বলেন, তুমি খুবই অন্যায় কাজ করেছ। তাদের সাথে আমাদের চুক্তি এবং শিয়াপাড়ার শর্ত ছিল। হযরত আমর বিন উমাইয়্যা যামরী (রা.) বলেন, আমি এই সন্ধিচুক্তির বিষয়টি জানতাম না। আমি তাদেরকে মুশরিক মনে করতাম আর তাদের গোত্র আমাদের সাথে প্রতারণাও করেছে। হযরত আমর (রা.) তাদের মালপত্র এবং কাপড়-চোপড় সাথে করে নিয়ে এসেছিলেন। মহানবী (সা.) তাকে নির্দেশ দেন তাদের মালপত্র এবং কাপড়-চোপড় যেন তাদের শোকসন্তপ্ত পরিবারের কাছে ফেরত পাঠানো হয়। মহানবী (সা.) রক্তপণ সহ লোকগুলো পাঠিয়ে দেন। মহানবী (সা.) শনিবার দিন বদর শরীফ গোত্রের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন, মসজিদে কুবায় নামায পড়েন। প্রায় দশজনের মতো মুহাজির ও আনসার সাহাবী মহানবী (সা.)-এর সাথে ছিলেন। তিনি (সা.) বদর শরীফকে তাদের বৈঠকে উপবিষ্ট দেখতে পান। তিনিও তখন সেখানে আসন গ্রহণ করেন যাতে করে মৃত দুই ব্যক্তির রক্তপণ আদায়ের ব্যাপারে তাদের সাথে পরামর্শ করতে পারেন, যেন তারা দু'জন নিহত ব্যক্তির রক্তপণ পরিশোধে তাঁকে সহযোগিতা করে।

এই যুদ্ধাভিযানের কারণ কি ছিল এ ব্যাপারে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব এম, এ (রা.)'র একটি তথ্য পাওয়া যায় যা থেকে বিষয়টি আরও সুস্পষ্ট হয়। তিনি (রা.) লিখেন, এই যুদ্ধের কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে অসিন্ধ হাদীসবেত্তাগণ বিভিন্ন আজিব তুলে ধরেছেন আর এ কারণে এই যুদ্ধ ঠিক কখন আরম্ভ হয়েছিল সে ব্যাপারেও দ্বিমত রয়েছে। বদর শরীফের পক্ষ থেকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন যুদ্ধের সূচনা হয়েছে। সকল ঘটনাই পিছ পিছ সময় ও স্থান সাপেক্ষে সঠিক। কিন্তু সর্বশেষ যুদ্ধ সেটি ছিল যা বদর আমেরের দু'জন ব্যক্তির রক্তপণ আদায়ের সময় আরম্ভ হয়েছিল, বাকি আল্লাহই ভালো জানেন। রক্তপণ আদায়ের ব্যাপারে মহানবী (সা.) একদল সাহাবীকে নিয়ে বদর শরীফের নিকট উপস্থিত হন এবং চুক্তি অনুসারে রক্তপণ আদায়ের বিষয়টি তাদের কাছে উত্থাপন করেন। তারা বলে, হ্যাঁ, আবুল কাশেম! আপনি খাবার খেয়ে দিন এরপর আমরা এ ব্যাপারে কথা বলছি। এভাবে বাহ্যিকভাবে ইহুদীরা খুবই হাস্যোজ্জ্বলভাবে মহানবী (সা.)-এর সাথে কথা বলে। কিন্তু ভেতরে ভেতরে তারা মহানবী (সা.)-কে হত্যার ষড়যন্ত্র করতে থাকে। তখন তিনি (সা.) তাদের বাড়ির এক দেয়ালের পাশে উপবিষ্ট ছিলেন। একজন বর্ণশংকারী ইহুদীদের মহানবী (সা.)-কে হত্যার ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে লিখেন, বদর শরীফের সর্দার হুয়াই বলে, "হে ইহুদীর দল! মুহাম্মদ (সা.) তাঁর কতিপয় সাথীকে নিয়ে তোমাদের কাছে উপস্থিত হয়েছে, তাদের সংখ্যা দশজনেরও কম। এই বাড়ির ছাদে উঠে বড় একটি পাথর ফেলে মুহাম্মদকে (সা.)-কে হত্যা করো, তোমরা এর চেয়ে উত্তম সুযোগ আর কখনো পাবে না। যদি তাঁকে মেরে ফেলতে পারো তাহলে তার সঙ্গীরা ছত্রভঙ্গ হয়ে যাবে। মক্কা থেকে আসা তোমাদের সাথীরা মক্কায় ফিরে যাবে এবং এখানে শুধু অওস ও খাযরাজ থাকবে, যারা তোমাদেরই মিত্র। তাই তোমরা যা করতে চাও, এখনই করো"। একথা শুনে এক দুর্ভাগা ইহুদী আমর বিন জাহাশ বলে, "আমি বাড়ির ছাদে উঠে পাথর ফেলে মুহাম্মদ (সা.)-কে (নাঊযুবিল্লাহ্) হত্যা করবো"। যখন এসব পরামর্শ করা হচ্ছিল তখন বদর শরীফের এক নেতা সালামা বিন মিশকাম বলে, "হে ইহুদীর দল! তোমরা চাইলে সারাজীবন আমার বিরোধিতা করো, কিন্তু আজ আমার কথা মেনে নাও। আল্লাহ্‌র কসম! মুহাম্মদ (সা.)-কে তোমাদের এই ষড়যন্ত্রের ব্যাপারে অবগত করা হবে। আর এটি আমাদের এবং তাদের মাঝে বিদ্যমান সন্ধিচুক্তির পরিপন্থীও বটে।" কিন্তু ইহুদীরা তার কথার কর্ণপাত না করে সিদ্ধান্তে অটল থাকে। হুযূর (আই.) বলেন, 'ইনশাআল্লাহ্ আগামীতে বর্ণনা করা হবে যে, তারা কি পরিকল্পনা করেছিল এবং কীভাবে আল্লাহ্ তা'লা মহানবী (সা.)-কে রক্ষা করে তাদের ষড়যন্ত্রকে ব্যর্থ করে দিয়েছিলেন।'

পরিশেষে হুযূর (আই.) পাকিস্তানের আহমদীদের জন্য দোয়ার আহ্বান জানিয়ে বলেন, 'পাকিস্তানের আহমদীদের জন্য বিশেষ দোয়ার আহ্বান করতে চাই। সম্প্রতি তাদের ওপর পুনরায় নির্যাতন শুরু হয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা শীঘ্র পাকিস্তানের আহমদীদেরকে অত্যাচারের কবল থেকে মুক্তি দিন আর সেখানেও আমাদের পরিস্থিতি অনুকূল করে দিন। কেননা ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বিষয়কে কেন্দ্র করে তাদের বিরুদ্ধে মামলা-মোকদ্দমা ও নির্যাতনের চেষ্টা করা হচ্ছে।' এরপর হুযূর (আই.) পাকিস্তানের দু'জন শহীদ ও একজন মরহুমের স্মৃতিচারণ করেন এবং নামাযের পর তাদের গায়েবানা জানাযা পড়ান। শহীদদের একজন হলেন, ৬৪ বছর বয়স্ক মুকাররম গোলাম সারোয়ার সাহেব আর অপরজন হলেন ৩২ বছর বয়স্ক শহীদ মুকাররম মাহাত আহমদ বাজওয়া সাহেব। মণ্ডী বাহাউদ্দিন জেলার সাহদ্রাহপুরে গত ৮ই জুন, ২০২৪ তারিখে একজন মাদ্রাসা ছাত্র সৈয়দ আলী রেযার গুলিতে তারা উভয়ই ঘটনাস্থলে শাহাদত বরণ করেন, ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিঊন। হুযূর (আই.) তাদের সংক্ষিপ্ত স্মৃতিচারণ করার পর মুকাররম মালেক মুবাশ্বেরুল খাস সাহেবেরও স্মৃতিচারণ করেন এবং তাদের তিনজনের আত্মার মাগফিরাত ও শান্তি কামনা করে দোয়া করেন, 'আল্লাহ্ তা'লা তাদের সাথে প্রতি ক্ষমা ও ক্ষমাসুলভ আচরণ করুন এবং তাদের শোকসন্তপ্ত পরিবারকে ধৈর্য ধারণের তৌফিক দিন' আমীন।

[প্রিয় পাঠকবৃন্দ! হুযূরের খুতবা সম্পূর্ণ শোনার কখনোই কোনো বিকল্প নেই, আমরা সময়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে খুতবার সারমর্ম উপস্থাপন করছি মাত্র। আপনাদেরকে হুযূরের পুরো খুতবাটি শোনার অনুরোধ রইল। হুযূরের খুতবাটি পুরো শুনতে পাবেন আমাদের এমটিএ'র নিয়মিত ওয়েবসাইট অর্থাৎ, **www.mta.tv** এবং আমাদের কেন্দ্রীয় বাংলা ওয়েবসাইট **www.ahmadiyyabangla.org** -এ]

(সূত্র: কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক লন্ডনের তত্ত্বাবধানে প্রস্তুতকৃত)

এটর্নী মঈন চৌধুরী LAW OFFICES

Toll Free: 1-866-MOIN-LAW
Cell: 917-282-9256
(To schedule appointment only)


Michael Taub, Esq.


Moin Choudhury, Esq.

এক্সিডেন্ট কেইসেস-মেডিক্যাল ম্যালপ্রেক্টিস
বিনামূল্যে পরামর্শ
প্রয়োজনে এটর্নী বাসায় বা হাসপাতালে আসবেন

- গাড়ী এক্সিডেন্ট
- কনস্ট্রাকশন কাজে দূর্ঘটনা
- বিল্ডিং এ দূর্ঘটনা
- স্লিপ এন্ড ফল
- ট্রিপ এন্ড ফল
- হাসপাতালে ভুল চিকিৎসা
- বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম
- লেড পয়জনিং
- কাজের জায়গায় দূর্ঘটনা

IMMIGRATION
(Consultation fee applies)





ক্লায়েন্টেদের জন্য আমরা মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার আদায় করে দিয়েছি


Attorney
Michigan Only.


Attorney
Michigan Only.


Attorney
New Jersey Only


Attorney, Buffalo
New York Only


Attorney
Connecticut Only


Attorney
Pennsylvania Only

WWW.MOINLAW.COM

Prior result does not guarantee future outcome of any cases. Moin Choudhury is admitted in Michigan State only and also admitted in the Supreme Court of the United States.
Michael Taub is admitted in New York State Only and also admitted in the NY Federal District Courts.

মওলানা ভাষানী : নদী ও মানুষের মুক্তির রাজনীতি

> কেউ কেউ গাড়িবহর নিয়ে ঘুরে এসে তাকে লং মার্চ বলছেন। অথচ ভাসানীর লং মার্চের শক্তি ছিল জনগণের অংশগ্রহণ, তাদের অধিকার এবং সংগঠিত প্রতিবাদ। যারা জাতীয় স্বার্থবিরোধী বিভিন্ন চুক্তির প্রশ্নে নীরব থাকেন, অথচ লং মার্চের নামে কর্মসূচি করেন, তাদের এ ব্যবহার আসলে লং মার্চের ঐতিহাসিক তাৎপর্যকেই বিকৃত করে। ভাসানীকে স্মরণ করার এই সময়ে তাই আমাদের সামনে মূল প্রশ্ন হওয়া উচিত, তার রাজনীতির কোন ধারাটি আমরা এগিয়ে নিতে চাই। গঙ্গার পানিবণ্টন চুক্তির নবায়ন, নদী ও প্রকৃতি রক্ষা, জাতীয় স্বার্থ এবং মানুষের জীবন-জীবিকার প্রশ্নে জনসম্পৃক্ত আন্দোলন গড়ে তোলা জরুরি। এর দায়িত্ব সেই জনগোষ্ঠী ও রাজনৈতিক শক্তির, যারা ভাসানীর দর্শন ধারণ করে। ভাসানীর ছবি ব্যবহার করা আর তার রাজনীতি ধারণ করা এক বিষয় নয়। তার প্রতি প্রকৃত শ্রদ্ধা জানাতে হলে তার সংগ্রামের দর্শন ও অবস্থানের সঙ্গে নিজেদের যুক্ত করতে হবে

আনু মুহাম্মদ



মওলানা ভাসানীকে স্মরণ করার সবচেয়ে বড় বিড়ম্বনা হলো, তার নাম ও ছবি ব্যবহার করে এমন অনেক রাজনীতি করা হয়, যার সঙ্গে তার জীবনভর লড়াইয়ের কোনো সম্পর্ক নেই। যে মানুষটি সাম্রাজ্যবাদ, পুঁজিবাদ, শোষণ ও সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন, মানুষের মুক্তির সঙ্গে প্রাণ-প্রকৃতির মুক্তির সম্পর্ক দেখেছিলেন, তার মৃত্যুর এত বছর পরও সে লড়াইগুলো আমাদের সামনে আরও বড় হয়ে হাজির হয়েছে। ফারাক্কা লং মার্চের পাঁচ দশক পর আবার গঙ্গার পানিবণ্টন চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার মুখে বাংলাদেশ। নদীর পানি, জাতীয় স্বার্থ ও মাটির মানুষের অধিকার নিয়ে সেই পুরনো সংকট নতুন করে সামনে এসেছে। এ সময়ে ভাসানীকে স্মরণ করার অর্থ শুধু তার প্রতি শ্রদ্ধা জানানো নয়; বরং তার রাজনৈতিক দর্শনের আলোয় নিজেদের যাত্রা, রাজনীতি ও উন্নয়নচিন্তাকে প্রশ্ন করা।

মওলানা ভাসানী নামটি আমরা উচ্চারণ করি। কিন্তু তার নামের মধ্যেও তার জীবনের একটা ইতিহাস রয়েছে। তার প্রকৃত নাম আবদুল হামিদ খান। 'মওলানা' তার ধর্মীয় শিক্ষার স্বীকৃতি, আর 'ভাসানী' মানুষের জন্য লড়াই করতে গিয়ে অর্জিত পরিচয়। এ পরিচয়ের মধ্যেই তার রাজনৈতিক জীবনের একটা তাৎপর্য নিহিত আছে। তিনি সারাজীবন শ্রমজীবী মানুষ, কৃষক, মেহনতি নারী-পুরুষ এবং নিপীড়িত জনগোষ্ঠীর খুব কাছ থেকে তাদের জীবন ও সংগ্রামকে দেখেছেন। তাদের মুক্তির পথ অনুসন্ধান করতে গিয়ে সাম্রাজ্যবাদ, পুঁজিবাদ, শোষণ, নিপীড়ন ও সাম্প্রদায়িকতাকে মানুষের প্রধান শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। একই সঙ্গে মানুষের মুক্তির সঙ্গে প্রাণ-প্রকৃতির সম্পর্ককেও তার রাজনৈতিক চিন্তার গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় নিয়ে এসেছেন।

মওলানা ভাসানীর মৃত্যুবার্ষিকীতে তার ফারাক্কা লং মার্চের কথা স্মরণ করার বিশেষ তাৎপর্য আছে। ১৯৭৬ সালে জীবনের শেষ পর্যায়ে এসে তিনি ফারাক্কা বাঁধের বিরুদ্ধে যে লং মার্চের ডাক দিয়েছিলেন, সেটি শুধু একটি বাঁধের প্রতিবাদ ছিল না। এর মধ্যে ছিল বাংলাদেশের নদী, পানি, প্রকৃতি ও জাতীয় স্বার্থ রক্ষার প্রশ্ন। পাঁচ দশক পর আজকের বাংলাদেশে দাঁড়িয়ে সেই আন্দোলনের শিক্ষা আমাদের নতুন করে বুঝতে হবে। ভাসানীর রাজনৈতিক জীবনের দিকে তাকালে দেখা যায়, ষাটের দশকে আইয়ুব খানের সামরিক শাসনবিরোধী আন্দোলন, ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান, মুক্তিযুদ্ধ এবং স্বাধীনতার পর স্বৈরাচারবিরোধী সংগ্রামে তার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। সাম্প্রদায়িকতা ও পাকিস্তানপন্থী রাজনীতির বিরুদ্ধেও তিনি অবস্থান নিয়েছেন। তার রাজনৈতিক শক্তির উৎস ছিল নিপীড়িত মানুষের সঙ্গে গভীর সম্পর্ক। কৃষক সম্মেলন, শ্রমিক সমাবেশ এবং ব্যাপক জনগণের অংশগ্রহণে আন্দোলন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে তিনি যে ভূমিকা রেখেছেন, তা বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। তাকে বোঝার জন্য তার ধর্মীয় চিন্তার দিকটিও গুরুত্বপূর্ণ। ভাসানী ইসলামকে এমনভাবে ধারণ করেছিলেন, যেখানে মানুষের মুক্তি, সাম্য এবং প্রকৃতির প্রতি দায়িত্ববোধের প্রশ্ন একসঙ্গে উপস্থিত। তিনি 'হুকুমতে রব্বিয়াত' বা পালনকর্তার ধারণা সামনে এনেছিলেন। এর অর্থ, সৃষ্টিকর্তার সব সৃষ্টির প্রতিই মানুষের দায়িত্ব রয়েছে। সব প্রাণ, প্রকৃতি ও জীবনের অধিকার রক্ষা করা মানুষের কর্তব্য। এখানে ধর্মের ভিত্তিতে মানুষে মানুষে বিভাজন কিংবা বৈষম্যের জায়গা নেই। মুসলমানের মুক্তি অন্য ধর্মের মানুষকে নিপীড়নের মধ্য দিয়ে আসতে পারে না; বরং নিপীড়িত মানুষের মুক্তির মধ্য দিয়েই সবার মুক্তি সম্ভব।

এই উদার ধর্মীয় চিন্তাকে তিনি সমাজতন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত করেছিলেন। এ কারণেই জামায়াতে ইসলামীসহ সাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক শক্তিগুলো তাকে বিভিন্ন সময়ে আক্রমণ করেছে। তাকে ভারতের দালাল, মুরতাদ, কাফের কিংবা নানা অবমাননাকর অভিধায় অভিহিত করা হয়েছে। অথচ ভাসানীর রাজনীতি ছিল সাম্রাজ্যবাদবিরোধী, শোষণবিরোধী এবং মানুষের সামগ্রিক মুক্তির রাজনীতি। তার কাছে সাম্রাজ্যবাদবিরোধিতা, পুঁজিবাদবিরোধিতা এবং প্রকৃতি রক্ষার সংগ্রাম বিচ্ছিন্ন কোনো বিষয় ছিল না।

ফারাক্কা লং মার্চকে এই সামগ্রিক রাজনৈতিক দর্শনের মধ্যেই বুঝতে হবে। ফারাক্কা বাঁধ ভারতের আধিপত্যের একটি প্রকাশ; কিন্তু একই সঙ্গে এটি নদীকে নিয়ন্ত্রণ করে মুনাফা ও ক্ষমতা অর্জনেরও প্রকাশ। নদীকে জীবন্ত প্রাকৃতিক ব্যবস্থা হিসেবে না দেখে তাকে নিয়ন্ত্রণ, ব্যবহার ও মুনাফা অর্জনের উপকরণ হিসেবে বিবেচনা করার যে প্রবণতা, ভাসানীর প্রতিবাদ ছিল তার বিরুদ্ধেও। তিনি বুঝেছিলেন, নদী ও প্রকৃতির ওপর আক্রমণ শেষ পর্যন্ত মানুষের জীবন ও জীবিকার ওপরই আক্রমণ।

এ সংকট শুধু ফারাক্কায় সীমাবদ্ধ থাকেনি। টিপাইমুখ, গজলডোবাসহ বিভিন্ন নদীর ওপর একের পর এক বাঁধ ও নিয়ন্ত্রণমূলক প্রকল্প বাংলাদেশের নদীপ্রবাহ ও জনজীবনের জন্য বিপদ তৈরি করেছে। আবার বাংলাদেশের ভেতরেও গত কয়েক দশকে নদী, খাল, বিল ও জলাভূমির ওপর নানা ধরনের আক্রমণ হয়েছে। ফলে সমস্যাটি শুধু ভারত-বাংলাদেশের দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। এর পেছনে রয়েছে মুনাফাভিত্তিক পুঁজিবাদী উন্নয়ন দর্শন, যেখানে মানুষ ও প্রকৃতির স্বার্থের চেয়ে মুষ্টিমেয় গোষ্ঠীর মুনাফা বড় হয়ে ওঠে।

এ বাস্তবতায় আগামী ১২ ডিসেম্বর গঙ্গা পানিবণ্টন চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার বিষয়টি অত্যন্ত উদ্বেগজনক। বিভিন্ন সময়ে চুক্তি ও সমঝোতা হলেও এরপর ৩৬ পৃষ্ঠায়



নীতিনির্ধারকদের চিকিৎসায় সরকারি হাসপাতালকে অগ্রাধিকারে নীতিমালা চাই

অধ্যাপক ডা. এ কে এম মহিউদ্দিন ভূঁইয়া মাসুম

দেশের স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণমন্ত্রী সরদার মো. সাখাওয়াত হোসেন রাজধানীর একটি ব্যয়বহুল বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা নিচ্ছেন। গণমাধ্যমের খবর অনুযায়ী, তাঁর হৃদ্যন্ত্রের রক্ত নালিতে তিনটি ব্লক শনাক্ত হয়েছে এবং ইতিমধ্যেই দুটি ব্লকে রিং স্থাপন করা হয়েছে। তাঁর পরিবারের পক্ষ থেকে দেশবাসীর কাছে দোয়া চাওয়া হয়েছে। আমরা তাঁর দ্রুত ও পূর্ণ সুস্থতা কামনা করছি।

স্বাস্থ্যমন্ত্রী বিদেশে না গিয়ে দেশেই চিকিৎসা নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, এটি অবশ্যই ইতিবাচক। কিন্তু দেশের সরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থার দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির চিকিৎসার জন্য একটি ব্যয়বহুল বেসরকারি হাসপাতাল বেছে নেওয়ার বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ নীতিগত প্রশ্নের জন্ম দেয়।

যিনি দেশের সরকারি হাসপাতালগুলোর উন্নয়ন, চিকিৎসার মান ও জনগণের আস্থা প্রতিষ্ঠার দায়িত্বে রয়েছেন, তিনি নিজেই যদি সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা গ্রহণ না করেন, তাহলে সাধারণ মানুষের কাছে কী বার্তা পৌঁছায়?

অবশ্যই একজন স্বাস্থ্যমন্ত্রীরও নিজের পছন্দমতো নিরাপদ ও মানসম্মত চিকিৎসা গ্রহণের অধিকার রয়েছে। জরুরি অবস্থায় নিকটবর্তী উপযুক্ত হাসপাতালে দ্রুত চিকিৎসা গ্রহণই চিকিৎসাবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে সঠিক সিদ্ধান্ত। তাঁর বর্তমান চিকিৎসার স্থান নির্বাচনের পেছনে কী চিকিৎসাগত কারণ রয়েছে, তা না জেনে কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছানো উচিত নয়।

তবে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে দেশের সরকারি চিকিৎসা ব্যবস্থার সক্ষমতা, মর্যাদা ও ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনা হওয়া জরুরি।

উন্নত বিশ্বের অভিজ্ঞতা আমাদের কী শেখায়?

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের চিকিৎসায় রয়েছে হোয়াইট হাউসের বিশেষ চিকিৎসক দল এবং প্রয়োজনে ওয়াল্টার রিড জাতীয় সামরিক চিকিৎসা কেন্দ্রের সেবা।

যুক্তরাজ্যে প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রীরা দেশটির জাতীয় স্বাস্থ্য সেবা ব্যবস্থার অধীনে সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা গ্রহণ করতে পারেন। ২০২০ সালে তৎকালীন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসন করোনায় আক্রান্ত হয়ে লন্ডনের সরকারি সেন্ট থমাস হাসপাতালে নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রে চিকিৎসা নিয়েছিলেন।

এসব উদাহরণ থেকে আমাদের শিক্ষা নেওয়া উচিত। রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের জন্য বিশেষ নিরাপত্তা ও চিকিৎসা সমন্বয়ের ব্যবস্থা থাকতে পারে, কিন্তু নিজ দেশের সরকারি চিকিৎসা ব্যবস্থাকে সক্ষম ও নির্ভরযোগ্য করে তোলাই হওয়া উচিত রাষ্ট্রের অগ্রাধিকার।

জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউটের সক্ষমতাকে কেন অগ্রাধিকার দেওয়া হবে না?

বাংলাদেশের জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল দীর্ঘদিন ধরে দেশের অসংখ্য হৃদ্রোগ আক্রান্তদের চিকিৎসা দিয়ে আসছে। সেখানে অভিজ্ঞ হৃদ্রোগ বিশেষজ্ঞ, হৃদ্রোগের রক্ত নালিতে রিং স্থাপন এবং হৃদ্যন্ত্রের অস্ত্রোপচার সহ বিভিন্ন বিশেষায়িত চিকিৎসার ব্যবস্থা রয়েছে।

এ ছাড়া বাংলাদেশ মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় এবং দেশের বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতালে জটিল হৃদ্রোগের চিকিৎসা হচ্ছে।

আমি মনে করি, স্বাস্থ্যমন্ত্রীর মতো গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির চিকিৎসার ক্ষেত্রে রোগীর অবস্থা স্থিতিশীল থাকলে এবং চিকিৎসাগত ভাবে উপযুক্ত হলে জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউটের মতো সরকারি বিশেষায়িত হাসপাতালকে অগ্রাধিকার দেওয়ার বিষয়টি বিবেচনা করা উচিত।

প্রয়োজনে দেশের বরেণ্য কার্ডিওলজিস্ট, ইন্টারভেনশনাল কার্ডিওলজিস্ট (হৃদ্রোগের রক্ত নালিতে হস্তক্ষেপমূলক চিকিৎসায় অভিজ্ঞ বিশেষজ্ঞ) এবং কার্ডিয়াক সার্জনদের সমন্বয়ে একটি স্বাধীন চিকিৎসক বোর্ড গঠন করা যেতে পারে।

দেশের চিকিৎসকদের দক্ষতার অভাব নয়; অনেক ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত জনবল, আধুনিক যন্ত্রপাতি, সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও চিকিৎসার উপযুক্ত পরিবেশের অভাবই বড় সমস্যা। এই সীমাবদ্ধতা দূর করার দায়িত্ব সরকারের।

শুধু সমালোচনা নয়, বাস্তবায়ন যোগ্য সাতটি প্রস্তাব

প্রথমত, জাতীয় চিকিৎসা নীতিমালা প্রণয়ন। আগামী ছয় মাসের মধ্যে রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রী, সংসদ সদস্য, সচিব ও গুরুত্বপূর্ণ সরকারি কর্মকর্তাদের চিকিৎসায় দেশের সক্ষম সরকারি হাসপাতালকে অগ্রাধিকার দেওয়ার একটি নীতিমালা প্রণয়ন করা হোক।



দ্বিতীয়ত, জাতীয় বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক বোর্ড। সরকারি অর্থে বিদেশে চিকিৎসার প্রয়োজনীয়তা নির্ধারণে স্বাধীন বিশেষজ্ঞ বোর্ড গঠন করা হোক। দেশে নিরাপদ ও মানসম্মত চিকিৎসা সম্ভব হলে দেশেই চিকিৎসা গ্রহণকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। তবে জরুরি চিকিৎসায় বোর্ডের সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় কোনো বিলম্ব করা যাবে না।

তৃতীয়ত, সরকারি বিশেষায়িত হাসপাতালের আধুনিকায়ন। জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়, জাতীয় ক্যানসার গবেষণা ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল, জাতীয় স্নায়ুবিজ্ঞান ইনস্টিটিউট এবং সরকারি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালগুলোর জনবল, চিকিৎসা সরঞ্জাম ও জরুরি সেবার ঘাটতি চিহ্নিত করে এক বছরের মধ্যে অগ্রাধিকার ভিত্তিক উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হোক।

চতুর্থত, জাতীয় চিকিৎসা সমন্বয় কেন্দ্র। রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের চিকিৎসায় বিশেষজ্ঞ এরপর ৫৭ পৃষ্ঠায়



> বিশেষায়িত হাসপাতালগুলোর উন্নয়নে দৃশ্যমান অগ্রগতি নিশ্চিত করার জন্য সময়বদ্ধ কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করুন। যে হাসপাতালে দেশের সাধারণ মানুষ চিকিৎসা নেন, সেই হাসপাতালকে রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী ও স্বাস্থ্যমন্ত্রীর চিকিৎসার উপযোগী করে গড়ে তুলুন। শুধু জনগণকে দেশের চিকিৎসা ব্যবস্থার ওপর আস্থা রাখতে বলবেন না–রাষ্ট্রের নীতিনির্ধারকেরাও নিজেদের সিদ্ধান্ত ও কার্যক্রমের মাধ্যমে সেই আস্থার দৃষ্টান্ত স্থাপন করুন। দেশের চিকিৎসায় আস্থা চাই, বৈষম্য নয়। সরকারি হাসপাতালের উন্নয়ন চাই, শুধু প্রতিশ্রুতি নয়। রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ ব্যক্তি থেকে সাধারণ নাগরিক–সবার জন্য নিরাপদ ও মানসম্মত চিকিৎসা চাই। দেশের চিকিৎসকদের দক্ষতা, অভিজ্ঞতা ও সক্ষমতার ওপর আস্থা রাখুন। সেই আস্থার উপযুক্ত সরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থা গড়ে তুলুন

দেশে যাওয়ার পথে কম খরচে ওমরাহ করে যেতে পারেন

স্পেশাল ওমরাহ প্যাকেজ $১৫৫০



- ওমরাহ প্যাকেজ
- ওমরাহ ভিসা
- মোয়াল্লেম
- হোটেল ও ট্রান্সপোর্ট



বিশ্বের সকল দেশের ভিসা প্রসেসিং করা হয়



Mohammad B Hossain (Belal)
President & CEO

সবচেয়ে কমদামের গ্যারান্টি আমরাই দিচ্ছি

৭৪৯

JFK-Dhaka-JFK Return

আমরা IATA অনুমোদিত

আমরা ARC অনুমোদিত

DELTA AIR LINES | Biman BANGLADESH AIRLINES | AmericanAirlines | ETIHAD AIRWAYS | QATAR AIRWAYS | Emirates | KUWAIT AIRWAYS



বাঙ্গালীদের সর্ববৃহৎ ট্রাভেল এজেন্ট

BANGLA TRAVELS
JACKSON HEIGHTS NEW YORK

আমরা বিভিন্ন এয়ার লাইন্সের স্টক হোল্ডার

বাংলাদেশ থেকে আসার টিকেট সবচেয়ে কম দামে আমাদের কাছেই পাবেন।



জামান রণু, ট্রাভেল কনসালটেন্ট | কাঞ্চন, ট্রাভেল কনসালটেন্ট | কে.এম. শহিদ, ট্রাভেল কনসালটেন্ট | মাহির, ট্রাভেল কনসালটেন্ট | জাহাঙ্গীর, ট্রাভেল কনসালটেন্ট | নিলয়, ট্রাভেল কনসালটেন্ট | নাহিয়ান আজাদ, ট্রাভেল কনসালটেন্ট

NEW YORK OFFICE
73-05 37th Road,
Jackson Heights
NY 11372

ATLANTA OFFICE
4229 1st Ave, Suite B,
Tucker, GA 30084
Tel: 404-704-7753

DHAKA OFFICE
C-752, Ridge Dale Shopping Center
Uttar Badda, Dhaka-1212
01349328919

Phone: 917-396-4140, 917-592-7828

যুক্তরাষ্ট্রে ডেমোক্র্যাটদের বড় জয়, দলীয় নেতৃত্ব ও নীতিতে পরিবর্তনের চাপ

মোহাম্মদ তুহিন

যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যবর্তী নির্বাচনে কংগ্রেসে বড় ধরনের সাফল্য পেয়েছে ডেমোক্রেটিক পার্টি। এই বিজয়ের মধ্য দিয়ে দলটির প্রগতিশীল ও অর্থনৈতিক জনতুষ্টিবাদী (পপুলিস্ট) ধারার রাজনৈতিক অবস্থান আরও শক্তিশালী হয়েছে বলে মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের একাংশ। তবে হোয়াইট হাউস রিপাবলিকানদের নিয়ন্ত্রণে থাকায় আগামী দুই বছর মার্কিন রাজনীতিতে ক্ষমতার ভারসাম্য, নীতিনির্ধারণ এবং কংগ্রেসের সঙ্গে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সম্পর্ক গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে।

নির্বাচনী সাফল্যের পর ডেমোক্রেটিক পার্টির সমর্থকদের মধ্যে পরিবর্তনের প্রত্যাশা বেড়েছে। বিশেষ করে জীবনযাত্রার ব্যয়, জ্বালানি, আবাসন, নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্য এবং রাজনৈতিক দুর্নীতির মতো বিষয়গুলোকে সামনে রেখে দলটির নতুন রাজনৈতিক কর্মসূচি গ্রহণের দাবি জোরালো হচ্ছে।

রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, এবারের নির্বাচনে ভোটারদের প্রধান উদ্বেগ ছিল জীবনযাত্রার ক্রমবর্ধমান ব্যয়। গ্যাসের দাম, বাড়িভাড়া, আবাসনসংকট ও নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্যবৃদ্ধি সাধারণ মানুষের ওপর চাপ তৈরি করেছে। এই অর্থনৈতিক অসন্তোষের সঙ্গে ইরান যুদ্ধের ব্যয় ও প্রভাবকেও অনেক ভোটার যুক্ত করেছেন বলে নির্বাচনী প্রবণতা বিশ্লেষণে উঠে এসেছে। ফলে এবারের নির্বাচনকে শুধু অভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক ইস্যু নয়, বরং মার্কিন পররাষ্ট্রনীতির প্রতিও জনমতের প্রতিফলন হিসেবে দেখছেন বিশ্লেষকদের একাংশ।

প্রগতিশীল নেতৃত্বের উত্থান : ডেমোক্রেটিক পার্টির ভেতরে প্রগতিশীল নেতৃত্বের প্রভাব ক্রমেই বাড়ছে। কংগ্রেস সদস্য আলেকজান্দ্রিয়া ওকাসিও-কর্টেজ (এওসি), সিনেটর এলিজাবেথ ওয়ারেন এবং সিনেটর বার্নি স্যান্ডার্সের রাজনৈতিক অবস্থান ও অর্থনৈতিক নীতির প্রতি সমর্থন দলটির নতুন রাজনৈতিক গতিপথ নির্ধারণে ভূমিকা রাখছে। এ ছাড়া নিউইয়র্ক সিটির মেয়র জোহরান মামদানী এবং মিশিগানের রাজনীতিক আবদুল এল-সায়েদের উত্থানও প্রগতিশীল ধারার বিস্তারের ইঙ্গিত দিচ্ছে। মিশিগানে রিপাবলিকান প্রার্থী মাইক রজার্সকে পরাজিত করে আবদুল এল-সায়েদের বিজয় এই ধারার জন্য গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। তার নির্বাচনী প্রচারে সিনেটর বার্নি স্যান্ডার্স সমর্থন দিয়েছিলেন। প্রচারের শেষ পর্যায়ে আলেকজান্দ্রিয়া ওকাসিও-কর্টেজও তার পক্ষে অংশ নেন। অন্যদিকে, ডেমোক্রেটিক প্রাইমারিতে তার প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী সিনেটের ডেমোক্র্যাটিক নেতা চাক শুমারের সমর্থন পেয়েছিলেন।

রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, এই ফলাফল ডেমোক্রেটিক পার্টির ভেতরে প্রগতিশীল ও প্রতিষ্ঠিত নেতৃত্বের মধ্যকার প্রভাবের লড়াইকে আরও স্পষ্ট করেছে। বিশেষ করে অর্থনৈতিক বৈষম্য, বড় কর্পোরেশনের প্রভাব, জীবনযাত্রার ব্যয় এবং রাজনৈতিক ব্যবস্থায় ধনীদের নিয়ন্ত্রণের বিরুদ্ধে অবস্থান নেওয়া নেতারা এখন দলটির ভোটারদের একটি বড় অংশের প্রত্যাশার সঙ্গে নিজেদের অবস্থান মেলাতে পারছেন।



বার্নি স্যান্ডার্সের অর্থনৈতিক নীতির প্রভাব বাড়ছে : ২০১৬ সালের মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ডেমোক্রেটিক পার্টির মনোনয়ন প্রতিযোগিতায় বার্নি স্যান্ডার্স বড় ব্যাংক ও করপোরেট ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণের প্রশ্নকে সামনে এনেছিলেন। সে সময় হিলারি ক্লিনটনের সঙ্গে তার রাজনৈতিক বিতর্কে অর্থনৈতিক বৈষম্য ও বণ্টনবৈষম্যের মতো বিষয়গুলোর অগ্রাধিকার নিয়ে মতপার্থক্য দেখা যায়।

বর্তমানে ডেমোক্রেটিক পার্টির বিভিন্ন ধারার নেতাদের বক্তব্যে অর্থনৈতিক বৈষম্য, জীবনযাত্রার ব্যয় এবং ধনী গোষ্ঠীর রাজনৈতিক প্রভাব নিয়ন্ত্রণের বিষয়গুলো গুরুত্ব পাচ্ছে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের একাংশের মতে, একসময় বার্নি স্যান্ডার্সের উত্থাপিত অর্থনৈতিক জনতুষ্টিবাদী নীতিগুলো এখন ডেমোক্রেটিক পার্টির মূল রাজনৈতিক বক্তব্যের অংশ হয়ে উঠছে। এমনকি মধ্যপন্থী হিসেবে পরিচিত অনেক নেতার বক্তব্যেও এসব দাবির প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে। তবে প্রগতিশীল অবস্থানকে কেন্দ্র করে অতিরিক্ত রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা দেখানোর ঝুঁকিও রয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন স্টেট ও নির্বাচনী এলাকায় ভোটারদের সামাজিক ও রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি এক নয়। ফলে একটি নির্দিষ্ট রাজনৈতিক বার্তা সব অঞ্চলে সমানভাবে কার্যকর হবে-এমন নিশ্চয়তা নেই। বিশ্লেষকদের মতে, ডেমোক্র্যাটদের সামনে বড় চ্যালেঞ্জ হলো প্রগতিশীল ও মধ্যপন্থী অংশের মধ্যে সমন্বয় তৈরি করা। তবে নির্বাচনী জয় ধরে রাখার কৌশলে অতিরিক্ত মনোযোগ দিতে গিয়ে ভোটারদের দেওয়া পরিবর্তনের প্রত্যাশা উপেক্ষা করাও দলটির জন্য বড় ঝুঁকি হতে পারে। জীবনযাত্রার ব্যয় কমানো, অর্থনৈতিক বৈষম্য মোকাবিলা এবং রাজনৈতিক দুর্নীতির বিরুদ্ধে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়াই দলটির জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে।

বাইডেন-হ্যারিস আমলের পররাষ্ট্রনীতি নিয়ে মতপার্থক্য : ডেমোক্রেটিক পার্টির অভ্যন্তরীণ মতপার্থক্যের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যুক্তরাষ্ট্রের এরপর ৫৩ পৃষ্ঠায়



> অন্যদিকে, প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রশাসন কংগ্রেসের নজরদারি ও নিয়ন্ত্রণমূলক পদক্ষেপের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নিতে পারে। রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের চাপের মুখে ট্রাম্পের পাল্টা প্রতিক্রিয়া দেখানোর প্রবণতা থাকায় আগামী দিনগুলোতে হোয়াইট হাউস ও কংগ্রেসের মধ্যে উত্তেজনা বাড়ার আশঙ্কাও রয়েছে। সব মিলিয়ে, ডেমোক্রেটিক পার্টির সামনে এখন সবচেয়ে বড় পরীক্ষা হলো নির্বাচনী সাফল্যকে বাস্তব নীতিগত পরিবর্তনে রূপ দেওয়া। ভোটারদের প্রত্যাশা পূরণে ব্যর্থ হলে এই বিজয় দীর্ঘমেয়াদে রাজনৈতিক সুবিধায় পরিণত নাও হতে পারে। আর অর্থনীতি, দুর্নীতি ও পররাষ্ট্রনীতিতে কার্যকর অবস্থান নিতে পারলে আগামী প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের আগে দলটি আরও শক্তিশালী রাজনৈতিক ভিত্তি গড়ে তুলতে পারে

কৃষক ন্যায্য মূল্য পেলেই নবান্ন উৎসব সার্থক হয়

ড. তাজুল ইসলাম চৌধুরী তুহিন

> নবান্ন কেবল নতুন অন্নের উৎসব নয়; এটি বাংলার আত্মপরিচয়ের এক উজ্জ্বল প্রতীক। নতুন ধানের ঘ্রাণ, পিঠা-পুলির স্বাদ, পারিবারিক মিলন, সামাজিক সম্প্রীতি এবং কৃষকের শ্রমের প্রতি শ্রদ্ধা মিলিয়ে নবান্ন হয়ে উঠুক বাঙালির প্রাণের উৎসব। যুগ বদলেছে, জীবনধারা বদলেছে, কিন্তু নবান্নের আবেদন আজও অমলিন। কারণ এই উৎসবের মূলে রয়েছে মাটি, মানুষ এবং জীবনের প্রতি গভীর ভালোবাসা; আর সেই ভালোবাসাই প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে নবান্নকে বাংলার হৃদয়ে জীবন্ত করে রেখেছে। এ নবান্নকে জীবন্ত রাখতে হলে সবার আগে এখন কৃষকের মুখে হাসি ফোটাতে হবে। আর এজন্য উৎপাদিত কৃষি পণ্যের ন্যায্য মূল্য নিশ্চিত করতে হবে সবার আগে। সরকার ও সংশ্লিষ্ট সবাই বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করবেন বলে প্রত্যাশা করছি

আজ ১লা অগ্রহায়ণ, নবান্ন দিবস। বাংলার ঋতুচক্র, কৃষিকাজ এবং লোকজ সংস্কৃতির সঙ্গে যে কয়েকটি উৎসব ওতপ্রোতভাবে জড়িত, তার মধ্যে নবান্ন অন্যতম। এটি শুধু নতুন ধান ঘরে তোলার আনন্দের উৎসব নয়, বরং বাংলার কৃষিনির্ভর জীবনব্যবস্থা, সামাজিক সংহতি এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের এক জীবন্ত প্রতীক। কার্তিকের শেষ থেকে অগ্রহায়ণের শুরুতে যখন সোনালি ধানে ভরে ওঠে বাংলার মাঠ, তখন কৃষকের মুখে হাসি, প্রকৃতির আশীর্বাদ এবং মানুষের সম্মিলিত আনন্দ একসঙ্গে মিলিত হয়ে সৃষ্টি করে নবান্নের আবহ। নতুন ধানের ঘ্রাণে মুখরিত হয়ে ওঠে গ্রামবাংলার উঠোন, আর সেই ঘ্রাণ ছড়িয়ে পড়ে সমগ্র বাঙালি জীবনে। যদিও ফসলের ন্যায্য দাম নিয়ে শংকায় থাকায় কৃষকের মুখে হাসি এখন মলিন হতে চলেছে। তাই সত্যিকারার্থে কৃষকের মুখে হাসি ফুটাতে হলে পণ্যের ন্যায্য দাম নিশ্চিত করতে হবে।



নবান্ন শব্দটির আক্ষরিক অর্থ 'নতুন অন্ন'। নতুন ধান থেকে প্রস্তুত চালের প্রথম ভাত বা খাদ্যগ্রহণকে কেন্দ্র করেই এই উৎসবের উৎপত্তি। বাংলার কৃষিভিত্তিক সমাজে নতুন ফসল ঘরে তোলার মুহূর্ত বরাবরই ছিল আনন্দ ও কৃতজ্ঞতার উপলক্ষ। কৃষক বছরের পর বছর প্রকৃতির অনুকূল পরিবেশ, পর্যাপ্ত বৃষ্টিপাত এবং নিজের কঠোর পরিশ্রমের ওপর নির্ভর করে ফসল উৎপাদন করেন। তাই ফসল ঘরে তোলার পর প্রকৃতির প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ এবং সেই সফলতাকে পরিবার ও সমাজের সঙ্গে ভাগ করে নেওয়ার যে ঐতিহ্য, নবান্ন তারই বহিঃপ্রকাশ।

এই উৎসবের ইতিহাস সুপ্রাচীন। কৃষি সভ্যতার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর নানা অঞ্চলে ফসল উৎসবের প্রচলন দেখা যায়। বাংলাতেও প্রাচীনকাল থেকে নতুন শস্য ঘরে তোলার পর উৎসব উদযাপনের রীতি ছিল। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এই রীতি পরিণত হয়েছে নবান্ন উৎসবে। ধর্মীয় পরিচয়ের গন্ডি পেরিয়ে এটি বাঙালির সার্বজনীন সাংস্কৃতিক উৎসবে রূপ নিয়েছে। হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ কিংবা অন্য যে কোনো সম্প্রদায়ের গ্রামীণ মানুষ নতুন ফসলের আনন্দে অংশগ্রহণ করেছেন যুগ যুগ ধরে।

নবান্নের সবচেয়ে বড় আকর্ষণ নতুন চালের নানা খাবার। ধান কাটার পর তা শুকিয়ে চাল তৈরি করা হয়। এরপর শুরু হয় ঘরে ঘরে উৎসবের প্রস্তুতি। নতুন চালের গুঁড়ো দিয়ে তৈরি হয় বিভিন্ন ধরনের পিঠা-পুলি, যেমন ভাপা পিঠা, পাটিসাপটা, চিতই পিঠা, দুধপুলি এবং আরও নানা ঐতিহ্যবাহী খাবার। নতুন চালের পায়েস, ক্ষীর এবং দুধ-গুড় মেশানো ভাতও এই উৎসবের অপরিহার্য অংশ। বাংলার রান্নাশিল্প এবং খাদ্যসংস্কৃতির সঙ্গে নবান্নের সম্পর্ক তাই অত্যন্ত গভীর। এটি শুধু খাদ্য গ্রহণের অনুষ্ঠান নয় বরং পরিবার ও প্রতিবেশীদের মধ্যে আনন্দ বিনিময়ের এক উপলক্ষ।

গ্রামীণ বাংলায় নবান্ন সামাজিক সম্প্রীতিরও এক উজ্জ্বল উদাহরণ। এই সময় আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীদের বাড়িতে নিমন্ত্রণের যেওয়াজ রয়েছে। নতুন চালের খাবার একে অপরের সঙ্গে ভাগ করে নেওয়া হয়। অনেক গ্রামে নবান্ন উপলক্ষে আয়োজন করা হয় মেলা, লোকসংগীত, যাত্রাপালা, বাউল গান এবং বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। সন্ধ্যা নামার সঙ্গে সঙ্গে গ্রামবাংলার পরিবেশ মুখরিত হয়ে ওঠে গানের সুরে, আর শিশু-কিশোরেরা মেতে ওঠে নানা খেলাধুলায়। ফলে নবান্ন কেবল কৃষকের উৎসব নয়, পুরো গ্রামের মানুষের একটি মিলনমেলায় পরিণত হয়।

নবান্নের সঙ্গে আধ্যাত্মিক ও ধর্মীয় অনুভূতিরও সংযোগ রয়েছে। অনেক এলাকায় বিশেষ করে হিন্দুরা নতুন চালের ভাত প্রথমে দেবতার উদ্দেশ্যে নিবেদন করে। শস্য ও সমৃদ্ধির প্রতীক হিসেবে লক্ষ্মী পূজার আয়োজনও দেখা যায় কোথাও। আর অনেক মুসলিম কৃষক আল্লাহর কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে নতুন ফসলের শুভ সূচনা করেন। পাহাড়ী অঞ্চলে বিভিন্ন উপজাতিরা নবান্নকে তাদের কৃষি কালচারের মাধ্যমে পালন করে। এই বৈচিত্র্যময় চর্চা প্রমাণ করে যে নবান্ন মূলত মানুষের শ্রম, প্রকৃতি এবং বিশ্বাসের এক সমন্বিত উৎসব।

বাংলার সাহিত্য ও সংস্কৃতিতেও নবান্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। বহু কবি, সাহিত্যিক এবং শিল্পী তাদের সৃষ্টিকর্মে নবান্নের চিত্র তুলে ধরেছেন। বিশেষ করে পল্লী জীবনের আনন্দ, কৃষকের আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং ফসল ঘরে তোলার উচ্ছ্বাস নবান্নকে সাহিত্যিক প্রকাশের এক শক্তিশালী উপাদানে পরিণত করেছে। নাট্যকার বিজন ভট্টাচার্যের বিখ্যাত নাটক 'নবান্ন' বাংলার কৃষক সমাজের জীবনসংগ্রামকে নতুন মাত্রায় তুলে ধরেছিল। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও কৃষি ও গ্রামীণ অর্থনীতির গুরুত্ব উপলব্ধি করে শান্তিনিকেতনে নবান্ন উদযাপনের প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিয়েছিলেন। আজও সেখানে ধান কাটা, গান, নাচ ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের মাধ্যমে এই ঐতিহ্য লালিত হচ্ছে।



নবান্নের অর্থনৈতিক গুরুত্বও অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। ধান বিক্রির মাধ্যমে কৃষকের হাতে নগদ অর্থ আসে, যা তার পরিবারের অর্থনৈতিক চাহিদা পূরণে সহায়তা করে। ঋণ পরিশোধ, নতুন বীজ ক্রয়, কৃষি উপকরণ সংগ্রহ এবং সংসারের অন্যান্য ব্যয় নির্বাহের জন্য এই সময়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একই সঙ্গে ধান কাটা, মাড়াই, পরিবহন ও বাজারজাতকরণের সঙ্গে জড়িত বহু মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়। ফলে নবান্ন কেবল একটি সাংস্কৃতিক উৎসব নয়; এটি গ্রামীণ অর্থনীতির গতিশীলতারও গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এরপর ৫২ পৃষ্ঠায়



আপনার ঘর বা ব্যবসার জন্য
সিকিউরিটি ক্যামেরা ও ভিডিও ডোরবেল দরকার?

- রেসিডেনসিয়াল ও বিজনেসের জন্য ইনডোর ও আউটডোর ইনস্টলেশন।
- প্রফেশনাল সার্ভিস ।

বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন

929-365-1935



নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত

৩ পৃষ্ঠার পর



উপদেষ্টা আনোয়ার হোসাইন মঞ্জু, আ. চৌধুরী নারোয়ারুল হাসান ও এবিএম সালেহউদ্দিন, সাংগঠনিক সম্পাদক সৈয়দ ইলিয়াস খসরু, কার্যকরী সদস্য শেখ সিরাজুল ইসলাম, রওশন হক, শাহ আহমেদ, সদস্য সালাহউদ্দিন আহমেদ, আজাদ শিশির, এমদাদ চৌধুরী, চৌধুরী মোহাম্মদ কাজল, মোজাম্মেল হক, শাকের আব্দুল্লাহ আল মোর্শেদ, মোহাম্মদ তানবিরুল ইসলাম, সৈয়দ আজাদ, আফরোজা ইসলাম, রাশিদা আক্তার প্রমুখ।

সভায় আরো উপস্থিত ছিলেন ক্লাবের যুগ্ম সম্পাদক মাহাথির খান ফারুক, দপ্তর ও প্রচার সম্পাদক মোজাফিজুর রহমান, কার্যকরী সদস্য ফারুক হোসেন, সদস্য নূরুল আমিন রোকন ও আবু সাইম।

সভায় সাধারণ সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষের রিপোর্ট সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয় এবং ক্লাবের নিজস্ব ভবন ক্রয়, পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কর্মশালার আয়োজন আর ফান্ড রেইজিং সহ আসন্ন রমজান মাসে ইফতার মাহফিল আয়োজনের উদ্যোগকে স্বাগত জানানো হয়। এছাড়াও সভায় সদস্যদের মধ্যকার সৌহার্দ-সম্প্রীতি আরো জোদারের উপর গুরুত্বারোপ এবং বর্তমান কার্যকরী কমিটির উদ্যোগে অফিস স্থাপনের জন্য ধন্যবাদ জানানো হয়।

এষ্টোরিয়ায় বাংলাদেশী মালিকানাধীন বিশ্বস্থ অটো রিপেয়ার শপ

Open 24 Hours

Body Work
Computerized wheel Alignment
Complete Mechanical Work
Rebuild Transmission
Tires & Wheel Balancing
N.Y.S. Inspection
Low Price & Fully Guaranteed

United
Auto Repair & Body Shop, Inc.

Contact: Azam Tel: 718-786-6677
Cell: 917-567-3637, Email: unitedautony@gmail.com

- ১০০% গ্যারান্টি সহ যাবতীয় রিপেয়ার
- দক্ষ মেকানিকের দ্বারা ত্রুটি নির্ণয়
- সুলভ মূল্যে ফুল অটো রিপেয়ার
- নতুন ও রিবিল্ড ট্রান্সমিশন স্থাপন



ইউনাইটেড অটো রিপেয়ার

ইয়েলো ক্যাব, লিমোজিন ও লিভারীর জন্য বিশেষ ছাড়

38-06 31st Street (Betn. 38th & 39th Ave.), Astoria, NY 11101

'ডার্টি বোম্ব'র ভয়ে ইরানকে নিশ্চিহ্ন করার হুমকি ট্রাম্পের

১ পৃষ্ঠার পর

যুক্তরাষ্ট্রের ওপর হামলার জন্য ইরান যে 'গ্যাস' বা জৈব অস্ত্র (বায়োলজিক্যাল ওয়েপন) ব্যবহারের কথা ভাবছে, তার 'জোরালো ইঙ্গিত' রয়েছে। তিনি আরও বলেন, পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহার করা অনেক বেশি কঠিন।

ট্রাম্প বলেন, "এরা অত্যন্ত জঘন্য মানুষ। আমরা এই যুদ্ধ শুরু করিনি। এই যুদ্ধের সূচনা হয়েছিল ৫১ বছর আগে... ইউএসএস কোল এর ঘটনাটির দিকে তাকান, যেখানে আমাদের ৪০০ তরুণ প্রাণ হারিয়েছিল।"

এর আগে মঙ্গলবার প্রেসিডেন্ট বলেছিলেন যে, তিনি ইরানের পক্ষ থেকে আসা 'ডার্টি বোম্ব'-এর হুমকিকে 'খুবই গুরুত্ব সহকারে' দেখছেন, কারণ "তারা আসলে উন্মাদ"।

তিনি সতর্ক করে দিয়ে বলেন, এই ইসলামি শাসন ব্যবস্থাকে এমন চড়া মূল্য দিতে হবে, যা আগে কোনো দেশ কখনো দেয়নি।

সিএনএনসহ অন্যান্য সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদন অনুযায়ী, যুক্তরাষ্ট্রের গোয়েন্দা তথ্যে ইঙ্গিত পাওয়া গেছে যে, ইরান উচ্চপদস্থ মার্কিন কর্মকর্তাদের লক্ষ্য করে 'ডার্টি বোম্ব' বিস্ফোরণের পরিকল্পনা করছে।

ন্যাশনাল ইন্টেলিজেন্সের পরিচালক জো ক্রেটন বুধবার আইনপ্রণেতাদের জানিয়েছেন, ইরান থেকে আসা হুমকি 'উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে' এবং বিদেশে অবস্থানরত মার্কিন সামরিক সদস্যরা 'আরও বড় ঝুঁকির মুখে' রয়েছেন।

তবে ট্রাম্প প্রশাসনের অন্য কর্মকর্তারা সিএনএন-এর প্রতিবেদনটিকে তেমন গুরুত্ব দেননি। হোমল্যান্ড সিকিউরিটি সেক্রেটারি মার্কওয়েইন মুলিন মঙ্গলবার বলেছেন, দেশের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা সুরক্ষিত রয়েছে এবং ইরানের পক্ষ থেকে কোনো 'নতুন হুমকি' তৈরি হয়নি। বরং এটি কেবল তাদের একটি 'আকাঙ্ক্ষাজাত' পরিকল্পনা মাত্র।

ইরানি কর্মকর্তারা এই প্রতিবেদনগুলোকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র ইসমাইল বাঘাই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম 'এক্স'-এ দেওয়া এক পোস্টে এই অভিযোগগুলোকে ভিত্তিহীন এবং গণমাধ্যমের সাজানো বয়ান বলে অভিহিত করেছেন।

ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্বাস আরাকচি 'এক্স'-এ দেওয়া এক পোস্টে এই প্রতিবেদনগুলোকে বাজে কথা বলে উড়িয়ে দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন, "এসব ইরাক যুদ্ধের সময়কার প্রচারণার মতো-যার পেছনে স্পষ্টতই ইসরায়েলের হাত রয়েছে। এসব কথা কেউ বিশ্বাস করছে না।"

যুক্তরাষ্ট্র 'ডার্টি বোম্ব' বা তেজস্ক্রিয় বোমা হামলার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে ঝুঁকিপূর্ণ বলে মনে করা হয়। এই ধরনের অস্ত্রে প্রচলিত বিস্ফোরকের সঙ্গে তেজস্ক্রিয় পদার্থ ব্যবহার করা হয়।

যার উদ্দেশ্য হলো কোনো ঘনবসতিপূর্ণ এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে পরিবেশকে দূষিত করা এবং যথাসম্ভব বেশি মানুষকে ক্ষতিগ্রস্ত করা। ওয়াশিংটনে ৭ লাখ মানুষ বসবাস করেন এবং প্রতিদিন আরও লাখো লাখো মানুষ কাজের প্রয়োজনে সেখানে যাতায়াত করেন।

যদিও একটি 'ডার্টি বোম্ব'-যাকে 'রেডিওলজিক্যাল ডিসপার্সাল ডিভাইস' বলা হয়।একটি প্রচলিত পারমাণবিক বোমার তুলনায় অনেক কম ধ্বংসাত্মক। তবুও এ ধরনের বোমার বিস্ফোরণ ঘটলে তার আওতাভুক্ত এলাকায় থাকা যেকোনো ব্যক্তি প্রাণ হারাতে পারেন বা আহত হতে পারেন।

(তথ্যসূত্র-ফক্স নিউজ ও সিএনএন)।



ZILLUR TAX ACCOUNTING
& INSURANCE SERVICES

- Tax Filing & Payroll
- IRS Audit Assistance
- Insurance &
- Real Estate Services

Zillur Rahim
EA, CAA, MBA
IRS Enrolled Agent

• OUR SERVICES

- ☐ Personal Tax Filing
- ☐ Business Tax Filing
- ☐ New Business Setup
- ☐ Home & Business Insurance
- ☐ Immigration Services
- ☐ ITIN Number Application
- ☐ Notary Services

zillurincometaxnyc@gmail.com
www.zillurtaxandinsurance.com

Cell: 646-322-3254
Office: 718-374-3110

88-11 169 Street, 2nd Floor
Jamaica, NY 11432

PEOPLE N TECH
A Global Leader in IT Training, Consulting, and Job Placement Since 2005



EARN 100K TO 200K PER YEAR

- Selenium Automation Testing
- SQL Server Database Administration
- Business Analyst

PROVIDED JOBS TO 7000+ STUDENTS.
100% JOB PLACEMENT
RECORD FOR THE LAST 17 YEARS.

Opportunity to get up to 50% scholarship for Bachelor's and Master's Degree as PeopleNTech Alumni from Partner University: www.wust.edu

Washington University of Science and Technology

Authorized Employment Agency by: NYC Consumer and Worker Protection

Certified Training Institute by:

If you are making less than 80k/yr, contact now for two weeks free sessions:

info@piit.us 1-855-JOB-PIIT(1-855-562-7448) www.piit.us

www.careeracademyny.com

CAREER ACADEMY OF NEW YORK



BECOME A CERTIFIED
HOME HEALTH AIDE
TODAY!

HHA, PCA & PCA TO HHA
CERTIFICATION COURSE

347-425-3878
CALL NOW

A CONCERN OF
SHAH NAWAZ GROUP

SNG SHAH NAWAZ GROUP

347-425-3878 careeracademyofny@gmail.com
975 Liberty Avenue, Brooklyn, New York-11208



বাংলাদেশ ল' সোসাইটির বার্ষিক নৈশভোজ অনুষ্ঠিত

৩ পৃষ্ঠার পর

রহমান, সাবেক প্রতিষ্ঠাতা সদস্য মোহাম্মদ এন মজুমদার, এটর্নি মঈন চৌধুরী, সাবেক জেনারেল সেক্রেটারী অ্যাডভোকেট আবদুর রশিদ প্রমুখ।

আরো বক্তব্য রাখেন বীর মুক্তিযোদ্ধা অ্যাডভোকেট মুনির হোসেন, সাংগঠনিক সম্পাদক মোহাম্মদ আবদুর রাজ্জাক, অ্যাড. মুহাম্মদ মুহি উদ্দিন, অ্যাড. মো মাসুদ শিকদার, অ্যাড. জাহিদুর রহমান মোল্লা, অ্যাড. লোকমান আহমদ, অ্যাড. তাহমিনা আক্তার সুইটি, অ্যাড. সেলিম উল্যাহ চৌধুরী, সমাজ কল্যাণ সম্পাদক মো শফিকুল ইসলাম, মো ওসিউর রহমান, অ্যাড. মোহাম্মদ হানিফ, অ্যাড. মাহমুদুল হক পাটোয়ারী, অ্যাড. মো নানা উল্যাহ, অ্যাড. রফিকুল ইসলাম আকন্দ, অ্যাড. আবদুল সহিদ আজাদ, অ্যাড. আবদুল্লাহ আল মামুন, অ্যাড. মাসুদুর মাওলা, অ্যাড. জেসমিনা খানম, অ্যাড. জাহাঙ্গীর আলম, অ্যাড. নজরুল ইসলাম কবির, অ্যাড. নাহিদ জাহান কমিউনিটি নেতৃবৃন্দের মধ্যে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ সোসাইটির সভাপতি আক্তার রহমান সেলিম, সেক্রেটারী মোহাম্মদ আলী, আজমল হোসেন বুনু, ফিরোজ আহমেদ, জালালাবাদ সোসাইটির সভাপতি মো: বদরুল হায়দার, বাংলাদেশী আমেরিকান নাইচা এমপ্লয়িজ ইউনিয়নের সভাপতি এডমিনিস্ট্রেটর কামাল হোসেন মিঠু ও সেক্রেটারী সৈয়দ মিজানুর রহমান, কমিউনিটি লীডার টাইম টিভি পরিচালক আবু তাহের, মামুনুর রশিদ শিপু, শফিকুল ইসলাম খোকন, গওহর কিনু চৌধুরী, মোশাররফ হোসেন নজরু, নুরুল করিম মোল্লা, আবদুস সালাম, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী আলী আশরাফ, তরুণ সংগীত শিল্পী নীরু গায়েনসহ অনেকে। উপস্থিত সকল আইনজীবী ও কমিউনিটির নেতৃবৃন্দ গন তাদের স্ব স্ব পরিচিতি তুলে ধরেন যথাক্রমে অ্যাড. দুবায়ের আহমেদ চৌধুরী, অ্যাড. হুমায়ুন কবির চৌধুরী, অ্যাড. জাহিদ আনোয়ার, অ্যাড. শাখাওয়াত উল্যাহ জাহিদ, অ্যাড. আবুল কালাম টগর, অ্যাড. আরিফুর রহমান অ্যাড. শাহিনা আক্তার, অ্যাড. মাহমুদা খাতুন, অ্যাড. গোলাম মো সেলিম, অ্যাড. কামাল হোসেন, অ্যাড. আদনান চৌধুরী, অ্যাড. রেদোয়ান ইসলাম, অ্যাড. নাসরাহ উদ্দিন, অ্যাড. মাহবুবুর রহমান, অ্যাড. ইমরান, অ্যাড. তায়েব আহমেদ, অ্যাড. সেলিম আহমেদ, অ্যাড. শাহেদা আমেনা, অ্যাড. মো নজরুল ইসলাম, মোস্তাক আহমেদ বাবুল, অ্যাড. শাহাবুদ্দিন মিয়া, অ্যাড. সিকদার মো নাহেদ, অ্যাড. সায়াদ আহমেদ, অ্যাড. আলা উদ্দিন ভূইয়া, অ্যাড. এস এম নাহিদ জামিল, নাদিরা আক্তার সহ বিপুল সংখ্যক আইনজীবী। প্রধান অতিথি বেলুন উত্তোলনের মাধ্যমে ম্যাগাজিন প্রকাশনা ফলক উন্মোচন করেন। সব শেষে আইনজীবী ও কমিউনিটি নেতৃবৃন্দের সম্মানে বার্ষিক নৈশভোজ অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানের দীর্ঘসুত্রতা ও অধিক রাত হওয়ায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান স্থগিত হয়।

আয়োজক কমিটির পক্ষে সংগঠনের সভাপতি অ্যাডভোকেট আবদুল ওয়াহিদ জেনারেল সেক্রেটারী অ্যাডভোকেট কামাল উদ্দিন, প্রধান সমন্বয়কারী মোহাম্মদ আবদুর রাজ্জাক সমন্বয়কারী অ্যাড. মোহাম্মদ আজাদ উল্যাহ, ডিনার কমিটির আহবায়ক অ্যাড. মুহাম্মদ মুহি উদ্দিন, সদস্য সচিব অ্যাড মো মাসুদ শিকদার ম্যাগাজিন যুগ্ম আহবায়ক অ্যাডভোকেট জাহিদুর রহমান মোল্লা সদস্য সচিব মো শফিকুল ইসলাম সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। ম্যাগাজিন আহবায়ক অ্যাডভোকেট কাওসার পারভীন চৌধুরী ও যুগ্ম সদস্য সচিব অ্যাডভোকেট মো শাহ আলম অসুস্থতা জনিত কারণে উপস্থিত হতে পারেনি। মহান আল্লাহর প্রতি শুকরিয়া আদায় ও সকলের সুস্থতা কামনা করে অ্যাডভোকেট মাওলানা আসিক খানের পরিচালনায় বিশেষ দোয়া মাহফিল করা হয়।

নিউইয়র্কে মওলানা ভাসানীর মৃত্যুবার্ষিকী পালিত

৬২ পৃষ্ঠার পর

সভায় ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে স্বাধীন বাংলাদেশের স্বপ্নদ্রষ্টা হিসেবে রাষ্ট্রীয়ভাবে মওলানার জন্ম ও মৃত্যুবার্ষিকী পালন ছাড়াও জাতীয়ভাবে ভাসানী পুরস্কার প্রবর্তনের জন্য বাংলাদেশ সরকারের প্রতি দাবী জানানো হয়েছে। অপরদিকে সভায় জহির উদ্দিন স্বপন এমপি বলেন, মওলানা ভাসানী এখন আর রাজনীতিক নন, তিনি একটি আদর্শে পরিণত হয়েছেন। তার আদর্শ বাস্তবায়নের জন্য অতীতের মতো বর্তমান বিএনপি সরকার কাজ করে যাচ্ছে। তিনি বলেন, উত্তরসূরী হিসেবে মওলানার ধানের শীর্ষ বহন করে চলেছে বিএনপি। তিনি ফাউন্ডেশনের ওয়েবসাইটও উদ্বোধন করেন।

ফাউন্ডেশনের সভাপতি আলী ইমাম শিকদারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় বিশেষ অতিথি ছিলেন জাতীয় পার্টি (কাজী জাফর)-এর কেন্দ্রীয় মহাসচিব কাজী মোহাম্মদ নাসিদ। সভার শুরুতে পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত এবং শেষে মিলাদ ও দোয়া পরিচালনা করেন ইমাম কাজী কাইয়ুম। সভায় রাষ্ট্রীয়ভাবে জন্ম ও মৃত্যুবার্ষিকী পালন ছাড়াও জাতীয়ভাবে ভাসানী পুরস্কার প্রবর্তনের দাবী সহ ৮ দফা দাবী সম্বলিত স্মারকলিপি পাঠ করে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের কাছে দাবীগুলো তুলে ধরার জন্য তার কপি জহির উদ্দিন স্বপনের কাছে হস্তান্তর এবং ওয়েবসাইট-এর বিস্তারিত তুলে ধরেন ফাউন্ডেশনের সাধারণ সম্পাদক শাহাব উদ্দিন নাগর। সভায় মওলানা ভাসানীর উপর রচিত মরহুম আতিকুর রহমান মাসুর লেখা কবিতা আবৃত্তি করেন অনুষ্ঠান আয়োজক কমিটির আহ্বায়ক এম এ সাদেক। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন অনুষ্ঠান আয়োজক কমিটির সদস্য সচিব এস এম ফেরদৌস।



সভায় মওলানা ভাসানীর উপর স্মৃতিচারণ করে আলোচনায় অংশ নেন প্রবীণ সাংবাদিক ও লেখক মনজুর আহমদ, ফাউন্ডেশনের সাবেক সাধারণ সম্পাদক সাংবাদিক মঈনুদ্দীন নাসের, সিনিয়র সাংবাদিক তাসের মাহমুদ, সিনিয়র সাংবাদিক ও লেখক সাঈদ তারেক, মরহুম রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের এপিএস আজিজুর রহমান, গিয়াস আহমেদ, ফাউন্ডেশনের সহ সভাপতি মোস্তফা করিম ফরিদ ও নতুন প্রজন্মের সাইফান নিয়ান।

সভায় বক্তারা বলেন, মওলানা ভাসানী কখনো ক্ষমতায় রাজনীতি করেননি। তিনি ক্ষমতায় না থেকেও ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করতেন। শেখ মুজিবুর রহমান আর জিয়াউর রহমান থেকে শুরু করে স্বাধীন বাংলাদেশের সকল নেতাই তাকে সম্মান ও সমিহ করতেন। তার তুলনা তিনি নিজেই। বক্তারা বলেন, বাংলাদেশের চলমান আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে তাঁর মতো নেতার বড় প্রয়োজন। বক্তারা মওলানা ভাসানীকে বাঁচিয়ে রাখতে তার স্মৃতি চিহ্ন সংরক্ষণ সহ তাঁর নামে বিমানবন্দর প্রতিষ্ঠার জন্য বাংলাদেশ সরকারের প্রতি দাবী জানান।

জহির উদ্দিন স্বপন বলেন, মওলানা ভাসানী এমন একজন নেতা যার আদর্শ সকল দল ও নেতার আদর্শ হতে পারে। ভাসানী ছিলেন স্বাধীন বাংলাদেশের সকল রাজনৈতিক নেতাদের নেতা, অভিভাবক। তিনি বলেন, মওলানা ভাসানী যে আদর্শের রাজনীতি করতেন শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান আর সাবেক প্রধানমন্ত্রী মরহুমা বেগম খালেদা জিয়া সেই রাজনীতির অনুসারী ছিলেন। তাঁদের উত্তরসূরী হিসেবে বিএনপি'র চেয়ারম্যান ও প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান সেই আদর্শই সমুন্নত রেখে চলেছেন। মওলানার ধানের শীষ, বিএনপি'র ধানের শীষ। তিনি ভাসানী ফাউন্ডেশনের কর্মকান্ডকে স্বাগত জানিয়ে মওলানা ভাসানীকে নিয়ে আরো গবেষণা করতে হবে তার সুস্থিবৃত্তিক রাজনৈতিক চিন্তা-চেতনা আর দর্শন নিয়ে গবেষণা করতে হবে, মওলানাকে জানতে হবে এবং জানাতে হবে।

সভার সভাপতি আলী ইমাম জহির উদ্দিন স্বপন এমপি-কে ফাউন্ডেশনের উপদেষ্টামন্ডলীর সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্তির প্রস্তাব করতে তিনি আলী ইমামকে তার নেতা হিসেবে উল্লেখ করে প্রস্তাবটি সাদরে গ্রহণ করেন। এসময় তিনি বলেন, আমরা যখন ছাত্র তখন আমাদের নেতা ছিলেন আলী ইমাম ভাইসহ আরো অনেকেই।

ফাউন্ডেশনের স্মারকলিপির মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের কাছে উত্থাপিত দাবীগুলোর মধ্যে রয়েছে: মওলানা ভাসানীর মৃত্যুদিন ১৭ নভেম্বরকে জাতীয় দিবস ঘোষণা, স্বাধীনতার অন্যতম স্বপ্নদ্রষ্টা হিসেবে রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি, দেশের জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা তাঁর নামে নামকরণ, মওলানা ভাসানী আন্তর্জাতিক গবেষণা ও স্মৃতি কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা, জাতীয় পাঠ্যক্রমে তাঁর জীবন ও দর্শন অন্তর্ভুক্তি, রাষ্ট্রীয়ভাবে জন্ম ও মৃত্যুবার্ষিকী পালন, আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি ও প্রচার এবং মওলানা ভাসানী পদক প্রবর্তন।

সভায় সাংবাদিক সম্পাদক নাজমুল আহসান, রতন তালুকদার, কথরুল আলম, মিজানুর রহমান, এফিএম সালাহউদ্দিন আহমেদ, বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক ভারপ্রাপ্ত সভাপতি আব্দুর রহিম হাওলাদার, সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আলী, জসিম ভূইয়া, এবিএম ওসমান গনি, আবু তালেব চৌধুরী চান্দু, শেখ নিরাজুল ইসলাম, সহসভাপতি কাজী আযম, যাবিবুর রহমান সেলিম রেজা, মজুরুল হকসহ বিভিন্ন মিডিয়ার সাংবাদিক এবং দলমত নির্বিশেষে কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।





এই সপ্তাহের কবিতা



চিঠির কল্পনা
মাহনূর রহমান

সেই বিকেলে আপন মনে
বৃষ্টি শেষে, সূর্য হেসে,
সকলে মিলে আড্ডায় মেতে
কোচিং শেষে চায়ের দোকানে
মনের আনন্দে মমমা পৃথিবী।
সেই আনন্দ আবার পাবো কি!
বাসে উঠে ক্লান্ত শরীরে
ক্লাসের তাড়ায় উতলা ঝড়ে,
তাও শান্তি বন্ধুদের ঠাট্টায়
সে কি হাসি দুরন্তর যাত্রায়।
সন্ধ্যা হলে মন টিকে না ঘরে
ঘুরি পায়ে পায়ে আমাদের সময়ে,
অজান্তে কাটিয়েছি অসংখ্য স্মৃতি
বানিয়েছি মুহূর্তের চিঠি
এখন কেবল হৃদয়ের ভাবনা।
এই সেই বিকেলের জল্পনা
রঙিন সময়ের চিঠির কল্পনা।



সারাদিন ছুটি
সুফিয়ান আহমদ চৌধুরী

পাখিদের উড়াউড়ি
ফুল হাসে মাঙা
খোকা খুকু উঠোনেতে
খেলা নিয়ে চাঙা।
কানামাছি ভোঁ ভোঁ
ছোঁয়া খেলা সুখে
হর্ষে করে হাসাহাসি
হাসি খুশি মুখে।
প্রজাপতি মাঙা কী যে
ফুলে ছোটাছুটি
খোকা খুকু মজা করে
সারাদিন ছুটি।
দুঃখ ভুলে নাচানাচি
কচি কচি পায়
ছুটি দিন এইভাবে
সুখে সুখে যায়।
মাতামাতি সাথী নিয়ে
কোলাহলে মগ্ন
হাতে হাত ঠিকঠিক
কাটে সুখে লগ্ন।

কানামাছি ভোঁ ভোঁ
শিশুতোষ খেলা,
সাথীদের সাথে নিয়ে
কাটে সুখে বেলা।
দলবেঁধে মজা করে
কানামাছি খেলা,
সেই দিন মনে পড়ে
হাসি খুশি মেলা।
আনন্দের দিনগুলো
মনে দেয় নাড়া,
খেলা নিয়ে স্মৃতি ঘেরা
ধোপাদিঘী পাড়া।
ছুঁয়ে দিলে খেলা থেকে
বাদ পড়ে সাথী,
এইভাবে কানামাছি
খেলা নিয়ে মাতি।
কানামাছি ভোঁ ভোঁ
যায় না তো ভোলা,
স্মৃতিগুলো এখনও
দেয় মনে দোলা।



সালেহা ইসলামের কবিতাগুচ্ছ
প্রলোভন

যদি না দিতে পারো
যদি কিছু না করতে পারো
দিওনা কভু প্রলোভন
অসৎ মনের আগুন নিভাও
জাগ্রত হোক মুক্তমন

দুঃখ কভু দিওনা কাউকে
যদি দূর্বলতার সুযোগ পাও

সৎপথে সৎস্বভাব নিয়ে
সামনে পথে এগিয়ে যাও
কষ্ট দিলে কষ্ট পাবে
নষ্টামিতে নষ্ট ফল
কুচিন্তা কুনিয়ত হলে
চলে যাবে রশাতল

ভুল যদি হয় ভুলের মাঝে
একটু ক্ষমা চেয়ে নাও
আগামীতে ভালো থেকো
ভালো পথে চলতে দাও

চিরসত্য

যদি সুযোগ পাও
তবে গুছিয়ে নাও
জীবনের যত আশা
টিপটপ টুকটাক হবে সব

যদি থাকে
শক্তি সাহস
মহান স্রষ্টার সৃষ্টির প্রতি
চিরসত্য ভরসা
প্রাপ্তি ও প্রত্যাশা
মৃত্যু ও আশা নিরাশা



অকাজের কাজী
সুজন দাশ

কাজের মানুষ কাজেই থাকে
অকাজে সে রয় না ডুবে,
দেখেও না সে ভোরের রবি
কখন হেলে পড়লো পুবে।

শ্রম দিয়ে সে জীবন মাপে
পরচর্চায় রয়না মেতে,
আদর্শ তার মনের মূলে
ভরসা হয়ে রয়ও গেঁথে!

নিজের পাল্লায় অপরে সে
সমানভাবে তুলে মাপে,
ভন্ডামি তার সয়না ধাঁতে
পরিবারের থাকে চাপে।

অলস মানুষ হলেই কেবল
পরচর্চায় মেতে থাকে,
নাক ফেটে তার পরের যাত্রা
ভঙ্গ করার প্ল্যানও আঁকে।

মুরোদটি নেই ভাতটি দেবার
কিলটা ঠিকই মারে পিঠে,
গীবত করে তিক্ততে যায়
প্যাঁচও লাগায় গিঁটে গিঁটে।



অবিসংবাদী
ডাক্তার এইচ এম ফখরুল ইসলাম

গতিহীন তিলক দেখে করি সর্বদা ভয়,
ঠোঁট আমাদের গিয়েছে শুকিয়ে ভয়ে,
বাকস্বাধীনতা ফেলেছি হারায়ে।

কোনকিছু করিতে পারবোনা গোপন সংসারে,
শরীরের অঙ্গগুলি বলে দেবে প্রভুকে,
প্রকাশ করিবে দেহের গোপনীয় খবর
আরাধনা করি মাবুদ ক্ষমা করো আমাদের।

নাইকো কোন ক্ষমতা আমাদের দিও হিম্মত।
ক্ষুধা আর পিপাসায় কালে কলিজা ঠান্ডা করে।
পিলাইয়ে দিও আবে কাওসারের শরবত।

হে মহান দয়াময় নিলয় থেকে যাবার কালে,
মুখে যেন দিতে পারি প্রশ্নের উত্তর,
শেখানো পবিত্র কলিমা শাহাদাৎ মনোবলে।

পাঠ করে করে শির নীচু করে করি যেন,
তোমার কাছে আত্মসমর্পন।



অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ
আবুল কালাম তালুকদার

কাগজের মতো ভাঁজ করা সময়ে
মিশে আছে হাজারো ক্লান্তি,অগণিত শোক
বাতাসে ঝরে পড়া পাতায় মর্মর ধ্বনীতে
শূণ্য মনে বেড়ে যায় ব্যথার বিলাপ
অশ্রুর মতো ঝরে পড়া শোকে
জীবনের ঘ্রাণে বেড়ে যায় দুঃখের সংবেদন
কবিতার যাযাবর পঙক্তিতে শোকের নিঃশ্বাস
চোখে দেখা অন্ধকারে মিশে যায় সুখের ক্যানভাস
নির্মুত শূণ্যতার বিলাপে সুখের রাজ্যে নেই বসতি
স্বপ্নহীন খাদে পড়ে থাকে প্রেমহীন উপেক্ষিত মন
অন্ধকার গিলে খাওয়া পথে বেড়ে যায় অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ।



শিশিরের কান্না
আসাদুজ্জামান খান মুকুল

শিশির আমি ক্ষুদ্র অতি
ঘাসের-পরে হাসি,
প্রভাত দেখে স্বপ্ন শত
কেঁপে ওঠে ত্রাসি!

স্বপ্নভাঙার শব্দ কেহ
শোনতে পায় না কানে-
নিত্য ভেসে চলি আমি
নয়ন জলের বানে।

আকাশ কোণে সূর্যমামা
যখন উঠে হেসে-
তার-হাসিতে বিলিন বায়ে
যাই যে আমি ভেসে।

সূয্যি-মামার কোমল স্পর্শ
রোজ-ই গায়ে মাখি-
নিজকে নিজেই উদার সেজে
দিয়ে চলি ফাঁকি।

ক্ষণিক বেলায় বসত আমার
বিলীন মৌদ্র মাঝে-
মরণ ব্যথা হয় না প্রকট
থাকে হৃদয়-ভাঁজে।



কাপুরুষ
মুকুল হোসেন

বলতে আমার লজ্জা লাগে
মেয়ে সাজে পুরুষ,
মেয়ের নামে আইডি খুলে
এ কেমন কাপুরুষ!

পৌরুষত্ব আড়াল করে
আজেবাজে বকে,
লজ্জা তাদের হবে কবে?
মেয়ে সাজে শখে।

কেউবা আবার ভাইয়া ডেকে
ইনবক্সে-তে আসে,
পুরুষ তো নয় কাপুরুষ সে
মনটা আমার হাসে।

অনুসন্ধান করে দেখি
আমার ভীষণ চেনা,
দুষ্টু কিছু বন্ধু বলেন
নাম টি বলে দে - না।

বলতে আমার লজ্জা লাগে
কেমন করে বলি,
পুরুষ মানুষ মেয়ে সাজে
মেয়ে কবে হলি?

জিজ্ঞেস করলে ধমক দিয়ে
গালিগালাজ করে,
গালিবাজদের এড়িয়ে তাই
ফিরে আসি পরে।



কাঠগোলাপের ঘ্রাণ
শাকেরা বেগম শিমু

বৃক্ষ ভালে দুলছে দেখো
কেমন রঙিন ফুল,
কি অপরূপ রূপ যে তাহার,
সুগন্ধী অতুল।

হলদে, সাদা, গোলাপী, নীল,
কত রঙের মেলা,
শালিক, টিয়ে, ময়না সেথায়
সদাই করে খেলা।

বৃক্ষভরা রঙিন ফুলের
বাহার জুড়ায় প্রাণ,
সাথে এমন মন মাতানো
কাঠগোলাপের ঘ্রাণ।

এই সপ্তাহের কবিতা



আদ্যোপান্ত রাত্রি
সুমন শামসুদ্দিন

দিকভ্রষ্ট নারী তুমি
আমি ভিওগ্রাফিক পুরুষ,
দিকদর্শন প্রাণে চলছি দিগন্তরে।

তুমি অমানিশা
আমি অসহ্য আলো,
তোমার দেহবল্লরীতে উৎসারিত।

তুমি বিবসনা
আমি আভ্র আভরণ,
আষ্টেপৃষ্ঠে জড়ানো, নিশ্ছিদ্র।

তুমি সর্পিল নদী,
আমি মহার্ণব, ধীরজ;
মোহনায় অধীর, মিলনোন্মুখ।

তুমি জাহ্নবী,
আমি গঙ্গোত্রী হিমবাহ,
হিমোৎসারিত যুগল বহমান।

তুমি মরুদ্যান,
আমি প্রান্তর সাহারা,
মরিচিকা, তৃষ্ণার্ত মরুঝড়।

তুমি জলরং, তুলি,
আমি ক্যানভাস, মুক্ত বক্ষতল,
গোধূলির পিগম্যালিয়ন ও গ্যালাতিয়া।

তুমি প্রভাত,
আমি মধ্যাহ্ন, অপরাহ্ন, সন্ধ্যা,
আমরা যুগপৎ অনুসৃত, আদ্যোপান্ত রাত্রি।



একটু নিঃশ্বাস
কুলসুম আক্তার সুমী

একজন ইনবক্সে লিখেছে-
"এতোকিছু লেখো কেন?
আমরা তো দম করে বেঁচে থাকি, বাঁচতে হয় বলে!"
ওকে ইনবক্সে কী জবাব দিয়েছি সে থাক,
প্রকাশ্যেই বলি-
দম বন্ধ করে তো আমিও বাঁচি কখনো কখনো,
অনেক সময়...

যখন অনেক অনেক কথা জমে যায়,
অনেক প্রশ্ন, অনেক উদ্বেগ,
অতীত ও বর্তমানের অনেক অসঙ্গতি, লোভ-ঘৃণা,
আহাম্মকির পরেও বিরাট আত্মম্ভরী...
অনেক জিজ্ঞাসা।
তখন জিভ আড়ষ্ট হয়ে আসে,
কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হয়, চোয়াল আটকে যায়-
কিছুই বলতে পারি না।

আকাশের অলিন্দে পূর্ণিমা চাঁদ,
রূপোলি আলোয় চারপাশ ভেসে যায়,
অথচ ভেতরে নিঃসীম আঁধার!
ঘুমকাতুরে চোখ নিদ্রাহীন, জ্বলেভরাতজাগা
পাখিদের নীড়েও আসে ক্লান্ত ঘুম একসময়।
শব্দেরা পাখাহীন উড়ে যায় অজানায়,
জমাতে পারি না এতটুকুও কষ্ট!

প্রকৃতিতে রঙের মেলা, রঙের ঋতু,
রঙিন সময়, জ্বলজ্বলে ঝলমলে দিন-
গাছের পাতায় পাতায় আলো,
আকাশেরও মন ভালো, পায়ে পায়ে সুরের মূর্ছনা;
তবু হাসতে পারি না, বাঁচতে পারি না প্রাণভরে।

মন দিশেহারা, চোখ ফিরে ফিরে আসে শূন্যতায়-
দম আটকে আসে, দম আটকে রাখতে হয়;
দুঃসহ বিপন্নতা ঘিরে থাকে চারপাশ।

তবু মাঝে মাঝে চোখের পাতায় বসে ঘুমপরি,
মগজের গায়ে হঠাৎ আঁচড় লাগে, লেগে যায়...
মন বলে, বোধহয় কিছুটা বেঁচে আছি;
তাহলে একটু নিঃশ্বাস নিই!



পাখিদের অন্ত্যমিল
রিজোয়ান মাহমুদ

আমাদের পাখিগুলো অন্ত্যমিলে
ডানা ঝাপটায়
আমাদের হায়াগুলো দিনে -রাতে
আমাদের ঝুরে ঝুরে খায়।

হায়ারা শকুন স্বভাবের দেহে মজা পায়
আমি জীবিত কতটা এখনও বুঝি নাই
কিছু শকুন পশ্চাতে ধাওয়া করে
যেন মৃত আমি কোথাও দেবেনা ঠাঁই ।

বিষাক্ত নখর ঠোঁটযুক্ত এই ঘৃণ্য প্রাণী
জীবিতের মাংস আবেগ নিয়ে টানাটানি
মেঘের আঁচড়ে আকাশের বুক কাঁপে
সে কোথাও ওড়েনা আমার খালি দেহ মাপে।

সোনা পাখিগুলো অন্ত্যমিলে ওড়ে সাবলীল
অভিযোগহীন নীল রোদে ভাসছে অখিল।



অহংকারের ওপারে
রোকেয়া দীপা

চেয়েছিলাম কেবল চেনা এক অচেনাকে জানা,
একটুখানি গল্প করা, ওড়াতে বন্ধুত্বের ডানা।
ভালোবাসার দাবি তো নয়, ছিল কথারই এক সেতু,
অথচ তুমি বাঁধলে শুধু দূরত্বের এক মিথ্যে হেতু।

তুমি ভেবেছ মৌন থাকা ভীষণ বড় অহংকার,
সহজ কথার উত্তর দিতেও কেন এত দ্বিধার ভার?
অবহেলায় ফেলে রাখা শব্দগুলো জমছিল রোজ,
একলা মানুষ চেয়েছিল নিতে একটু মনের খোঁজ।

তাচ্ছিল্যে আজ বললে তুমি, "সিদ্ধান্তটা বেশ তবেচ
ভেবেছ এতে আমার কথার মর্যাদা আর ক্ষুণ্ণ হবে?
মরুর বুকে জলের আশা করিনি তো কোনোদিন,
যেখানে নেই কথার দামই, সেথায় যোগাযোগ অর্থহীন।

তোমার শূন্য দম্ভ নিয়ে একলা তুমি চুপটি রও,
সহজ মনের খোলা কথার কদর করার মানুষ নও।
আমার সরল গল্পগুলো মুক্তি পেল নিজের সুরে,
অহংকারী ছায়া ছেড়ে চলে গেলাম অচিন দূরে।



মিলছে উত্তর
শামছুন ফৌজিয়া

সময়ের স্রোতে গা ভাসাতে চাইনি বলে, হয়তো
সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে পারিনি বলে-
সময়কে ধারণ করার আকণ্ঠ তৃষ্ণায়
কখনো ছুটেছি ফুটপাথে,
কখনো ঢালু পথে।
কখনো পায়ের চঞ্চল ক্ষয় হয়েছে,
কখনো হোঁচটে থেঁতলেছে দেহের অর্গ্যান!
সময়ের সাথে ছুটে চলা হয়নি বলে
থামেনি চলার স্পৃহা।
মানুষের ভিড়ে শুকিয়েছে ঘাম,
অলিন্দের তীব্রতায় শব্দ পৌঁছেনি কারো কাছে।
শুধু সময়ের সাথে অপেক্ষার প্রহর দীর্ঘ হয়েছে,
সময়ের কাছে বেড়েছে ক্ষণ।
বেলা যতই গড়িয়েছে, এক এক করে মিলছে উত্তর।



শেকড়ের দাবড়ানি
এইচ বি রিতা

মরে গেলে মাটিও ভুলে যায় বৃক্ষের অবদান, তবু
শেকড় দাবড়ে বেড়ায় প্রজন্ম প্রজননে। মানুষ একই
কাজ করে নিরর্থক, অস্তিত্ব বিলীন হলে কেউ কারো নয়
এ কথা সবাই জানে।

ধার করা জীবন পোষাতেই হয়, ক্ষমা নেই উদারতা,
উন্নয়ন কিংবা মায়ার জালে বুনা ক্ষণ প্রশান্তির। তবু
দিন শেষে ভূ-দখলে বস্ত্রহীন হতেই হয়, মানব মৃত্যু
চিরসত্য; কেবল মৃত্যু নেই আকাঙ্খায়।

ভাবুক মানুষ ভাবতে ভাবতেই পৌঁছে যায় শেষ
বিকেলের বিবর্ণ ছায়ায় যেখানে সমীকরণে বড্ড
গড়মিল। জানো তো, প্রয়োজন আর প্রত্যাশা এক নয়,
যেমনটা মাত্রাছন্দ আর অন্ত্যমিল।



এক জীবন
ফরিদা ইয়াসমীন

মিসেস হেনা লি, হালকা-পাতলা ধরনের একজন মহিলা, আমার কোরিয়ান প্রতিবেশী। চাকরি করেন একটা প্রাইভেট প্রতিষ্ঠানে। স্বামী মিস্টার লি স্বাস্থ্যকর,খুব সজ্জন ও সহজ-সরল মানুষ। দুজনে প্রতিদিন হাত ধরে হাঁটতেন, ডানকিনে কফি খেতেন এবং দেখা হলেই মুগ্ধতা নিয়ে কথা বলতেন। তাঁদের ছেলেমেয়েরা বিয়ে করে পরিবার নিয়ে দূরে থাকেন।
সকালে অফিস আর বিকেলে ফেরার পথে কুইন্স ক্রুভার্ডে মিসেস লির সাথে প্রায়ই দেখা হতো। দেখা হতেই হাসিমুখে জিজ্ঞেস করেন, 'Hi, Mrs. Ali, how are you?' প্রতিউত্তর দিয়ে দুজনেই হালকা পায়ে হাঁটতে থাকি। কুইন্স ক্রুভার্ডের রাস্তা পায় হতে হতে চলে নানাবিধ গল্প। মনেই হতো না তিনি বিদেশি; বাঙালির মতো! ঘরের কথা, হাঁড়ির কথাও সবই বলেন। একেবারে আমাদের ঘরের পাশের কোনো বাঙালি বোনের মতো সহজ-সরল ও আন্তরিক!
একদিন পথে দেখা হতেই বললেন, 'আজ আমার চাকরির শেষ দিন। দীর্ঘদিন কাজের পর অবসর।'
জানতে চাইলাম, 'কেমন লাগছে তোমার?'
বললেন, 'তেমন একটা খারাপ লাগছে না! হয়তো সকালে একটু মিস করব, তারপর সব অভ্যাস হয়ে যাবে।'
কিছুটা দার্শনিক সুরে আবার বললেন, 'আসলে জানো তো, জীবনটা এমনই-একটা শেষ করে আর একটা ধরতে হয়!'
আমি একটু রহস্য করে বললাম, 'নতুন করে আবার কিছু ধরছ নাকি?'
'হ্যাঁ, কাল থেকে আমার নাতনির বেবিসিটার করব।'
অভিনন্দন জানালাম নতুন জীবনে নতুন কাজের জন্য। তিনি মৃদু হাসলেন।
বললাম, 'তোমার সময়টা ভালোই কাটবে।'
মিসেস লি চোখ কপালে তুলে বললেন, 'কী যে বলো! বেবিসিটার করা অনেক কঠিন কাজ।'
এরপরে মিসেস লির সাথে খুব একটা দেখা হতো না। কালেভদ্রে দেখা হলে খুব ক্লান্ত লাগত তাকে। সহাস্যে বলতাম, 'কী বন্ধু, তোমার যে দেখাই নাই!'
ক্লান্ত স্বরে বলতেন, 'আমার নাতিকে রাখি, সময় পাই না।'
বুঝতাম, এই বয়সে নাতির যত্ন সহজ নয়।
এক ছুটির সকালে আবার মিসেস লিকে দেখা গেল স্বামীর হাত ধরে হাঁটছেন। হাঁটার গতি বলে দিল তাদের গন্তব্য নিকটস্থ ডানকিন ডোনাটস। ভালো লাগল, বুঝলাম, ফিরে এসেছেন আপন ঘরে।
স্বামী-স্ত্রী দুজনেই চাকরি থেকে অবসর নিয়েছেন, তাই সকাল-সন্ধ্যা দুজনের অফুরন্ত সময়। সময় কাটে এখন গল্পগুজবে আর ঘোরাঘুরিতে। আমাদের সিল্ক টাওয়ারের প্রোগ্রামগুলোতেও ওনাদের দুজনকে নিয়মিত দেখা যেতে লাগল। সামার এলে দুজনেই এখন সবজি বাগানে কাজ করেন। একখণ্ড মাটিতে খুব আগ্রহ নিয়ে যত্ন করে ওনারা ফুল ফোটান, সবজি লাগান। আমার গাড়ি পার্কিংয়ের পাশেই ওদের ছোট্ট একখণ্ড সবজি বাগান।
ভোরবেলা যখন কাজে যাই, দেখি মিসেস লি হাজির হয়েছেন তাঁর বাগানের যত্ন করতে। দেখা হতেই হাসিমুখে জানান, 'Good morning, Mrs. Ali।'
শুভেচ্ছা বিনিময় করে আমি কাজের উদ্দেশ্যে রওনা দিই। একজন ভালো প্রতিবেশীর নির্যাস আমি খুব উপভোগ করি।
প্রবাসের শত ব্যস্ততার মাঝে অনেক সময় অনেক কিছুই চোখের আড়ালে পড়ে যায়। একসময়ে আমিও খেয়াল করিনি এই দম্পতি কিছুদিন আমার দৃষ্টির আড়ালে। হঠাৎ একদিন আবিষ্কার করি মিস্টার লি বাইরের বেঞ্চিতে বসে রয়েছেন একা। উনাকে দেখতে খুব শীর্ণ মনে হল। কুশল বিনিময়ের পরে জানতে চাই, তিনিকেমন আছেন। বলেন, 'ভালো আছি, কিন্তু অসুস্থ ছিলাম।'
মিস্টার লিকে দেখে আমার মনটা খারাপ হয়ে যায়। এত শীর্ণ দেখাচ্ছে! কিন্তু মিসেস লিকে দেখতে পাই না! জানতে চাই, মিসেস লি কোথায়?
তিনি জানান, 'সে অনেক ক্লান্ত, ঘরে বিশ্রাম নিচ্ছে।'
সবকিছু কেমন যেন ওলটপালট লাগল আমার কাছে। তবুও বেশি কৌতূহল দেখালাম না।
ধীরে ধীরে বুঝতে পারি মিস্টার লি ক্যান্সারে আক্রান্ত। ভীষণ মর্মাহত হই, তবু মিস্টার লির সাথে স্বাভাবিক কথাবার্তা বলতাম।
দুজনকেই একসাথে সকাল-বিকাল আর হাত ধরে হাঁটতে দেখা গেল না। ক্লান্ত-অবসন্ন মিস্টার লি একাই বেঞ্চে বসে থাকতেন। মাঝেমধ্যে মিসেস লিকে বাজার করতে যেতে দেখতাম, কখনো একা একা হাঁটতেন আনমনে।
একসময় জানতে পারি মিস্টার লি আরও বেশি অসুস্থ। আর বাইরে এসে বসেন না; হাসপাতালে থাকেন, নয়তো ঘরে।
ক্রিসমাসের ছুটিতে সবাই ব্যস্ত। কারোই তেমন খোঁজখবর নেওয়া হয় না। হঠাৎ একদিন মিসেস লির সাথে দেখা। এলিভেটরের সামনে। জানতে চাইলাম কেমন আছেন মিস্টার লি?
তার মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেল! বললেন, 'মিস্টার লি আর বেঁচে নেই। গত সপ্তাহে মারা গেছেন।'
তিনি আর কিছু বললেন না, তাড়াতাড়ি ওপরে চলে গেলেন।
এরপরে কদাচিৎ মিসেস লিকে দেখা যেত!
অনেক দিন পরে আবার ওনার সাথে দেখা হতে লাগল। আবার সেই সবজি বাগানে কাজ করতে লাগলেন। সকাল-বিকাল হাঁটতে লাগলেন। সাথে একটা কুকুর। হেয়ার স্টাইল বদলে ফেলেছেন, অল্পবয়সী লাগে।
মনে মনে খুশি হই, মিসেস লি আবার স্বাভাবিক জীবনে ফিরেছেন এই ভেবে।
একদিন দেখা হতেই বলি, 'কেমন আছো, মিসেস লি?'
সে বলল, 'মিসেস লি নই, আমি মিস হেনা!'

US Senate Leadership Election Set for December 1

Hakeem Jeffries Elected House Speaker

Monowarul Islam



The Democratic Party has become embroiled in an open internal conflict regarding who will serve as the Majority Leader in the Senate. The party has secured an absolute majority in both the Senate and the House of Representatives, effectively taking control of both chambers of Congress. Hakeem Jeffries, a member of the House of Representatives from New York, has already been elected as the Speaker of the House. Meanwhile, a contest is underway for the position of Senate Majority Leader, involving Chuck Schumer—a Senator from New York who currently serves as the Senate Minority Leader. Schumer, a moderate, has led the party caucus since 2017 and seeks to retain this top position, arguing that his leadership was instrumental in one of the party's most significant electoral victories. On the other hand, Senator Chris Van Hollen, a progressive lawmaker from Maryland, contends that the midterm elections signal that the American people are ready for more substantial and sweeping change; he is challenging Schumer for the Senate leadership.

Senators have split into opposing camps regarding these two candidates. Following the midterm elections, the Democratic Party holds 56 seats in the 100-member Senate. To secure the position, a candidate requires the support of 28 Senators. As of November 18, 16 Senators have publicly declared their support for Chuck Schumer, while 5 have backed Chris Van Hollen. Another 5 Senators have not publicly endorsed anyone but have expressed a desire for change, while 29 Senators remain silent.

The election is scheduled to take place on December 1 via secret ballot. To win, either Chuck Schumer or Chris Van Hollen must secure a simple majority within the Democratic caucus. In the coming year, the Democrats will hold 56 seats in the Senate (a figure that includes two independent Senators who are aligned with the party). However, 55 senators will cast their votes. Senator Amy Klobuchar, who is set to resign from her Senate seat before assuming office as the Governor of Minnesota next year, is ineligible to vote in this election.

The New York Times has been tracking the voting leanings of current and newly elected senators. Among them is a small group of Democrats who have called for a change in leadership; however, they have not yet made a firm commitment regarding their vote for Chris Van Hollen. This group consists of approximately five individuals.

Senator Bernie Sanders, a leader among the Democratic Socialists, has stated that he will not support Chuck Schumer to continue as the Democratic leader in the U.S. Senate. "I have known Chuck Schumer personally for over 30 years, and I like him. No one works harder than Chuck Schumer. But in my view, it is time for a change, and I will not support Chuck's re-election as Democratic leader," Sanders told reporters on Capitol Hill.

Continued on page 26



Australia sanctions Israeli settlers, organisations over West Bank expansion

Ajkal Desk

Australia on Wednesday imposed sanctions on three Israeli individuals and four organisations for illegal settlement expansion and settler violence in the West Bank, saying those actions were extinguishing the possibility of a two-state solution.

Australia's move follows the United Kingdom's decision on Tuesday to sanction eight Israeli construction companies involved in building settlements in the occupied West Bank.

"The sanctioned individuals and organisations have actively participated in the planning, coordination and establishment of new settlements, including raising funds, recruitment of volunteers and providing support to violent settlers," Australian Foreign Minister Penny Wong said in a statement.

Daniella Weiss, leader of the settler organisation Nachala and an advocate for the expulsion of Palestinians from Gaza, is among those sanctioned. Another sanctioned individual, Eliav Libi, has accelerated the expansion of settlements in the West Bank through his construction company.

The measures prohibit Australians and Australian businesses from trading with, or providing support to, the sanctioned individuals and organisations.

Wong said violence at the E1 settlement project in recent weeks had undermined the prospect of a two-state solution. The E1 project would bisect the Israeli-occupied West Bank and cut

Continued on page 26

British MP Rupert Lowe calls for 'Bangladeshi deportation'

Ajkal Desk



British MP Rupert Lowe has said he "could not care less" about Bangladeshis and called for their "deportation" in a Facebook post following a clash between the Bangladeshi community members in London.

"I really could not care less about these Bangladeshis, or indeed Bangladesh at all. Deport the lot," he wrote on Tuesday.

In the post, he described Bangladeshi men fighting on the streets of Romford over what he called "some nonsense political dispute" between the National Citizen Party (NCP) and the Awami League, whose activities are banned in Bangladesh.

Lowe represents Great Yarmouth in the UK House of Commons. He was elected in July 2024 and is currently affiliated with Restore Britain, according to the official Parliament website.

The post follows reported violence during a reception and interactive session organised by the British-Bangladeshi community in Romford on Monday for NCP convenor Nahid Islam, who is visiting the UK.

According to media reports, Awami League activists protested outside Mayfair Hall while the event was under way.

Continued on page 26

Police detained ex-minister Nurul Islam Nahid

Ajkal Desk



Police have detained former education minister and Awami League leader Nurul Islam Nahid from a house in Dhaka's Uttara. Nahid was detained on Wednesday night at a house in Sector 3 of Uttara, Uttara West Police Station chief Khalid Mansur confirmed.

According to police, the former minister faces a case filed in connection with the July 2024 uprising.

Before his detention, local BNP leaders and activists gathered outside the house where Nahid was staying.

They also alerted police and local journalists to his whereabouts.

Nahid had not been seen in public since the fall of the Awami League government following the student-led mass uprising in August 2024.

Several senior Awami League leaders have been arrested and jailed since the government's ouster.



N.Y.C. Democratic Socialists Urge Ocasio Cortez to Run for President

Shah Nawaz

The Democratic Socialists of America's New York City convention on Saturday November 14 arrived at a moment of heady promise for the group.

The chapter has nearly tripled its size since Zohran Mamdani's mayoral campaign. Members knocked on doors and canvassed sidewalks to send two more D.S.A. members to Congress and half a dozen new members to the State Legislature, where they are expected to push to raise taxes on the rich.

But New York's D.S.A. chapter now faces a set of prickly questions about how to use its newfound local influence to change the priorities of city government, and whether to put its national influence to the test by running a candidate for president. The resolutions debated by more than 400 delegates in a Midtown Manhattan office building were designed to set political and legislative priorities for the next two years.

D.S.A. members debated nine resolutions, whittled down from a longer list of roughly 100 that had been submitted leading up to the event. Following their midterm victories, Democrats are preparing to open wide-ranging investigations into President Trump, his family and his administration. Michael Gold, a Times congressional reporter, identifies some of the Democrats' biggest targets. The highest-profile vote, whose outcome came as little surprise, was a resolution encouraging Representative Alexandria Ocasio-Cortez, a Democrat, to run for president in 2028,



Ms. Ocasio-Cortez, left, a democratic socialist, will be joined by two new D.S.A. House members from New York in January. Credit...Kenny Holston/The New York Times

which passed by a margin of 291 to 123. The resolution was not an official endorsement, but it made clear that the local chapter would push her candidacy, much as it did her long-shot bid for the House in 2018.

D.S.A. members also unanimously approved a resolution to pressure city government to prioritize community safety. They urged Mr. Mamdani to upgrade his Office of Community Safety to a department; expand the work of emergency responders with mental health training; and disband the Police Department's Strategic Response Group. (Mr. Mamdani is expected to announce the overhaul of the unit on Monday.)

They voted to create a membership drive to attract more Black and Latino members, after months in which the D.S.A.'s rise had faced scrutiny from some local Black and Latino political leaders. And they voted down a resolution that would have opposed the demolition of the public housing developments known as the Fulton and Elliott-Chelsea Houses, in the Chelsea neighborhood of Manhattan. D.S.A. members were especially giddy about encouraging Ms. Ocasio-Cortez to run for president, though there was a sizable group who dissented. Some members have criticized her for what they see as a drift away from the left during her time in Congress. D.S.A.'s national leaders pulled their endorsement of her

Continued on page 28



Immigration advocates push Hochul for more legal aid for children

Ajkal Desk

Advocates are calling on Governor Kathy Hochul to allocate $200 million toward immigration legal services in her upcoming executive budget. File photo by Susan Watts/Office of Governor Kathy Hochul

A coalition of legal service providers is calling on the governor for a $200 million boost in state funding for immigration legal services, including $20 million for legal services for immigrant children, which have seen a spike in demand amid the Trump administration's immigration crackdown.

The Immigrant Children Advocates' Relief Effort, a coalition that includes Catholic Charities Community Services, Kids in Need of Defense, The Legal Aid Society, The Door, and Safe Passage Project, said in an open letter to the governor that the state should send more money to legal and social services for immigrants, including $20 million specifically dedicated to legal representation for immigrant children. The request comes after the Trump administration allowed a $356 million-a-year contract for legal

Continued on page 26

Mamdani makes his first judicial appointments

Ajkal Desk

Mayor Zohran Mamdani made the first judicial appointments of his mayoral tenure on Monday, naming 10 new judges to the bench and reappointing six others. Many of the new jurists come from a background in public defense, fulfilling an earlier promise to diversify the legal experiences of the city's judiciary. Of the new appointments, split between Criminal and Family Courts, six of the judges previously worked as public defenders. Two of the newly appointed Criminal Court judges are former assistant district attorneys in Queens.The appointments and reappointments come after a complicated year for the Mayor's Advisory Committee on the Judiciary.



In January, Mamdani named Queens attorney Ali Najmi, a close ally of the mayor, to chair the committee and tasked him with overhauling how the city appoints new judges. Since then, the city has renewed its relationship with the New York City Bar Association to vet judges and changed the guidelines for reviewing candidates. The administration also received criticism from Jewish groups after not naming any Jewish members to the 18-member committee appointed in August. Last month, Douglas Keith – who is Jewish – was made the executive director of the committee.

"MACJ worked hard to identify and recommend highly qualified candidates from a diverse pool of attorneys," Najmi said in a statement. "New Yorkers deserve a fair and effective court system, and the Mayor's appointments today reflect the immense responsibility and opportunity City Hall has to ensure the judiciary lives up to our values."

Mamdani said the 10 new judges and six reappointed judges reflect the administration's "commitment to a judiciary that treats every New Yorker fairly." "The decisions made in our courts can change the course of a New Yorker's life," he said. "That is why the people entrusted with serving on the bench must bring the highest standards of fairness, integrity and accountability to their work."

Criminal Court appointees : The mayor appointed five new jurists to Criminal Court, three of whom have public defense backgrounds and two of whom worked in the Queens DA's office.

Continued on page 26

Beyonce becomes first artist in Grammy history with 100 nominations

Anik Raj

Nearly three decades into a career spent rewriting pop's rulebook, Beyonce has smashed another Recording Academy ceiling by becoming the first artist to reach 100 Grammy nominations.

Her latest landmark landed on Tuesday after "Morning Dew (Donk)", a vault track dropped on Jul 4 ahead of the 20th anniversary of her sophomore album "B'Day", picked up a nod for best R&B solo performance. Co-written by Beyonce, Pharrell Williams, The-Dream, and Darius Dixon, and produced by Beyonce and Williams, the song reportedly faces stiff competition from Kehlani's "Out the Window", Victoria Monét's "Let Me", Jill Scott's "Pressha", and Tems'



"What You Need".

Making Grammy history is old habit for the superstar.

According to Variety, she first broke the all-time wins record in 2023 with 32 trophies after sweeping four categories that night, sealed by best dance/electronic album for "Renaissance" to pass late classical conductor Georg Solti's 1997 mark of 31.

In 2024, 11 nods for "Cowboy Carter" pushed her past husband Jay-Z, snapping their 88-nomination tie to crown her the Grammys' most-nominated artist. She added three more gramophones in February 2025, taking her career haul to 35 wins.

Those victories brought her first album of the year win for "Cowboy Carter" – making her only the fourth Black woman to take home the top prize as a lead artist after

Continued on page 28

HELLO! BANGLADESH

RESTAURANT

30-05

718-392-4071

এস্টোরিয়া'র প্রাণকেন্দ্র বাংলাদেশী অধ্যুষিত এলাকায় অবস্থিত সুন্দর ও মনোরম পরিবেশে পরিবার পরিজন নিয়ে ফ্রেশ এবং সম্পূর্ণ দেশীয় স্বাদের রকমারি হালাল খাবারের বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান!

* গ্রাহকের সন্তুষ্টি ও সেবা প্রদানই আমাদের প্রধান লক্ষ্য।
* সকল অনুষ্ঠানের ক্যাটারিং অর্ডার নেয়া হয়।
* সুন্দর ও মনোরম পার্টি হলে আজই আপনার বুকিং কনফার্ম করুন।







30 -05 36th Ave , Astoria
NY 11106
Tell : 718 -392 -4071

For Catering and Party Hall Booking
Please Call :
Masum : 347 -678 -4774
Tanzil : 646 -938 -8069

আমেরিকায় স্থায়ীভাবে বসবাসের ব্যাপারে ফ্রি পরামর্শ

B1/B2 সহ অন্য যে-কোন নন-ইমিগ্রান্ট ভিসায় আগতদের স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাসের জন্য রয়েছে অনেক সুযোগ

- ব্যাবসায়ী ও কর্পোরেট প্রফেশনালদের জন্য আছে L1A বা E2 ভিসা নিয়ে স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাস ও ভবিষ্যতে গ্রীনকার্ডের সুযোগ

- Small ইনভেস্টরদের জন্য আছে সহজেই অল্প বিনিয়োগে আমেরিকান franchise ক্রয়ের মাধ্যমে E2 ভিসা নিয়ে স্বপরিবারে আমেরকিায় বসবাস ও ভবিষ্যতে গ্রীনকার্ডের সুযোগ

- বিপদগ্রস্থ পলিটিশিয়ান ও এন.জি.ও কর্মীদের জন্য পলিটিকাল এসাইলামের আবেদন করে ৬ থেকে ৮ মাসের মধ্যে সোশাল সিকিউরিটি ও ওয়ার্ক পারমিট সহ বসবাসের সুযোগ

স্বনামধন্য আমেরিকান Lawyer এর মাধ্যমে VISA/Case প্রসেস করে থাকি



Member of FRANCHISE BROKER ACADEMY

FRANCHISE | L1A VISA | E2 VISA | POLITICAL ASYLUM

Captor USA, Inc.

Franchise & Business Consulting Firm

37 16 73rd street, Suite: 402, Jackson Heights, NY 11372.
Phone: +1 (718) 433 9001, +1 (718) 433 9002; Fax: +1 (718) 744 9590
Cell: (201) 456-3103, Email: captor.usa@gmail.com, iftekhar.cml@gmail.com

হটলাইন : +১ ৭১৮ ৪৩৩ ৯০০১
সপ্তাহে ৭ দিনই খোলা

রেনোভেশন/রিপিয়ার/কনস্ট্রাকশন

আপনি কি বাসা-বাড়ির কাজের জন্য লোক খুঁজছেন?
আমরা আপনাকে সহযোগিতা করতে পারি।



আমরা Binghamton এ কাজ করে থাকি

আমাদের কাজসমূহঃ

* গরম পানির ট্যাঙ্ক ইনস্টলেশন/ মেরামত
* যে কোন প্রকার পাম্বিলিংয়ের কাজ/বাথরুম/কিচেন/অন্যান্য
* যে কোন প্রকার টাইলসের কাজ/নতুন ইনস্টলেশন/রিপ্লেস/ রেনোভেশন
* নতুন বাথরুম ইনস্টলেশন/রিপিয়ার
* কার্পেটিং/নতুন রুম/এক্সটেনশন
* ড্রাই ওয়াল/পেইন্ট/রি-পেইন্ট
* ব্যাকইয়ার্ড/ডক/বারান্দা/ছাদ
* উড ফ্লোর/পলিশ/নতুন ইনস্টলেশন/ক্লিনিং
* অয়েল হিটিং সিস্টেম পুরনোটি রিপ্লেস এবং নতুন থার্মাল ইনস্টলেশন।

Free ইস্টিমেট করা হয়ে থাকে

যোগাযোগঃ

WOVENA CONSTRUCTION INC

172-11, 93 Ave, Jamaica, NY 114333

Phone: 347-822-9052, 716-828-6677

wovenatexusa@gmail.com

MONIR SECURITY TRAINING SCHOOL

37-22 73 Street Suite # 1C
Jackson Heights, NY 11372

347-659-8842

7 DAYS OPEN

আমাদের আছে ঃ

1. 8 Hours Pre-Assingnment Class (for New License)
2. 8 Hours Annual Class (Every Year)
3. 16 Hours OJT Class (for New License)





KARNAFULLY
TRAVEL INC.

বিশেষ সুবিধা:
মহিলাদের জন্য আলাদা
মহিলা গাইডের
সুব্যবস্থা রয়েছে।

এক্সক্লুসিভ ওমরাহ প্যাকেজ
নভেম্বর ২০২৬

ভ্রমণ তারিখ

জেএফকে - জেদ্দা	মদিনা - জেএফকে	মোট দিন
৪ নভেম্বর	১৪ নভেম্বর	৯ দিন (২টি জুম্মা - মক্কা ও মদিনায়)

প্যাকেজে অন্তর্ভুক্ত:

- বিমান টিকিট (যাতায়াত)
- ভিসা
- ৫-তারকা হোটেল হারাম শরীফের কাছে (ক্লক টাওয়ারে) ভিআইপি নাস্তার ব্যবস্থা।
- লাক্সারি বাসে সম্পূর্ণ স্থল পরিবহন (বিমানবন্দর থেকে বিমানবন্দর)
- গাইডের সাথে উমরাহ পালন
- মক্কা ও মদিনার ঐতিহাসিক ও ধর্মীয় স্থান ভ্রমণ (গাইড সহ)।
- মক্কা তায়েফ এবং মদিনা ওয়াদি-ই-জ্বিন অতিরিক্ত ভ্রমণ।
- মহিলাদের জন্য আলাদা মহিলা গাইডের সুব্যবস্থা আছে।
- রাওদার পারমিট পেতে সহায়তা করা হয়।

প্রতি রুমে ৪ জন

KARNAFULLY TRAVEL INC.
37-16 73rd St. Suite #201 FR, Jackson Heights, NY 11372
facebook Karnafully Hajj & Umrah service
Office : 718-205-6050
Celll & WhatsUp : 917 691 7721
Celll & WhatsUp : 646 724 5933 (MINU)
karnafullytravel@yahoo.com | www.karnafullytravel.com

বন্দর, করিডর ও সংযুক্তি : আঞ্চলিক অর্থনীতির কেন্দ্র হতে পারে কি বাংলাদেশ?

৫ পৃষ্ঠার পর

কিংবা দুর্বল সংযোগব্যবস্থা একটি দেশের রপ্তানি প্রতিযোগিতাকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে। তাই আধুনিক বিশ্বে যে রাষ্ট্রের বন্দর যত দক্ষ, সংযুক্ত ও আন্তর্জাতিক নৌপরিবহন নেটওয়ার্কের সঙ্গে সমন্বিত, তার অর্থনীতির প্রতিযোগিতামূলক সক্ষমতা তত বেশি হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হয়।

বাংলাদেশের সামনে এখন মূল চ্যালেঞ্জ হলো, তার বিদ্যমান ও নির্মাণাধীন বন্দরগুলোকে বিচ্ছিন্ন অবকাঠামো হিসেবে না দেখে একটি সমন্বিত জাতীয় ও আঞ্চলিক বন্দরব্যবস্থার অংশ হিসেবে গড়ে তোলা। চট্টগ্রাম, মোংলা, পায়রা ও মাতারবাড়ী-প্রতিটি বন্দরের ভৌগোলিক অবস্থান, অবকাঠামোগত বৈশিষ্ট্য এবং সম্ভাব্য অর্থনৈতিক ভূমিকা আলাদা।

এগুলোর মধ্যে কার্যকর শ্রমবিভাজন, অভ্যন্তরীণ পরিবহন সংযোগ, শিল্পাঞ্চলের সঙ্গে সময়য় এবং প্রতিবেশী দেশগুলোর সঙ্গে বাণিজ্যিক যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করা গেলে বাংলাদেশ তার নদ্ভূতাত্ত্বিক অর্থনৈতিক সম্ভাবনাকে অনেক বেশি কার্যকরভাবে কাজে লাগাতে পারবে। তখন বন্দরগুলো শুধু দেশের আমদানি-রপ্তানির প্রবেশদ্বার হিসেবে কাজ করবে না; বরং বৃহত্তর বঙ্গোপসাগরীয় অঞ্চলের বাণিজ্য, শিল্প ও লজিস্টিকস নেটওয়ার্কের গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হিসেবেও আত্মপ্রকাশ করতে পারে।

এই সম্ভাবনাই আমাদের সামনে একটি মৌলিক প্রশ্ন তুলে ধরে : বাংলাদেশ কি তার বন্দরগুলোকে কেন্দ্র করে আঞ্চলিক অর্থনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোগকেন্দ্রে পরিণত হওয়ার মতো পরিকল্পনা, দক্ষতা ও রাষ্ট্রীয় দূরদর্শিতা অর্জন করতে পারবে? বাংলাদেশের জন্য চট্টগ্রাম বন্দর দীর্ঘদিন ধরে জাতীয় অর্থনীতির প্রধান প্রবেশদ্বার হিসেবে কাজ করছে। দেশের বৈদেশিক বাণিজ্যের সিংহভাগ এই বন্দরের ওপর নির্ভরশীল। চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের তথ্যের ভিত্তিতে প্রকাশিত পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ২০২৫ সালে বন্দরটি প্রায় ৩৪ লাখ ৯ হাজার টিইইউ (টুয়েন্টি-ফুট ইকুইভ্যালেন্ট ইউনিট) কনটেইনার এবং প্রায় ১৩ কোটি ৮২ লাখ টন পণ্য হ্যান্ডলিং করেছে।

একই সময়ে দেশের সমুদ্রপথে পরিবাহিত নাফারণ পণ্যবাণিজ্যের প্রায় ৯২ শতাংশ এবং কনটেইনারভিত্তিক আমদানি-রপ্তানির প্রায় ৯৮ শতাংশ এই বন্দরের মাধ্যমে পরিচালিত হয়েছে। এই পরিসংখ্যান চট্টগ্রাম বন্দরের জাতীয় অর্থনীতিতে অপরিহার্য অবস্থান যেমন তুলে ধরে, তেমনি দেশের বৈদেশিক বাণিজ্য একটি মাত্র প্রধান সমুদ্রবন্দরের ওপর অতিমাত্রায় নির্ভরশীল থাকার ঝুঁকিও সামনে নিয়ে আসে।

বন্দরের কার্যক্রমে সামান্য বিঘ্ন, জাহাজজট, পণ্য খালাসে বিলম্ব কিংবা পরিবহনব্যবস্থার অকার্যকারিতা তাই কেবল একটি বন্দরের সমস্যা হয়ে থাকে না; তা শিল্পের উৎপাদন, আমদানি করা কাঁচামালের সরবরাহ, রপ্তানি পণ্যের সময়মতো বাজারে পৌঁছানো এবং সামগ্রিক সরবরাহব্যবস্থাকে প্রভাবিত করতে পারে।

কিন্তু দ্রুত বর্ধনশীল অর্থনীতি, শিল্পায়নের সম্প্রসারণ এবং আঞ্চলিক বাণিজ্যের সম্ভাবনার তুলনায় চট্টগ্রাম বন্দরের ওপর ক্রমবর্ধমান চাপ ভবিষ্যতে আরও বড় চ্যালেঞ্জ তৈরি করতে পারে। ২০২৫ সালে কনটেইনার ও পণ্য হ্যান্ডলিংয়ে রেকর্ড অর্জন করলেও কেবল পণ্য ওঠানো-নামানোর পরিমাণ বৃদ্ধি দিয়ে বন্দরের প্রকৃত দক্ষতা পরিমাপ করা যায় না।

জাহাজের বন্দরে অবস্থানের সময়, কনটেইনার খালাস ও সরবরাহে বিলম্ব, পণ্য সংরক্ষণের সক্ষমতা, কাস্টমসের প্রক্রিয়া, ডিজিটাল ব্যবস্থাপনা এবং বন্দর থেকে শিল্পাঞ্চল ও ভোক্তাবাজারে পণ্য পৌঁছানোর সময়-সবকিছু মিলিয়েই একটি বন্দরের প্রতিযোগিতামূলক সক্ষমতা নির্ধারিত হয়। অর্থাৎ বন্দরের সক্ষমতা বলতে শুধু ক্রেন, ইয়ার্ড কিংবা জাহাজ ধারণের পরিমাণ বোঝায় না; এর সঙ্গে যুক্ত থাকে পুরো সরবরাহশৃঙ্খলের (সাপ্লাই চেইন) কার্যকারিতা।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে সময় নিজেই একটি অর্থনৈতিক সম্পদ। যেসব পণ্য বন্দরে কয়েক দিন অতিরিক্ত আটকে থাকলে তার সঙ্গে যুক্ত হয় সংরক্ষণ ব্যয়, জাহাজের অতিরিক্ত ভাড়া, উৎপাদন বিলম্ব এবং রপ্তানি আদেশ সময়মতো পূরণ করতে না পারার ঝুঁকি। বিশেষত তৈরি পোশাক, কৃষিপণ্য, চিনায়িক খাদ্য ও অন্যান্য সময়সংবেদনশীল রপ্তানি খাতের জন্য এসব বিলম্ব আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগিতার সক্ষমতাকে দুর্বল করতে পারে। ফলে চট্টগ্রাম বন্দরের আধুনিকায়নের পাশাপাশি বিকল্প ও পরিপূরক বন্দর সক্ষমতা গড়ে তোলা বাংলাদেশের অর্থনৈতিক পরিকল্পনার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

এ কারণেই মাতারবাড়ী গভীর সমুদ্রবন্দর, মোংলা বন্দরের আধুনিকায়ন এবং পায়রা বন্দরের উন্নয়ন নিয়ে জাতীয় পর্যায়ে আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে। তবে এই উদ্যোগগুলোর তাৎপর্য কেবল নতুন অবকাঠামো নির্মাণের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। বরং এগুলোর মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের অর্থনৈতিক সম্ভাবনাকে সমুদ্রবাণিজ্যের সঙ্গে যুক্ত করা, বন্দর ব্যবস্থাপনায় সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং চট্টগ্রাম বন্দরের ওপর অতিরিক্ত নির্ভরতা কমানোর সুযোগ তৈরি হতে পারে।

মাতারবাড়ীর গভীর সমুদ্রবন্দর প্রকল্পের বিশেষ গুরুত্ব হলো, এটি বড় আকারের সমুদ্রগামী জাহাজের সরাসরি প্রবেশের উপযোগী অবকাঠামো গড়ে তোলার সম্ভাবনা সৃষ্টি করছে। এর ফলে ভবিষ্যতে আন্তর্জাতিক নৌপরিবহন সংস্থাগুলোর সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ, বৃহত্তর কনটেইনার পরিবহন এবং পণ্য পরিবহনের ব্যয় ও সময় কমানোর সুযোগ তৈরি হতে পারে।

তবে এসব সুবিধা বাস্তবে অর্জিত হবে কি না, তা নির্ভর করবে প্রকল্পের সময়মতো বাস্তবায়ন, প্রয়োজনীয় নৌ-চ্যানেল ও টার্মিনাল অবকাঠামো, আধুনিক যন্ত্রপাতি, দক্ষ পরিচালনা এবং সড়ক-রেল সংযোগের ওপর।

অন্যদিকে, মোংলা বন্দরের উন্নয়ন দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের শিল্প, কৃষি, আমদানি-রপ্তানি এবং অর্থনৈতিক অঞ্চলগুলোর জন্য নতুন সুযোগ তৈরি করতে পারে। পায়রা বন্দরের ক্ষেত্রেও অবকাঠামো উন্নয়নের পাশাপাশি নাব্যতা, নিয়মিত ড্রেজিং, সংযোগ সড়ক ও রেলপথ, জ্বালানি সরবরাহ এবং বাণিজ্যিক কার্যক্রমের বাস্তব চাহিদা বিবেচনায় নেওয়া জরুরি।

অর্থাৎ প্রতিটি বন্দরের উন্নয়নকে তার নিজস্ব ভৌগোলিক অবস্থান, অর্থনৈতিক পশ্চাৎভূমি (হিন্টারল্যান্ড), পণ্য পরিবহনের সম্ভাবনা এবং আঞ্চলিক শিল্পায়নের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে পরিকল্পনা করতে হবে।

বিশ্বের সফল বন্দরনির্ভর অর্থনীতিগুলোর দিকে তাকালে দেখা যায়, তারা কখনো একটি বন্দরকে কেন্দ্র করে উন্নয়ন সীমাবদ্ধ রাখেনি। বরং বন্দরকে শিল্পাঞ্চল, অর্থনৈতিক অঞ্চল, মহাসড়ক, রেলপথ, অন্তর্বর্তীণ নৌপথ, গুদামজাতকরণ এবং আঞ্চলিক বাণিজ্যব্যবস্থার সঙ্গে সংযুক্ত করেছে। এর ফলে বন্দর কেবল আমদানি-রপ্তানির প্রবেশদ্বার হিসেবে কাজ করে না; এটি উৎপাদন, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ, পুনঃরপ্তানি, পরিবহন, আর্থিক সেবা এবং কর্মসংস্থানের একটি বিস্তৃত অর্থনৈতিক পরিসর তৈরি করে। সিঙ্গাপুরের অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায়, বন্দরকে কেন্দ্র করে ব্যাংক ও কাস্টমসের দক্ষতা, জাহাজ পরিচালনা, সামুদ্রিক সেবা, আর্থিক প্রতিষ্ঠান, প্রযুক্তি এবং দক্ষ মানবসম্পদের মধ্যে সময়য় গড়ে তোলা কতটা গুরুত্বপূর্ণ।

একইভাবে, দুবাইয়ের জেবেল আলী বন্দর কেবল জাহাজ নোঙরের স্থান নয়; এর সঙ্গে যুক্ত রয়েছে জেবেল আলী মুক্ত বাণিজ্য অঞ্চল (জেবেল আলী ফ্রি জোন), গুদাম ও বিতরণকেন্দ্র, শিল্পপ্রতিষ্ঠান, উৎপাদন ও পুনঃরপ্তানির অবকাঠামো এবং আন্তর্জাতিক ব্যবসায়িক সেবা। এই সমন্বিত ব্যবস্থার ফলে বন্দরটি মধ্যপ্রাচ্যের বৃহত্তর বাজারের সঙ্গে বৈশ্বিক বাণিজ্যের সংযোগ স্থাপনে ভূমিকা রাখছে। অর্থাৎ একটি বন্দরের সাফল্য তার জেটি বা কনটেইনার হ্যান্ডলিংয়ের পরিমাণ দিয়ে একক্ভাবে নির্ধারিত হয় না; বরং বন্দরের চারপাশে কতটা উৎপাদন, বিনিয়োগ, কর্মসংস্থান ও বাণিজ্যিক কার্যক্রম গড়ে উঠেছে, সেটিও সমান গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও তাই বন্দর উন্নয়নকে বিচ্ছিন্ন প্রকল্পের সমষ্টি হিসেবে না দেখে একটি সমন্বিত বন্দর ও লজিস্টিকস নীতির (ইন্টিগ্রেটেড পোর্ট অ্যান্ড লজিস্টিকস পলিসি) অধীনে পরিচালনা করা প্রয়োজন। চট্টগ্রাম, মোংলা, পায়রা ও মাতারবাড়ী-প্রতিটি বন্দরের মধ্যে প্রতিযোগিতার পরিবর্তে কার্যকর পরিপূরকতা প্রতিষ্ঠা করতে হবে। কোন বন্দর কোন ধরনের পণ্য পরিবহনে বিশেষায়িত হবে, কোন শিল্পাঞ্চল কোন বন্দরের সঙ্গে যুক্ত হবে, কোথায় কনটেইনার ডিপো ও গুদাম গড়ে উঠবে, কীভাবে রেল ও নৌপথে পণ্য পরিবহন বাড়ানো যাবে এবং কীভাবে কাস্টমস ও বন্দরসেবা ডিজিটাল করা হবে-এসব বিষয়ে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা প্রয়োজন। একই সঙ্গে বন্দরকেন্দ্রিক শিল্পাঞ্চল ও অর্থনৈতিক অঞ্চলে দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণ, স্থানীয় সরবরাহকারীদের অংশগ্রহণ, দক্ষ শ্রমশক্তি তৈরি এবং প্রযুক্তি হস্তান্তরের ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।

বন্দরের উন্নয়ন তখনই জাতীয় অর্থনীতিতে বহুগুণ প্রভাব ফেলবে, যখন তা দেশের উৎপাদনশীল সক্ষমতা বাড়াবে, নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি করবে এবং রপ্তানি পণ্যের বৈচিত্র্য ও প্রতিযোগিতামূলক সক্ষমতা উন্নত করবে।

বাংলাদেশের সামনে মূল কাজ তাই শুধু আরও বন্দর নির্মাণ নয়; বরং বিদ্যমান ও নির্মাণাধীন বন্দরগুলোকে কেন্দ্র করে এমন একটি অর্থনৈতিক বাস্তুতন্ত্র (ইকোনমিক ইকোসিস্টেম) গড়ে তোলা, যা দেশের অভ্যন্তরীণ অর্থনীতিকে শক্তিশালী করার পাশাপাশি বৃহত্তর আঞ্চলিক বাণিজ্যব্যবস্থার সঙ্গে কার্যকরভাবে যুক্ত হতে পারে।

চট্টগ্রাম, মোংলা, পায়রা কিংবা মাতারবাড়ী-কোনো বন্দরই একক্ভাবে দেশের অর্থনৈতিক রূপান্তর ঘটাতে পারবে না। প্রয়োজন এসব বন্দরকে কেন্দ্র করে শিল্পায়ন, গুদামজাতকরণ, সরবরাহশৃঙ্খলা ব্যবস্থাপনা, হিমাগার (কোল্ড স্টোরেজ), রপ্তানিমুখী উৎপাদন এবং আধুনিক লজিস্টিকস অবকাঠামো গড়ে তোলা। তবে এসব ব্যবস্থার কার্যকারিতা নির্ভর করবে বন্দরের সঙ্গে উৎপাদনকেন্দ্র, শিল্পাঞ্চল, কৃষিঞ্চাষন অঞ্চল, ভোগ্যপণ্যের বাজার এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যপথের সংযোগ কতটা নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে, তার ওপর। বিশেষত বাংলাদেশের কৃষি, মৎস্য, খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, তৈরি পোশাক, ওষুধ, চামড়াজাত পণ্য ও হালকা প্রকৌশল শিল্পের জন্য দ্রুত ও নির্ভরযোগ্য পণ্য পরিবহন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কৃষিপণ্য ও চিনায়িক খাদ্যের ক্ষেত্রে সংরক্ষণ ও পরিবহনের সামান্য দুর্বলতাও পণ্যের গুণগত মান এবং রপ্তানিমূল্য কমিয়ে দিতে পারে। আবার শিল্পের কাঁচামাল ও যন্ত্রপাতি বন্দরে পৌঁছানোর পর সেগুলো দ্রুত উৎপাদনকেন্দ্রে সরবরাহ করা না গেলে উৎপাদন ব্যয় বেড়ে যায়। ফলে বন্দর উন্নয়নের সঙ্গে উৎপাদন ও বাজারের সংযোগকে একই পরিকল্পনার আওতায় আনতে হবে।

এখানেই বহুমাত্রিক সংযোগ (মাল্টি-মোডাল কানেক্টিভিটি) এবং সমন্বিত পরিবহনব্যবস্থার (ইন্টিগ্রেটেড ট্রান্সপোর্ট সিস্টেম) প্রশ্নটি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। বন্দর তখনই কার্যকর হয়, যখন তার সঙ্গে দেশের অভ্যন্তরীণ এবং আঞ্চলিক যোগাযোগব্যবস্থা সুসংহত থাকে। একটি আধুনিক বন্দর যদি কার্যকর মহাসড়ক, রেলপথ, নৌপথ এবং সীমান্ত বাণিজ্য ব্যবস্থার সঙ্গে সংযুক্ত না থাকে, তাহলে তার সম্ভাবনার বড় অংশ অপূর্ণ থেকে যায়। একই পণ্য বারবার এক পরিবহনমাধ্যম থেকে অন্য মাধ্যমে স্থানান্তর করতে হলে সময় ও ব্যয় বাড়ে; বিপরীতে সড়ক, রেল ও নৌপথের মধ্যে পরিকল্পিত সময়য় থাকলে পরিবহনের নির্ভরযোগ্যতা বাড়ে এবং দীর্ঘ দূরত্বে পণ্য পরিবহনের ব্যয় কমানোর সুযোগ তৈরি হয়। এ ক্ষেত্রে রেলপথ আন্তঃ ও কনটেইনারজাত পণ্য পরিবহনে, নৌপথ তুলনামূলক কম ব্যয়ে বৃহৎ পরিমাণ পণ্য স্থানান্তরে এবং সড়কপথ উৎপাদনকেন্দ্র ও বাজারের সঙ্গে শেষ পর্যায়ের সংযোগে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। এর পাশাপাশি আধুনিক কাস্টমস ব্যবস্থা, ডিজিটাল পণ্য অনুসরণ (ডিজিটাল কার্গো ট্র্যাকিং), একক জানালা পদ্ধতি (সিঙ্গেল উইন্ডো সিস্টেম) এবং সীমান্তে দ্রুত পণ্য ছাড়ের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। কারণ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে শুধু পণ্য পরিবহনের গতি নয়, প্রশাসনিক প্রক্রিয়ার পূর্বানুমানযোগ্যতা ও নির্ভরযোগ্যতাও বিনিয়োগকারীদের সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করে। বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান এই ক্ষেত্রে একটি বিশেষ সুবিধা প্রদান করে। পশ্চিমে ভারতের বিশাল বাজার, পূর্বে মিয়ানমার হয়ে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, উত্তরে ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চল এবং দূরবর্তী দক্ষিণ-পশ্চিম চীনের সম্ভাব্য সংযোগ-সব মিলিয়ে বাংলাদেশ আঞ্চলিক বাণিজ্য ও পরিবহনের একটি গুরুত্বপূর্ণ মধ্যবর্তী অবস্থান ধারণ করে।

তবে এই অবস্থানকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে অর্থনৈতিক সুবিধা হিসেবে বিবেচনা করা যাবে না। প্রতিবেশী দেশগুলোর সঙ্গে কার্যকর সড়ক, রেল ও নৌ যোগাযোগ, সীমান্ত অবকাঠামো, শুল্ক সহযোগিতা, পণ্য পরিবহনের অভিন্ন নিয়ম এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থার সমন্বয় ছাড়া এই সম্ভাবনা বাস্তবায়িত হবে না। বিশেষত উত্তর-পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলোর সঙ্গে বাংলাদেশের ভৌগোলিক নৈকট্য এবং সমুদ্রবন্দর ব্যবহারের সম্ভাবনা আঞ্চলিক বাণিজ্যে নতুন মাত্রা যোগ করতে পারে। একইভাবে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সঙ্গে স্থল ও সমুদ্রপথে বাণিজ্যিক যোগাযোগ সম্প্রসারণের সুযোগও রয়েছে।

তবে মিয়ানমারের রাজনৈতিক ও নিরাপত্তাগত পরিস্থিতি, সীমান্ত ব্যবস্থাপনা এবং অবকাঠামোগত সীমাবদ্ধতার কারণে পূর্বমুখী সংযোগের সম্ভাবনাকে বাস্তবতার নিরিখে মূল্যায়ন করতে হবে। অর্থাৎ বাংলাদেশ একটি সম্ভাবনাময় সংযোগ রাষ্ট্র (কনেক্টিভিটি স্টেট) হিসেবে ভূমিকা রাখতে পারে, কিন্তু সেই ভূমিকা অর্জনের জন্য প্রয়োজন বাস্তবসম্মত অবকাঠামো, কার্যকর আন্তঃরাষ্ট্রীয় সংযোগিতা এবং দীর্ঘমেয়াদি অর্থনৈতিক পরিকল্পনা।

বিশ্বায়নের নতুন পর্যায়ে ভূ-অর্থনীতি (জিওইকোনমিকস) ক্রমশ ভূ-রাজনীতির (জিওপলিটিকস) সমান্তরাল শক্তিতে পরিণত হয়েছে। একসময় সামরিক শক্তি রাষ্ট্রের ক্ষমতার প্রধান ভিত্তি হিসেবে বিবেচিত হতো। আজ অবকাঠামো, বাণিজ্য, সরবরাহশৃঙ্খলা এবং প্রযুক্তিগত সংযোগও রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ও কৌশলগত সক্ষমতা নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

বিভিন্ন দেশের অবকাঠামো ও সংযোগ উদ্যোগের পেছনে তাই শুধু পরিবহন উন্নয়নের লক্ষ্য নেই; রয়েছে বাজারে প্রবেশাধিকার, বাণিজ্যিক প্রভাব, বিনিয়োগের সুযোগ এবং আঞ্চলিক অর্থনৈতিক সম্পর্ককে শক্তিশালী করার উদ্দেশ্য।

এই প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের সামনে একটি গুরুত্বপূর্ণ সুযোগ রয়েছে। বিশ্বের বিভিন্ন শক্তি যখন ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলে নিজেদের অর্থনৈতিক ও কৌশলগত উপস্থিতি বাড়াতে আগ্রহী, তখন বাংলাদেশ তার বন্দর ও যোগাযোগ অবকাঠামোকে আঞ্চলিক অর্থনীতির সঙ্গে যুক্ত করার মাধ্যমে নতুন বাণিজ্যিক সুযোগ সৃষ্টি করতে পারে।

তবে এই সুযোগ কাজে লাগানোর জন্য জাতীয় ভার্থনীতিক দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা অপরিহার্য। সংযোগ প্রকল্পের অর্থনৈতিক উপযোগিতা শুধু কত কিলোমিটার সড়ক বা রেলপথ নির্মিত হলো, কিংবা কত পণ্য এক দেশ থেকে অন্য দেশে পরিবাহিত হলো, তা দিয়ে বিচার করা যথেষ্ট নয়।

বরং দেখতে হবে, এই সংযোগের ফলে বাংলাদেশের শিল্পপ্রতিষ্ঠান কতটা নতুন বাজার পাচ্ছে, স্থানীয় ব্যবসা কতটা সম্প্রসারিত হচ্ছে, পরিবহন ও বন্দরসেবা খাতে কতটা কর্মসংস্থান সৃষ্টি হচ্ছে এবং দেশীয় প্রতিষ্ঠানগুলো আঞ্চলিক সরবরাহশৃঙ্খলে কতটা যুক্ত হতে পারছে। বাংলাদেশকে অবশ্যই সতর্ক থাকতে হবে, যেন ট্রানজিট সুবিধা কেবল অন্যদের জন্য সুবিধাজনক না হয়। প্রতিবেশী বা আঞ্চলিক দেশগুলো বাংলাদেশের বন্দর, সড়ক, রেল কিংবা নৌপথ ব্যবহার করলে তার বিনিময়ে বাংলাদেশ কী ধরনের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অর্থনৈতিক সুবিধা পাবে, তা চুক্তি ও নীতিনির্ধারণের পর্যায়েই স্পষ্ট করতে হবে।

বন্দর ও পরিবহন কি থেকে রাজস্ব আয় অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ; কিন্তু অর্থনৈতিক লাভের পরিধি তার চেয়ে অনেক বিস্তৃত। ট্রানজিটের ফলে স্থানীয় পরিবহন প্রতিষ্ঠান, গুদাম ও পণ্য সংরক্ষণ খাত, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ সেবা, বীমা, আর্থিক প্রতিষ্ঠান, পণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসার বিকাশ ঘটছে কি না, সেটিও বিবেচনা করতে হবে।

একই সঙ্গে ট্রানজিট অবকাঠামোর রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়, পরিবেশগত প্রভাব, সড়ক ও রেলপথের ওপর অতিরিক্ত চাপ, নিরাপত্তা এবং স্থানীয় জনগোষ্ঠীর ওপর সম্ভাব্য প্রভাব হিসাবের মধ্যে আনতে হবে।

সংযোগের ফলে যদি দেশের শিল্প, কর্মসংস্থান, বন্দর রাজস্ব, প্রযুক্তি স্থানান্তর এবং স্থানীয় অর্থনীতি উপকৃত না হয়, তাহলে সেই সংযোগ কাঙ্ক্ষিত ফল বয়ে আনবে না। কাজেই ট্রানজিট ও করিডর নিয়ে যেকোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় অর্থনৈতিক লাভ-ক্ষতির গভীর মূল্যায়ন, স্বচ্ছ চুক্তি, কার্যকর নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা এবং পারস্পরিক সুবিধা নিশ্চিত করা অপরিহার্য।

এখানে একটি মৌলিক বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অনেক সময় আমরা বন্দরকে অবকাঠামো প্রকল্প হিসেবে দেখি। কিন্তু বাস্তবে বন্দর একটি জাতীয় উন্নয়ন কৌশলের অংশ। একটি কার্যকর বন্দর কেবল জাহাজ গ্রহণ করে না; এটি বিনিয়োগ আকর্ষণ করে, শিল্প গড়ে তোলে, কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে, নতুন নগরায়ণের জন্ম দেয় এবং একটি দেশের বৈশ্বিক প্রতিযোগিতা সক্ষমতা বৃদ্ধি করে। তবে এই সুফল স্বাভাবিকভাবে সৃষ্টি হয় না। বন্দরকেন্দ্রিক উন্নয়ন পরিকল্পনায় স্থানীয় জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ, ভূমি ব্যবস্থাপনা, পরিবেশ সংরক্ষণ, নগর পরিকল্পনা, দক্ষ জনশক্তি তৈরি এবং সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সময়য় নিশ্চিত করতে হয়। অন্যথায় বন্দর সম্প্রসারণের ফলে যানজট, অপরিকল্পিত নগরায়ণ, পরিবেশদূষণ, জমির ওপর চাপ এবং আঞ্চলিক বৈষম্যের মতো সমস্যাও বাড়তে পারে। সুতরাং বন্দরের সাফল্য শুধু পণ্য পরিবহনের পরিমাণ দিয়ে নয়, বরং তার মাধ্যমে জাতীয় অর্থনীতিতে কতটা নতুন মূল্য সংযোজন হচ্ছে, উৎপাদনশীলতা কতটা বাড়ছে এবং উন্নয়নের সুফল কতটা বিস্তৃত জনগোষ্ঠীর কাছে পৌঁছাচ্ছে-এসব সূচকের ভিত্তিতেও মূল্যায়ন করতে হবে।

বাংলাদেশের লক্ষ্য হওয়া উচিত এমন একটি বন্দর ও সংযোগব্যবস্থা গড়ে তোলা, যা শুধু আঞ্চলিক পণ্য চলাচল সহজ করবে না, বরং দেশের নিজস্ব উৎপাদন, কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক সক্ষমতার দীর্ঘমেয়াদি ভিত্তিও শক্তিশালী করবে।

বাংলাদেশের জন্য মাতারবাড়ী গভীর সমুদ্রবন্দর বিশেষ তাৎপর্য বহন করে। কারণ এটি বৃহৎ সমুদ্রগামী জাহাজ গ্রহণের সক্ষমতা অর্জনের মাধ্যমে দেশের আমদানি-রপ্তানি ব্যয় হ্রাস করতে পারে এবং বাংলাদেশকে আঞ্চলিক সামুদ্রিক বাণিজ্যের আরও গুরুত্বপূর্ণ অংশে পরিণত করতে পারে। বর্তমানে বাংলাদেশের বৈদেশিক বাণিজ্যের বড় অংশ চট্টগ্রাম বন্দরের ওপর নির্ভরশীল। ফলে আন্তর্জাতিক নৌপরিবহনের বড় জাহাজ সরাসরি বাংলাদেশের বন্দরে প্রবেশ করতে পারলে বিদেশি ট্রান্সশিপমেন্ট বন্দরের ওপর নির্ভরতা কমানো, পণ্য পরিবহনের সময় হ্রাস এবং সামগ্রিক লজিস্টিকস ব্যয় নিয়ন্ত্রণের সুযোগ তৈরি হবে।

মাতারবাড়ীর বিশেষত্ব হলো এর গভীর নৌ-চ্যানেল এবং বৃহৎ জাহাজ গ্রহণের উপযোগী অবকাঠামো নির্মাণের পরিকল্পনা। জাপানের আন্তর্জাতিক সহযোগিতা সংস্থা (জাইকা)-এর অর্থায়ন ও সহযোগিতায় প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পের আওতায় কনটেইনার ও বহুমুখী পণ্য পরিবহনের জন্য টার্মিনাল, জেটি, নৌ-চ্যানেল এবং সংশ্লিষ্ট অবকাঠামো গড়ে তোলা হচ্ছে। ২০২৫ সালে নির্মাণকাজের জন্য জাপানি যৌথ উদ্যোগের সঙ্গে চুক্তি সম্পাদিত হওয়ায় প্রকল্পটি বাস্তবায়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ অতিক্রম করেছে। তবে মাতারবাড়ীকে ইতিমধ্যে পূর্ণাঙ্গ বাণিজ্যিক গভীর সমুদ্রবন্দর হিসেবে বিবেচনা করা ঠিক হবে না; এর মূল বন্দর অবকাঠামো এখনো নির্মাণাধীন।

সুতরাং এর সম্ভাব্য সুফল মূল্যায়নের ক্ষেত্রে প্রকল্পের অগ্রগতি, নির্মাণের সময়সীমা, পরিচালনাগত প্রস্তুতি এবং ভবিষ্যৎ বাণিজ্যিক সক্ষমতার বিষয়গুলো পৃথকভাবে বিবেচনা করা প্রয়োজন।

মাতারবাড়ীর গুরুত্ব কেবল বড় জাহাজ গ্রহণের সক্ষমতার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। এর সঙ্গে দেশের সামুদ্রিক বাণিজ্যের কাঠামোগত পরিবর্তনের সম্ভাবনাও যুক্ত। বর্তমানে আন্তর্জাতিক রুটের অনেক বড় জাহাজ সরাসরি বাংলাদেশের বন্দরে প্রবেশ করতে পারে না; ফলে পণ্য পরিবহনে অন্য দেশের ট্রান্সশিপমেন্ট বন্দরের ওপর নির্ভর করতে হয়।

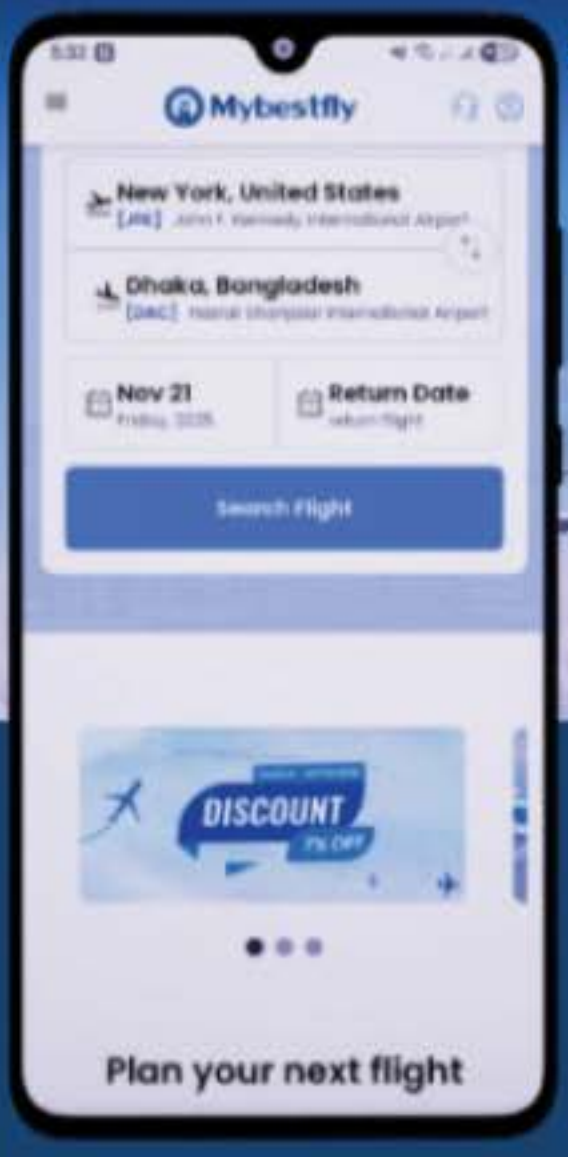
মাতারবাড়ী কার্যকর হলে এই নির্ভরতা কিছু ক্ষেত্রে কমতে পারে এবং আন্তর্জাতিক নৌপরিবহন নেটওয়ার্কে বাংলাদেশের সরাসরি অংশগ্রহণ বাড়তে পারে। তবে এই সুবিধা অর্জনের জন্য শুধু গভীর নৌ-চ্যানেল ও জেটি নির্মাণ যথেষ্ট নয়।

নিয়মিত ড্রেজিং, নৌ-চলাচলের নিরাপত্তা, আধুনিক জাহাজ ও কনটেইনার পরিচালনা যন্ত্রপাতি, দক্ষ বন্দর ব্যবস্থাপনা, আন্তর্জাতিক নৌপরিবহন সংস্থার সঙ্গে বাণিজ্যিক সময়য় এবং বন্দরের সঙ্গে দেশের প্রধান শিল্প ও ভোগকেন্দ্রগুলোর নিরবচ্ছিন্ন যোগাযোগ নিশ্চিত করতে হবে।

বিশেষ করে মাতারবাড়ী থেকে চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, ঢাকা এবং দেশের অন্যান্য শিল্পাঞ্চলে পণ্য পরিবহনের সময় ও ব্যয় প্রতিযোগিতামূলক পর্যায়ে রাখা না গেলে গভীর সমুদ্রবন্দরের সম্ভাব্য সুবিধার একটি বড় অংশ বাস্তবায়িত হবে না।

ফলে মাতারবাড়ীর সাফল্য নির্ধারিত হবে শুধু কত বড় জাহাজ সেখানে ভিড়তে পারবে, তা দিয়ে নয়; বরং সেই জাহাজ থেকে নামানো কিংবা জাহাজে ওঠানো পণ্য কত দ্রুত, নিরাপদে ও লাশ্রয়ীভাবে দেশের উৎপাদন ও বাণিজ্যব্যবস্থায় যুক্ত হতে পারবে, তা দিয়েও। একই সঙ্গে চট্টগ্রাম ও মোংলা বন্দরের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং রেল ও মহাসড়ক নেটওয়ার্কের উন্নয়ন সমন্বিতভাবে পরিচালিত হলে দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক কাঠামো নতুন উচ্চতায় পৌঁছাতে পারে।

চট্টগ্রাম বন্দরের ক্ষেত্রে আধুনিক টার্মিনাল পরিচালনা, কনটেইনার ব্যবস্থাপনা, জাহাজের অপেক্ষমাণ সময় হ্রাস এবং পণ্য খালাসের প্রক্রিয়া সহজ করা জরুরি। মোংলা বন্দরের ক্ষেত্রে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের শিল্প ও কৃষি অর্থনীতির সঙ্গে সংযোগ বাড়ানো, নৌপথের নাব্যতা রক্ষা, রেল ও সড়ক যোগাযোগ উন্নত করা এবং বন্দরটির বাণিজ্যিক ব্যবহার সম্প্রসারণের সুযোগ রয়েছে। অন্যদিকে, মাতারবাড়ীকে বৃহৎ সমুদ্রগামী জাহাজের জন্য উপযোগী বন্দর হিসেবে গড়ে তোলার পাশাপাশি পায়রা বন্দরের উন্নয়নও বাস্তব বাণিজ্যিক চাহিদা, নাব্যতা এবং সংয



সামার সেল! সামার সেল!



Scan Me

এই সামারে বিমান, এমিরেটস, কাতার, টার্কিশ এবং সৌদি এয়ারলাইন্স এর ফ্লাইট বুকিংয়ে পাচ্ছেন বিশেষ ছাড়

ভিজিট করুন আমাদের ওয়েবসাইট

www.mybestfly.com

Emirates | QATAR AIRWAYS القطرية | TURKISH AIRLINES | السعودية SAUDIA | Biman BANGLADESH AIRLINES

এছাড়াও আমাদের ওয়েবসাইটের মাধ্যমে বিশ্বের সকল দেশের ইন্টারন্যাশনাল এবং ডোমেস্টিক ফ্লাইট বুক করতে পারবেন

BOOK ONLINE
mybestfly.com

CALL TO BOOK
718-406-9745

Global Tours & Travel

USA Office
37-12 75th St,
2nd floor Suite # 206.
Jackson Heights, NY-11372, USA

Dhaka Office
78/E (3rd Floor),
Purana Paltan Line,
Bijoynagar, Dhaka-1000

N.Y.C. Democratic Socialists Urge Ocasio Cortez to Run for President

Continued from page 19

because they felt she was insufficiently supportive of the Palestinian cause.

And when members gathered over Zoom this summer to try to decide on a process for presidential endorsement, the effort descended into infighting, with some reluctant to move too quickly toward embracing Ms. Ocasio-Cortez's candidacy.

New York City's D.S.A. members — who are known to be more tactical and election-focused than others in the movement — have been largely cheering her potential run. At the D.S.A.'s national summer summit in Chicago, a member of the New York chapter gave a fiery speech encouraging her to run at a "D.S.A. for A.O.C." party. And at an election night watch party this month in Astoria, Queens, chants of "A.O.C.!" broke out.

"The last time we held our convention, N.Y.C.-D.S.A. endorsed the candidate who became the mayor of New York City," said Gustavo Gordillo, the chapter's co-chair. "This time our vision is no less ambitious. Our members will decide whether to ask a democratic socialist to run for president."

Many of the resolutions debated at Saturday's D.S.A. convention were laced with the same political complexities that the Mamdani administration has faced. The mayor has confronted criticism from progressive supporters who say he has not prioritized efforts to reform policing, particularly when he decided to retain Jessica S. Tisch as police commissioner. Instead of creating a full-scale Department of Community Safety when he came into office, he made a pared-down Office of Community Safety. And the plan to demolish the Fulton and Elliott-Chelsea Houses, then rebuild them along with mixed-income buildings, which Mr. Mamdani supports, has triggered a backlash from some residents of public housing, who don't believe the demolition is necessary. In the lead-up to the D.S.A. convention, a slate of public housing residents ran to become delegates so they could advance the resolution opposing the project. (It failed.)

In many ways, D.S.A.'s New York City group acts as an older sibling of sorts to smaller chapters across the United States. It is about three times larger than the next largest chapter, in Los Angeles. And its soaring political ambition, which catapulted Mr. Mamdani to City Hall, has driven D.S.A. members around the nation to place a stronger emphasis on electoral organizing, according to interviews with members in other parts of the country.

When Atlanta D.S.A. members wanted to improve their own door-knocking efforts, they came to New York and studied the tactics of local organizers — finding, for example, that they should use folders instead of clipboards when door knocking, because it lightens the field campaign's physical load. But members of the New York D.S.A. chapter have also tussled with leaders from other parts of the country, including over the summer in a long and acrimonious Zoom meeting about how the D.S.A. should approach a presidential endorsement.

"The stakes are pretty high given the current political backdrop," said Conrad Blackburn, a New York D.S.A. member who recently fell short in his bid for the State Assembly. "It's incumbent on all of us, especially all of us inside D.S.A., to continue pushing for big changes and big policy ideas that are going to move the needle. People all over the country and world are looking to us right now to see how we move."

Mamdani makes his first judicial appointments

Continued from page 19

Hana Kim has served in the Queens district attorney's office for more than 15 years. She worked in the Felony Trial Bureau and Narcotics Trial Bureau and has held several leadership positions. She is currently the bureau chief of the Frauds Bureau. Melissa Medilien also worked for six years as a Queens ADA in the Criminal Court Bureau, Rider Program, Narcotics Trial Bureau and Domestic Violence Bureau. She most recently served as an associate counsel at the Metropolitan Transportation Authority. Molly Gallivan currently works as a senior homicide attorney at Brooklyn Defender Services, and previously spent five years at the Legal Aid Society's Criminal Defense Practice.

William Kendall is currently the supervising attorney in the Criminal Defense Practice at the Neighborhood Defender Service of Harlem.

Alexis Flyer currently works as a principal court attorney in Kings County Supreme Court, but she also worked in the Legal Aid Society's Criminal Defense Practice for nine years after graduating law school.

Family Court appointees : Of the five new judges appointed to Family Court, three come from a public defense background. Mary Cheng began her career in Maryland as a staff attorney in the family law unit of the Maryland Legal Aid Bureau. Upon moving to New York, she joined the Children's Law Center, where she was promoted to senior staff attorney and eventually co-director. She also established a solo practice as an 18-B attorney. She currently works as a court attorney and as a court attorney referee in Kings County.

Several of the judges appointed by Mayor Zohran Mamdani on Monday come from a public defense, and two of them worked at Brooklyn Defender Services. Eagle file photo by Ryan Schwach Brian Holbrook is a senior attorney for law and appeals at Brooklyn Defender Services' Family Defense Practice. Before joining BDS, he clerked for a judge on the U.S. Court of Appeals for the 10th Circuit. Beth Krause is a supervising attorney at the Legal Aid Society's Immigration Law Unit and also worked as an 18-B attorney.

Deana Tietjen is currently the deputy executive director at the Children's Law Center. She also spent 20 years in private practice representing litigants and social service agencies in New York City Family Court. Danielle Rodriguez comes from a court background, having served as a court attorney-referee in New York City Family Court for nearly a decade. She most recently worked in Richmond County Family Court. She also previously worked in Manhattan Family Court.

আদালতের রায়ে বিদেশি শিক্ষার্থীদের স্বস্তি

৬৪ পৃষ্ঠার পর

মেয়াদ সর্বোচ্চ চার বছর নির্ধারণের প্রস্তাব করা হয়। নির্ধারিত সময়ের বেশি থাকতে চাইলে শিক্ষার্থী, গবেষক ও অধ্যাপকদের আলাদাভাবে মেয়াদ বাড়ানোর আবেদন করতে হতো। বর্তমানে প্রচলিত 'ডিউরেশন অব স্ট্যাটাস' ব্যবস্থায় বিদেশি শিক্ষার্থীরা ভিসার শর্ত মেনে পড়াশোনা চালিয়ে গেলে এবং নিজ নিজ শিক্ষাক্রমে স্বাভাবিক অগ্রগতি বজায় রাখলে যুক্তরাষ্ট্রে থাকতে পারেন।

নতুন বিধির বিরুদ্ধে গত আগস্টে শিক্ষা ও অভিবাসন অধিকার নিয়ে কাজ করা কয়েকটি সংগঠনের জোট মামলা করে। তাদের যুক্তি ছিল, প্রস্তাবিত বিধিটি অযৌক্তিক এবং এর ফলে যুক্তরাষ্ট্রে উচ্চশিক্ষা নিতে আগ্রহী বিদেশি শিক্ষার্থীদের সংখ্যা কমে যেতে পারে। আদালত বলেন, ডিএইচএস নতুন বিধির সম্ভাব্য সুফল ও ক্ষতির যথাযথ মূল্যায়ন করতে পারেনি। জাতিয়াতি ও জাতীয় নিরাপত্তার উদ্বেগের ভিত্তিতেও সংস্থাটি পরিবর্তনগুলোর যথেষ্ট যৌক্তিকতা প্রতিষ্ঠা করতে ব্যর্থ হয়েছে। রায়ের ফলে বিদেশি শিক্ষার্থীদের জন্য দীর্ঘদিন ধরে চালু থাকা 'ডিউরেশন অব স্ট্যাটাস' ব্যবস্থা বহাল থাকছে।

তবে আদালতের রায়ের সমালোচনা করেছে ডিএইচএস। সংস্থাটির জেনারেল কাউন্সেল জেমস পার্সিভাল সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে লিখেছেন, শিক্ষার্থী ভিসায় এসে প্রতি সেমিস্টারে একটি করে কোর্স নিয়ে কয়েক দশক যুক্তরাষ্ট্রে থাকার সুযোগকে বিচারক ডেনিস সেটলারের রায় কার্যত অনুমোদন দিয়েছে। ট্রাম্প প্রশাসনের দাবি, বিদেশি শিক্ষার্থীদের ভিসা জালিয়াতি ও অভিবাসন ব্যবস্থার অপব্যবহার ঠেকাতেই কঠোর নীতিমালা নেওয়া হচ্ছে। অন্যদিকে শিক্ষা ও অভিবাসন অধিকারকর্মীদের আশঙ্কা, এসব পদক্ষেপ যুক্তরাষ্ট্রের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থী আকর্ষণের সক্ষমতা কমিয়ে দেবে।

উল্লেখ্য, এফ-১ ভিসা মূলত যুক্তরাষ্ট্রে পূর্ণকালীন একাডেমিক শিক্ষা বা ভাষা প্রশিক্ষণ গ্রহণের জন্য দেওয়া হয়। আর জে-১ ভিসা মূলত এক্সচেঞ্জ বা বিনিময় কর্মসূচিতে অংশগ্রহণকারীদের জন্য প্রযোজ্য।

নতুন আঙ্গিকে শুরু হলো ভ্যানউইক এক্সপ্রেসওয়ে

৬৪ পৃষ্ঠার পর

জোনোথান রিচার্ডসন জুনিয়র আনুষ্ঠানিকভাবে এই মেগা প্রকল্পের মূল অংশের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

অনুষ্ঠানে গভর্নর জানান, সংস্কারকাজ সম্পন্ন হওয়ার ফলে জেএফকে বিমানবন্দরে যাতায়াতের সময় ২৫ মিনিট পর্যন্ত কমে আসবে। সবচেয়ে বড় পরিবর্তনটি হলো-ট্যাক্সি, ব্যাস এবং একাধিক যাত্রী বহনকারী যানবাহনের জন্য আলাদা 'এইচওভি' লেন যুক্ত করা হয়েছে। এই লেনগুলো বড় ধরনের ইতিবাচক পরিবর্তন আনবে; এর ফলে বিমানবন্দরে যাতায়াত দ্রুততর হবে এবং একই সঙ্গে মূল মহাসড়কে যানজটও হ্রাস পাবে। এছাড়া, রাস্তার পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নতি করা হয়েছে, প্রবেশ ও প্রস্থানের রুমাস্পগুলো নতুন করে সাজানো হয়েছে এবং ২৩টি সেতু প্রতিস্থাপন বা সংস্কার করা হয়েছে। অনুষ্ঠানে কমিউনিটি বোর্ড-৮-এর সদস্য ফখরুল ইসলাম দেলোয়ারসহ বাংলাদেশি কমিউনিটির অনেকেই অংশ নেন।

২০২০ সালের শুরুতে শুরু হওয়া ভ্যানউইক এক্সপ্রেসওয়ের ৪.৩ মাইল দীর্ঘ অংশের আধুনিকায়ন প্রকল্পের কারণে গত কয় বছর ধরে এই এলাকায় যাতায়াত করা মানুষজনকে যানজটের ভয়াবহ ভোগান্তিতে পড়তে হয়। কাজ শেষ হওয়ায় কুইন্স এবং জন এফ কেনেডি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের মধ্যে যাতায়াতকারী হাজার হাজার চালক ও যাত্রীর দীর্ঘদিনের ভোগান্তির অবসান ঘটতে যাচ্ছে। নিউইয়র্ক স্টেট ডিপার্টমেন্ট অব ট্রান্সপোর্টেশনের তত্ত্বাবধানে এই প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হয়েছে।

Beyonce becomes first artist in Grammy history with 100 nominations

Continued from page 19

Natalie Cole, Lauryn Hill, and Whitney Houston -- along with best country album and best country duo/group performance for "II Most Wanted" with Miley Cyrus. Beyonce has landed Grammy nods almost every year since Destiny's Child scored two nominations in 2000 for "Bills, Bills, Bills".

British MP Rupert Lowe calls for 'Bangladeshi deportation'

Continued from page 18

Some guests were allegedly attacked with eggs and water bottles, while others were assaulted. Four people sustained serious head injuries during a subsequent clash between the two groups. London police intervened to bring the situation under control, using baton charges.

Bangladesh's Ministry of Foreign Affairs condemned the reported violence, describing it as acts of intimidation against Nahid and members of the Bangladeshi community.

The ministry urged British authorities to investigate the incident, identify those responsible and bring them to justice under British law.

Immigration advocates push Hochul for more legal aid for children

Continued from page 19

services for children to expire, leaving around 1,300 immigrant children in New York and another 20,000 nationwide without federally funded legal services. Though Hochul allocated $7.25 million to patch up the loss of the federal legal services contract earlier this year, ICARE called on her to do more to expand services for immigrants and immigrant children. "Children should not be expected to defend themselves against deportation without a lawyer, facing a trained government attorney in one of the most complex areas of law," Sierra Kraft, executive director of ICARE Coalition, said in a statement. "Governor Hochul's emergency investment was a critical lifeline, but we cannot rely on emergency funding to sustain a system that children depend on for their safety and future." The coalition demanded $90 million to sustain existing legal and social services programs, $60 million to address new deportation defense needs and $50 million to allow legal providers to hire more attorneys and staff. Of those funds, ICARE called for $20 million to be allocated for legal representation for immigrant youth.

ICARE joined a number of other nonprofits and advocates in making the broader request for $200 million in funding, including the Vera Institute of Justice and the New York Immigration Coalition.

The coalition said that additional funding for legal representation for children would make a big difference in the outcome of many cases. Children without an attorney have around a 15 percent chance of winning their deportation case, while those who have a lawyer have around a 90 percent chance of winning their case, according to ICARE.

"No child should be forced to stand alone in immigration court, facing a trained government attorney without anyone to defend their rights," Ting Poon, the supervising attorney with the Immigrant Youth Project at The Legal Aid Society, said in a statement. "Every day, legal service providers see firsthand how a shortage of qualified attorneys leaves vulnerable children at risk of deportation, even when they may be eligible for protection under the law."

The group also called on the legislature to pass and the governor to sign a pair of bills that they say would bolster the state's ability to provide legal services to immigrants.

The Access to Representation Act would establish a statewide right to counsel for low-income immigrants facing deportation. The bill would likely need to be passed alongside the Building Up Immigrant Legal Defense Act, which would require the state to expand the immigration legal services workforce through fellowships, recruitment, training and mentorship.

In a statement, a spokesperson for the governor said Hochul's "top priority is keeping our families safe, which includes protecting our youngest New Yorkers from the fear, trauma and disruption caused by ICE overreach." "The Governor has committed millions of dollars to provide legal services for vulnerable immigrant children and is committed to working with the legislature to keep New Yorkers safe," the spokesperson said. "Governor Hochul will review all legislation that passes both houses of the state legislature and details of the governor's Executive Budget Proposal will be released in January." *(By Jacob Kaye, Queens Daily Eagle)*

Australia sanctions Israeli settlers, organisations over West Bank expansion

Continued from page 18

it off from East Jerusalem, fragmenting the land Palestinians hope will form the heart of a future state. Israeli settlers shot dead a 72-year-old Palestinian woman this week in a part of the occupied West Bank city of Jericho, where settlers recently took over several Palestinian homes, according to witnesses and Palestinian officials.

UN bodies and most countries deem the settlements illegal, a position Israel disputes.

Wong said she had spoken to Israeli Foreign Minister Gideon Saar about Australia's latest round of sanctions. "I outlined our position ... I said we do not agree with, we oppose the settlement activities. We have had a long-standing position on this," Wong told ABC Radio on Wednesday.

Diplomatic ties between Australia and Israel have soured since Australia's centre-left government last year announced it would conditionally recognise Palestinian statehood, and after the mass shooting at Sydney's Bondi Beach during a Jewish Hanukkah celebration in December, which killed at least 15 people.

Hakeem Jeffries Elected House Speaker

Continued from page 18

Elissa Slotkin, a moderate Democratic senator-elect from Michigan, has also expressed interest in leading the Democratic caucus. She remarked that on the night of the November 3rd election, the American people voted for change.

A group of high-profile incoming Democratic senators has also voiced a desire for new leadership. This includes Michigan senator-elect Abdul El-Sayed, who secured the party's nomination by defeating a candidate backed by Schumer. Others in this group include senator-elect Adam Hamilton from Kansas, senator-elect Annie Andrews from South Carolina, senator-elect Chris Pappas from New Hampshire, senator-elect Troy Jackson from Maine, and senator-elect Peggy Flanagan from Minnesota. However, Van Hollen is the only one who has publicly announced his candidacy so far.

Senator Bernie Sanders, Abdul El-Sayed (Michigan), Jeff Merkley (Oregon), and Peggy Flanagan (Minnesota) have publicly stated that they will vote for Van Hollen.

Political observers suggest that Chuck Schumer is the most likely to win the vote, noting his significant hard work and contributions toward the recent electoral successes in the Senate.

Meanwhile, Democrats elected to the U.S. House of Representatives nominated Hakeem Jeffries on Wednesday to serve as their leader for the next Congress. This puts him on the verge of becoming the nation's first Black Speaker of the House.

At a press conference, Jeffries remarked that it is a great honor and a distinct privilege to stand before the American people as the Democratic Party's nominee for the next Speaker of the U.S. House of Representatives.

The newly elected members of the House Democratic Caucus nominated Jeffries through a secret ballot held behind closed doors. Jeffries received 251 votes, while 11 Democrats voted against him.

Jeffries told reporters that the overwhelming majority of Democrats had expressed their views clearly and firmly. He urged Democrats to focus on combating "MAGA (Make America Great Again) extremism" rather than fighting among themselves, so that they can accomplish significant work for the American people.

Following the November 3 midterm elections, several newly elected progressive Democrats had indicated that they wanted a leader who would support a bold action plan to implement the pro-people policies promised during the campaign. However, in a joint statement, seven newly elected progressive Democrats in the House of Representatives...

জ্যাকসন হাইটসে ডাইভারসিটি প্লাজার পাশেই

বিশ্ব ট্রাভেলস

BISSHO TRAVELS



অল্প খরচে উমরাহ প্যাকেজ

অভিজ্ঞ মোয়াল্লেম দ্বারা পরিচালিত



Masjidul A Robin

Founder and CEO

★ আমাদের সার্ভিস সমূহ

- এয়ার টিকেট
- উমরাহ প্যাকেজ
- ভিসা সার্ভিস
- মানি ট্রান্সফার
- ট্রাভেল গাইডেন্স
- বাংলাদেশ/ইউএসএ পাসপোর্ট রিনিউ

আমাদের ভিসা সার্ভিস

- সৌদি উমরাহ/টুরিস্ট ভিসা
- ইন্ডিয়া ভিসা
- ইউকে ভিসা
- কানাডা ভিসা
- ইউরোপ/শেনজেন ভিসা
- দুবাই ভিসা



Call করুন:

+1 (929) 994-4422

74-03 37th Rd,
Jackson Heights, NY 11372

bisshotravels@gmail.com

আপনার যাত্রা, আমাদের দায়িত্ব

ন্যায়ভিত্তিক সমাজ গঠনে কোরআনের শিক্ষার বিকল্প নেই

৬ পৃষ্ঠার পর

আল্লাহর কালামের কিছু অংশ নিজের অন্তরে ধারণ করতে পারার অনুভূতি আমার কাছে সম্পূর্ণ ভিন্ন এক মর্যাদা ও প্রশান্তির বিষয়। যে মহাগ্রন্থের বাণী আমি অন্তরে ধারণ করার চেষ্টা করেছি, তার রচয়িতা স্বয়ং মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা- যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন, সমগ্র বিশ্বজগৎ সৃষ্টি করেছেন এবং একদিন যাঁর কাছেই আমাদের প্রত্যেককে ফিরে যেতে হবে। কিয়ামতের সেই মহাবিচারের দিনে প্রত্যেক মানুষকে তাঁর জীবনের কর্ম, দায়িত্ব ও আচরণের হিসাব দিতে হবে। এই বিশ্বাস আমাকে কোরআনের শিক্ষাকে শুধু মুখস্থ কিংবা পাঠ করার বিষয় হিসেবে নয়, বরং নিজের জীবন পরিচালনার নৈতিক ও আত্মিক নির্দেশনা হিসেবে গ্রহণ করতে অনুপ্রাণিত করে।

কোরআনের সান্নিধ্যে এসে আমার ব্যক্তিগত উপলব্ধি আরও গভীর হয়েছে। আমার কাছে এর মাধুর্য প্রথম প্রেমের আবেগের চেয়েও গভীর, এর মূল্য জীবনের পার্থিব প্রাপ্তির চেয়েও অনেক বেশি। কারণ, পার্থিব জীবন মানুষকে সাময়িক আনন্দ ও সাফল্য দিতে পারে, কিন্তু কোরআনের শিক্ষা মানুষকে জীবনের প্রকৃত অর্থ, দায়িত্ব, কর্তব্য এবং চূড়ান্ত গন্তব্য সম্পর্কে সচেতন করে। এর মধ্যে এমন এক আলোকময় দিকনির্দেশনা রয়েছে, যা মানুষের অন্তরের অন্ধকার দূর করে সত্য ও ন্যায়ের পথ চিনতে সাহায্য করে। আমার বিশ্বাস, কোরআন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে প্রকৃত অর্থে মানবিক, নৈতিক ও মূল্যবোধসম্পন্ন জীবন গড়ে তোলা অত্যন্ত কঠিন। কোরআন শুধু পাঠের জন্য নয়, উপলব্ধি করার জন্য; শুধু মুখস্থ করার জন্য নয়, জীবনে ধারণ করার জন্য; শুধু ধর্মীয় অনুষ্ঠানে তিলাওয়াতের জন্য নয়, বরং ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতিটি ক্ষেত্রে এর শাশ্বত শিক্ষার প্রতিফলন ঘটানোর জন্য। সুতরাং এখানে আমি জাতি, গোষ্ঠী, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলের কাছে সবিনয় অনুরোধ, আপনারা জীবনে একবার হলেও কোরআনুল কারিমের বাংলা অনুবাদটি পড়ুন। জীবনটাকে সহজ ও সুন্দর করার জন্য এর চেয়ে ভালো কোনো উপায় আর কিছু হতে পারে না।

একটি সমাজ যখন দুর্নীতি, বৈষম্য, বিচারহীনতা ও নৈতিক অবক্ষয়ের চোরাবালিতে নিমজ্জিত হয়, তখন সেখান থেকে উত্তরণের জন্য প্রয়োজন হয় এমন এক আদর্শিক ভিত্তি, যা মানুষকে ভেতর থেকে বদলে দেয়। পবিত্র কোরআনুল কারিম মানুষের সেই অন্তর্নিহিত বিবেককে জাগ্রত করে। কোরআনের দৃষ্টিতে ন্যায়বিচার বা 'আদল' কোনো এঁচ্ছিক বিষয় নয়, কিংবা এটি কেবল জনহিতৈষীদের অনুগ্রহও নয়; বরং এটি প্রতিটি মানুষের জন্মগত অধিকার এবং বিশ্বাসীদের ওপর অর্পিত অলঙ্ঘনীয় ফরজ বিধান। সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনায় ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার এই কঠোর নির্দেশনা দিয়ে মহান আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করেছেন- "ইন্নাল্লাহা ইয়ামুরু বিল-আদলি ওয়াল-ইহসানি ওয়া ইতাইি জিল-কুরবা ওয়া ইয়ানহা আনিল ফাহশাই ওয়াল-মুনকারি ওয়াল-বাগয়ি, ইয়াইজুকুম লাআল্লাকুম তাযাক্কারুন।" অর্থাৎ : "নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদেরকে ন্যায়বিচার, সদাচরণ এবং আত্মীয়-স্বজনকে দান করার নির্দেশ দেন এবং তিনি নিষেধ করেন অশ্লীলতা, মন্দ কাজ ও সীমালঙ্ঘন থেকে। তিনি তোমাদেরকে উপদেশ দেন, যাতে তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করো।" *(সূরা আন-নাহল, আয়াত : ৯০)* লক্ষ্য করলে দেখা যায়, এই একটি মাত্র আয়াতের ভেতরেই একটি আদর্শ কল্যাণরাষ্ট্র ও সুস্থ সমাজের পূর্ণাঙ্গ রূপরেখা নিহিত রয়েছে। এখানে 'আদল' বা ন্যায়বিচারকে সবার আগে স্থান দেওয়া হয়েছে। কারণ, সমাজে যদি ইনসাফ না থাকে, তবে কোনো উন্নয়নই টেকসই হয় না। এরপর বলা হয়েছে 'ইহসান' বা সদাচরণ ও পরোপকারের কথা, যা মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ককে শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার বন্ধনে আবদ্ধ করে। পাশাপাশি সমাজবিধ্বংসী তিনটি ব্যাধি-অশ্লীলতা, অন্যায় কাজ এবং জুলুম বা সীমালঙ্ঘন থেকে বিরত থাকার কঠোর সতর্কবার্তা উচ্চারণ করা হয়েছে।

বর্তমান বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে রাষ্ট্রপতি মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের বক্তব্যটি বিশ্লেষণ করলে এর গভীরতা আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তিনি অত্যন্ত যথার্থভাবেই উল্লেখ করেছেন যে, আলেমগণ মানুষকে সত্য, ন্যায় ও মানবতার পথ দেখান এবং সমাজে তাঁদের প্রভাব অত্যন্ত গভীর। সমাজ থেকে দুর্নীতি, চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি, দখল, মাদক, সন্ত্রাস, সাম্প্রদায়িক হিংসা-দ্বেষ এবং নারী ও শিশু নির্যাতনের মতো ভয়াবহ ব্যাধিগুলো দূর করতে আলেম সমাজ আরও কার্যকর ও অগ্রণী ভূমিকা রাখতে পারেন। আমাদের দেশের আর্থসামাজিক বাস্তবতায় মসজিদের মিম্বর এবং মাদ্রাসার শিক্ষাঙ্গনগুলো জনমত গঠনের সবচেয়ে শক্তিশালী মাধ্যম। প্রতি শুক্রবার জুমার খুতবায় দেশের লাখ লাখ মসজিদে যদি কুরআনের আলোকে দুর্নীতির ভয়াবহতা, মাদকের ধ্বংসলীলা, নারীর প্রতি সম্মান এবং প্রতিবেশীর অধিকার নিয়ে গঠনমূলক আলোচনা হয়, তবে তা রাষ্ট্রীয় আইনের চেয়েও দ্রুত ও কার্যকরভাবে মানুষের মনোজগতে পরিবর্তন আনতে সক্ষম।

দুর্নীতি ও অন্ধপ্রীতি আজ আমাদের সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করে উন্নয়নের স্বাভাবিক গতিকে বাধাগ্রস্ত করছে। ক্ষমতার অপব্যবহার, অর্থ আত্মসাৎ এবং অন্যের হক নষ্ট করা যেন অনেক ক্ষেত্রে গা-সওয়া বিষয়ে পরিণত হয়েছে। অথচ পবিত্র কুরআনে অন্যায়ের বিরুদ্ধে অবস্থান নেওয়া এবং ন্যায়ের পক্ষে সাক্ষ্য দেওয়ার ক্ষেত্রে এমন এক আপসহীন মানদণ্ড নির্ধারণ করা হয়েছে, যা পৃথিবীর আর কোনো সংবিধানে খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। মহান আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন-"ইয়া আইয়ুহাল্লাজিনা আমানু কুনু কাওয়ামিনা বিল-কিসতি শুহাদাআ লিল্লাহি ওয়ালাও আলা আনফুসিকুম আওিল ওয়ালিদাইনি ওয়াল আকরাবিন।" অর্থাৎ : "হে ঈমানদারগণ! তোমরা ন্যায়বিচারের ওপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকো আল্লাহর জন্য সাক্ষীস্বরূপ; যদিও তা তোমাদের নিজেদের কিংবা পিতা-মাতা এবং আত্মীয়-স্বজনের বিরুদ্ধে যায়।" *(সূরা আন-নিসা, আয়াত : ১৩৫)*

কী অসাধারণ ও বৈপ্লবিক এই ঘোষণা! আধুনিক বিচারব্যবস্থায় যেখানে সাক্ষী প্রভাবিত হয়, স্বজনপ্রীতির কারণে অপরাধী পার পেয়ে যায় এবং অর্থবিত্তের জোরে সত্যকে ধামাচাপা দেওয়া হয়, সেখানে কুরআন বলছে-ন্যায়বিচারের স্বার্থে প্রয়োজনে নিজের, নিজের পিতা-মাতার কিংবা নিকটাত্মীয়ের বিরুদ্ধেও সত্য সাক্ষ্য দিতে হবে। এই একটি নীতি যদি আমাদের বিচারালয়, প্রশাসন, রাজনীতি এবং পারিবারিক জীবনে প্রতিষ্ঠিত করা যায়, তবে সমাজ থেকে সব ধরনের বৈষম্য ও অবিচার চিরতরে নির্মূল করতে বাধ্য। রাষ্ট্রপতি যখন ব্যক্তিগত, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে কুরআনের মৌলিক নীতি ও সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা অনুসরণ করার আহ্বান জানান, তখন তিনি মূলত এই অপসহীন নৈতিকতার কথাই স্মরণ করিয়ে দেন।

আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশের সাম্প্রতিক অর্জনগুলোর দিকে তাকালে আমরা এক গৌরবোজ্জ্বল চিত্র দেখতে পাই। আন্তর্জাতিক স্ত্রিরাত সম্মেলন ২০২৬-এর মঞ্চে রাষ্ট্রপতি অত্যন্ত গর্বের সঙ্গে উল্লেখ করেছেন যে, আন্তর্জাতিক কোরআন প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশের প্রতিনিধিরা তাদের অনামান্য মেধা ও যোগ্যতার স্বাক্ষর রেখে চলেছেন এবং বিশ্বদরবারে দেশের সুনাম বৃদ্ধি করছেন। নিঃসন্দেহে এটি আমাদের জন্য পরম জাতীয় গৌরবের বিষয়। বিশ্বমানের ক্বারি ও হাফেজ তৈরিতে আমাদের দেশের মাদ্রাসা ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর যে অবদান, তা আজ বিশ্বস্বীকৃত। তবে এই অর্জনকে কেবল তিলাওয়াত ও মুখস্থবিদ্যার গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ রাখলে চলবে না; কোরআনের অর্থ, মর্মবাণী এবং জীবনঘনিষ্ঠ দর্শনকে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা ও গবেষণার মূলধারায় নিয়ে আনতে হবে। রাষ্ট্রপতি বাংলাদেশের সমৃদ্ধ কুরআনিক ঐতিহ্যকে আরও এগিয়ে নিতে প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ গ্রহণ, আন্তর্জাতিক মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করা এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে কার্যকর অংশগ্রহণের ওপর যে গুরুত্বারোপ করেছেন, তা অত্যন্ত দূরদর্শী। একটি আধুনিক ও বিজ্ঞানমনস্ক প্রজন্ম গড়ে তুলতে হলে কোরআনের জ্ঞানতাত্ত্বিক ও নৈতিক শিক্ষার সঙ্গে আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সমন্বয় ঘটানো সময়ের অনিবার্য দাবি।

বাংলাদেশের সামাজিক বুননের অন্যতম প্রধান শক্তি হলো এর সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও ধর্মীয় সহাবস্থানের সুদীর্ঘ ঐতিহ্য। আবহমান কাল ধরে এ দেশের মানুষ পারস্পরিক শ্রদ্ধা, সহনশীলতা ও সৌহার্দ্যের সঙ্গে বসবাস করে আসছে। তবে মাঝেমধ্যে স্বার্থান্বেষী মহলের উসকানি কিংবা অজ্ঞতাপ্রসূত হিংসা-দ্বেষ এই সম্প্রীতির পরিবেশকে বিনষ্ট করার অপচেষ্টা চালায়। এই প্রেক্ষাপটে রাষ্ট্রপতি মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর মদিনা সনদ ও বহুত্ববাদী সমাজব্যবস্থার যে ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছেন, তা আমাদের জাতীয় সংহতির জন্য অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। মহানবী (সা.) মদিনায় ইহুদি, খ্রিস্টান ও পৌত্তলিকসহ সকল ধর্মাবলম্বীদের সমন্বয়ে যে রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে তুলেছিলেন, সেখানে প্রত্যেকের ধর্মীয় স্বাধীনতা, জানমালের নিরাপত্তা এবং নাগরিক অধিকার পূর্ণভাবে সংরক্ষিত ছিল।

ইসলাম কখনোই জোরজবরদস্তি বা অন্য ধর্মের প্রতি অসহিষ্ণুতাকে প্রশ্রয় দেয় না। পবিত্র কোরআন স্পষ্টভাষায় ঘোষণা করেছে-"লা ইকরাহা ফিদ্দীনি ক্বাদ তাবাইয়্যানার রুশদু মিনাল গাইয়ি।" অর্থাৎ : "দীনের (ধর্মের) ব্যাপারে কোনো জোরজবরদস্তি নেই; সত্য পথ ভ্রান্ত পথ থেকে সুস্পষ্টভাবে পৃথক হয়ে গেছে।" *(সূরা আল-বাকারা, আয়াত : ২৫৬)*

এই আয়াতটি বিশ্বমানবতার ইতিহাসে ধর্মীয় স্বাধীনতা ও বিবেকের স্বাধীনতার সর্বশ্রেষ্ঠ সনদ। কোরআন মানুষকে যুক্তি, প্রজ্ঞা ও সুন্দর উপদেশের মাধ্যমে সত্যের পথে আহ্বান জানায়, বলপ্রয়োগের মাধ্যমে নয়। রাষ্ট্রপতি যখন বলেন যে, মহানবী (সা.)-এর সেই দৃষ্টান্তকে পাথেয় করেই আমরা এমন একটি বাংলাদেশ গড়ে তুলতে চাই, যেখানে ধর্মপ্রাণ মানুষ স্বাধীনভাবে ধর্ম পালন করবে, সব ধর্মের মানুষ নিরাপদ ও সম্মানজনক জীবনযাপন করবে এবং ন্যায়বিচার, সাম্য ও মানবিক মর্যাদা হবে রাষ্ট্র ও সমাজের ভিত্তি-তখন তা কোরআনের এই শাশ্বত বাণীরই প্রতিফলন ঘটায়। সংখ্যালঘু কিংবা সংখ্যাগুরু-বাংলাদেশের প্রতিটি নাগরিকের সমান অধিকার ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা কেবল সাংবিধানিক দায়বদ্ধতাই নয়, বরং এটি কোরআনেরও অলঙ্ঘনীয় নির্দেশ।

একটি ন্যায়ভিত্তিক সমাজ গঠনে অর্থনৈতিক সাম্য ও সামাজিক নিরাপত্তার প্রশ্নটিও ওতপ্রোতভাবে জড়িত। পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থার নির্মম প্রতিযোগিতায় আজ সম্পদ গুটিকয়েক মানুষের হাতে পুঞ্জীভূত হচ্ছে, আর সাধারণ মানুষ দারিদ্র্য ও বৈষম্যের যাঁতাকলে পিষ্ট হচ্ছে। কোরআনুল কারিম এমন এক অর্থনৈতিক ও সামাজিক কাঠামোর কথা বলে, যেখানে ধনীদের সম্পদে দরিদ্র ও বঞ্চিতদের সুনির্দিষ্ট অধিকার রয়েছে এবং রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক পর্যায়ে পারস্পরিক সহযোগিতা ও সংকাজের প্রসার ঘটানো হয়। পারস্পরিক সহযোগিতা ও ন্যায়নিষ্ঠার সীমারেখা নির্ধারণ করে দিয়ে মহান আল্লাহ বলেন-"ওয়া তাআওয়ানু আলাল বিরিই ওয়াত তাকওয়া ওয়ালা তাআওয়ানু আলাল ইসমি ওয়াল উদওয়ান।" অর্থাৎ : "সৎকর্ম ও খোদাভীতির কাজে তোমরা একে অপরকে সাহায্য করো এবং পাপ ও সীমালঙ্ঘনের কাজে একে অপরকে সাহায্য করো না।" *(সূরা আল-মায়িদাহ, আয়াত : ২)*

কোরআনের এই নির্দেশনাটি যদি আমাদের রাজনীতি, অর্থনীতি এবং সামাজিক কর্মকাণ্ডের মূলমন্ত্র হয়, তবে সমাজের চেহারা আমূল বদলে যেতে বাধ্য। আজ আমাদের সমাজে অনেক সময় দলীয় সংকীর্ণতা, গোষ্ঠীস্বার্থ কিংবা ব্যক্তিগত লাভের আশায় অন্যায় ও সীমালঙ্ঘনকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়। অপরাধীকে রক্ষা করার প্রবণতা এবং দুর্নীতিবাজদের সামাজিকভাবে বর্জন না করার সংস্কৃতিই সমাজকে ভেতর থেকে দুর্বল করে দেয়। কোরআন আমাদের শেখায়, সৎকাজ ও জনকল্যাণমূলক যেকোনো উদ্যোগে দল-মত নির্বিশেষে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে এবং যেকোনো অন্যায়, সন্ত্রাস, মাদক ও জুলুমের বিরুদ্ধে সম্মিলিত প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে।

আন্তর্জাতিক স্ত্রিরাত সম্মেলনের মতো আয়োজনগুলো কেবল ধর্মীয় আবেগকেই সৃষ্টি করে না, বরং তা মুসলিম উম্মাহর ঐক্য, ভ্রাতৃত্ববোধ এবং বৈশ্বিক শান্তির বার্তাও বহন করে। আন্তর্জাতিক স্ত্রিরাত সংস্থা বাংলাদেশের মহাসচিব শায়েখ সাদ সাইফুল্লাহ মাদানীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সম্মেলনে ধর্মবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী মোহাম্মদ শামীম কায়সার শিংকন এবং জাতীয় সংসদের হুইপ মিয়া নূর উদ্দিন আহমেদ অপুসহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতি প্রমাণ করে যে, বর্তমান রাষ্ট্রীয় নেতৃত্ব ধর্মীয় মূল্যবোধ ও নৈতিক শিক্ষার প্রসারে অত্যন্ত আন্তরিক। রাষ্ট্র ও আলেম সমাজের এই সম্মিলিত প্রয়াস যদি তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত বিস্তৃত করা যায়, তবে তা একটি সুস্থ, সুন্দর ও অপরাধমুক্ত সমাজ বিনির্মাণে যুগান্তকারী ভূমিকা রাখবে।

পরিশেষে বলা যায়, বর্তমান বিশ্বে যে অস্থিরতা, যুদ্ধবিগ্রহ, নৈতিক অবক্ষয় ও মানবিক বিপর্যয় চলছে, তার মূল কারণ হলো স্রষ্টার বিধান ও নৈতিক মূল্যবোধ থেকে মানুষের বিচ্যুতি। প্রযুক্তির উৎকর্ষ ও বস্তুগত সমৃদ্ধি মানুষকে স্বাচ্ছন্দ্য দিয়েছে ঠিকই, কিন্তু মানসিক প্রশান্তি ও সামাজিক নিরাপত্তা দিতে পারেনি। মানুষ আজ যান্ত্রিক সভ্যতার চাপে নিজের মানবিক সত্তাকেই হারিয়ে ফেলতে বসেছে। এই সংকটময় মুহূর্তে পবিত্র কোরআনুল কারিমের চিরন্তন শিক্ষাই পারে মানুষকে তার হারানো মর্যাদা ফিরিয়ে দিতে এবং একটি শোষণমুক্ত, বৈষম্যহীন ও ন্যায়ভিত্তিক বিশ্বসমাজ উপহার দিতে। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে রাষ্ট্রপতির আহ্বানকে সামনে রেখে আমাদের এখন প্রয়োজন কোরআনের শিক্ষাকে কেবল আনুষ্ঠানিকতায় সীমাবদ্ধ না রেখে ব্যক্তিগত চরিত্র গঠন, পারিবারিক শৃঙ্খলা, সামাজিক দায়বদ্ধতা এবং রাষ্ট্রীয় সুশাসনের প্রতিটি স্তরে বাস্তবায়ন করা। তবেই গড়ে উঠবে সেই কাঙ্ক্ষিত বাংলাদেশ, যেখানে ন্যায়বিচার, সাম্য ও মানবিক মর্যাদা হবে চিরস্থায়ী। মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদের সহায় হোন এবং সহিহ বুঝ নসিব করুন।

লেখক : সাংবাদিক, কলামিস্ট, রাজনৈতিক বিশ্লেষক ও সম্পাদক, আমার দিন

কনসুলেটে বিপ্লব ও সংহতি দিবস পালন

৩ পৃষ্ঠার পর

আহমেদ, কাজী আজম, জসিম উদ্দিন, মাহমুদুলহক চৌধুরী, নীরা রাব্বানী, শিল্পী রিজিয়া পারভীন প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে ৭ নভেম্বরকে বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদের দর্শন ও ধারাবাহিকতার উৎসবিন্দু হিসেবে অভিহিত করেন প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক উপদেষ্টা জহির উদ্দিন স্বপন। তিনি বলেন, ৭ নভেম্বর বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে জাতীয় ঐক্য, সংহতি ও বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদের বিকাশে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক। সিপাহি-জনতার ঐক্যবদ্ধ ভূমিকা শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের রাষ্ট্রনায়ক হিসেবে আবির্ভাবের পথ তৈরি করেছিল। শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান রাষ্ট্রনায়ক হতে চাননি। ৭ নভেম্বরের সিপাহী জনতার অভ্যুত্থানই তাকে সেখানে নিয়ে গিয়েছে। যেভাবে ৭ নভেম্বর বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদ প্রস্ফুটিত হয়েছে, ঠিক তেমনি দেশপ্রেমিক একজন নাগরিক রাজনীতিক ও রাষ্ট্রনায়কে পরিণত হয়েছেন। তিনিই বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদ ও রাজনীতির দর্শন ও কেন্দ্রবিন্দু ছিলেন। এ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করছিলেন কনসাল জেনারেল মোজাম্মেল হক পিটার। ৭ নভেম্বর সে সময়ে নানা বিরোধ ও সংকটের সমাধান দিয়েছে। জাতির আত্ম পরিচয়ের সংকটেরও সমাধান দিয়েছে এই দিনটি।

বক্তারা বলেন, ৩ নভেম্বর শহীদ জিয়াউর রহমান আটক ছিলেন। রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করেছিল খালেদ মোশাররফ ও মোশতাক হোসেন। কোনভাবেই জিয়াউর রহমান এর সাথে জড়িত ছিলেন না। অথচ পতিত ফ্যাসিস্ট সরকার ২২টি বছর জেলখানা হত্যাকান্ড নিয়ে অপপ্রচার চালিয়েছে।

অনুষ্ঠানে অন্যান্য বক্তারাও ৭ নভেম্বরের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ও জাতীয় জীবনে এর তাৎপর্য তুলে ধরেন। তাঁরা বলেন, এ দিবস জাতীয় ঐক্য, দেশপ্রেম ও সংহতির চেতনাকে ধারণ করে। স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব সমুন্নত রাখা, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা এবং জাতীয় স্বার্থে সম্মিলিতভাবে কাজ করার ক্ষেত্রে এ দিনের শিক্ষা গুরুত্বপূর্ণ।

আওয়ামী লীগ নিজেরাই নিজেদের কবর খুঁড়ছে

৫ পৃষ্ঠার পর

অনুশোচনা ছিল না। বরং ছিল প্রতিশোধের স্পৃহা।

এর মধ্যে পলাতক শেখ হাসিনা বাংলাদেশে ফেরার আল্টিমেটাম দিয়েছেন। এই আল্টিমেটামকে কেন্দ্র করেই দেশে আবার সহিংসতা শুরু হয়েছে। তার নেতা-কর্মীরা মনে করছেন, সহিংসতা চালিয়ে, আতঙ্ক তৈরি করে তারা আবার ক্ষমতায় ফিরতে পারবেন। কিন্তু ইতিহাস বলে, আতঙ্ক দিয়ে কখনো মানুষের মন জয় করা যায় না।

৪. গোপালগঞ্জ : বর্বরতার প্রতীক হয়ে উঠল

সবচেয়ে ভয়াবহ ঘটনা ঘটেছে গোপালগঞ্জে। শেখ হাসিনার নিজের জেলা বলে পরিচিত এই গোপালগঞ্জে চালানো হয়েছে বর্বরোচিত তান্ডব। অভিযোগ অনুযায়ী, সেখানে থানায় আগুন দেওয়া হয়েছে। পুলিশের অস্ত্র লুট করা হয়েছে। রাষ্ট্রের অস্ত্র লুট করা মানে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা। এটি কোনো সাধারণ রাজনৈতিক কর্মসূচি নয়, এটি সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড।

স্থানীয় সংসদ সদস্য এসএম জিলানীর বাড়ি ভাঙচুর শেষে আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে। আরও ভয়াবহ অভিযোগ হলো, তার পরিবারের নারী সদস্যদের লেহেঙ্গা পরে নৃত্য করেছেন শেখ হাসিনার কর্মীরা। এই ঘটনা যদি সত্য হয়, তাহলে এটি শুধু রাজনৈতিক সহিংসতা নয়, এটি চরম অমানবিকতা, নারীর প্রতি অবমাননা, একটি পরিবারকে নামাজিকভাবে ধ্বংস করে দেওয়ার চেষ্টা। গোপালগঞ্জের এই ঘটনা বাংলাদেশের মানুষকে স্তম্ভিত করে দিয়েছে। মানুষ প্রশ্ন করছে - এরা কীসের রাজনীতি করতে চায়? মানুষের বাড়ি পুড়িয়ে, থানা পুড়িয়ে, অস্ত্র লুট করে কীভাবে ক্ষমতায় ফেরা যায়?

৫. দেশজুড়ে ছড়িয়ে পড়া সহিংসতা

গোপালগঞ্জই শেষ নয়। পিরোজপুর, ফরিদপুর, নারায়ণগঞ্জ, গাজীপুরসহ বিভিন্ন জেলায় হামলা চালানো হচ্ছে। বিভিন্ন এলাকায় বাসে পেট্রোল বোমা মেরে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হচ্ছে। সাধারণ মানুষ, যারা বাসে করে কাজে যাচ্ছেন, স্কুলে যাচ্ছেন, তারাই এই আগুনের শিকার হচ্ছেন। ভাঙচুর চালানো হচ্ছে বিএনপির অফিসে। বিএনপি অফিস ভাঙা মানে শুধু একটি দলের অফিস ভাঙা নয়, এটি একটি বার্তা দেওয়া - আমরা এখনো আছি, আমরা ফিরছি। কিন্তু এই বার্তা মানুষের মনে ভয় নয়, ঘৃণা তৈরি করছে। পেট্রোল বোমার রাজনীতির বিরুদ্ধে বাংলাদেশের মানুষ। কারণ মানুষ জানে, যে দল বাসে আগুন দেয়, সে দল কখনো মানুষের দল হতে পারে না।

৬. লন্ডনে হামলা : দেশের বদনাম বিদেশে

দেশের গন্ডি পেরিয়ে এই সহিংসতা এখন বিদেশেও পৌঁছে গেছে। লন্ডনে জুলাই অভ্যুত্থানের নেতা ও সংসদ সদস্য নাহিদ ইসলামের ওপর হামলা চালিয়েছে আওয়ামী লীগের কর্মীরা। রমফোর্ড-চ্যাডওয়েল হিথ এলাকায় নাহিদ ইসলামের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের বাইরে সংঘর্ষ হয়। এতে অন্তত ১০ জন আহত হন। এই ঘটনা ব্রিটেনের রাজনীতিতেও আলোড়ন তুলেছে। ব্রিটিশ এমপি রুপার্ট লো বাংলাদেশিদের বহিষ্কারের দাবি তুলেছেন। আরেক এমপি অ্যান্ড্রু রোসিনডেল বলেছেন, ব্রিটেনের রাস্তায় এই ধরনের আচরণ একেবারেই গ্রহণযোগ্য নয়।

এখন প্রশ্ন হলো - দেশের ভেতরের রাজনৈতিক বিরোধ কেন বিদেশের মাটিতে নিয়ে যেতে হবে? প্রবাসী বাংলাদেশিরা সেখানে কষ্ট করে জীবনযাপন করেন, কাজ করেন, পরিবার চালান। তাদের নিরাপত্তা কেন হুমকির মুখে ফেলতে হবে? আওয়ামী লীগের এই কর্মকাণ্ডের কারণে আজ পুরো বাংলাদেশি কমিউনিটি ব্রিটেনে প্রশ্নের মুখে পড়ছে।

আওয়ামী লীগের নেতারা বুঝতে পারছেন না, তারা নিজেরাই প্রবাসী বাংলাদেশিদের বিপদে ফেলছেন। তারা নিজেরাই নিজেদের কবর খুঁড়ছেন।

৭. বর্তমান সরকারের সামনে কঠিন পরীক্ষা

এমন চলতে থাকলে বর্তমান সরকারও কঠোর অবস্থানে যাবে। সরকারের দায়িত্ব হলো জনগণের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। থানায় আগুন, অস্ত্র লুট, বাসে পেট্রোল বোমা - এগুলোকে কোনো সরকারই রাজনৈতিক কর্মসূচি হিসেবে মেনে নিতে পারে না। সরকার যদি এখন কঠোর না হয়, তাহলে সাধারণ মানুষের মধ্যে আস্থা কমে যাবে। মানুষ বলবে, সরকার দুর্বল। আর সরকার যদি কঠোর হয়, তাহলে আওয়ামী লীগ বলবে, আমাদের ওপর নির্যাতন হচ্ছে। এই দুইয়ের মাঝখানে সরকারকে ভারসাম্য রাখতে হবে। কিন্তু একটি কথা পরিষ্কার - সহিংসতাকারীদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া ছাড়া আর কোনো উপায় নেই।

৮. বিএনপির ভেতরে অসন্তোষ ও ঐক্যের প্রশ্ন

এই পুরো পরিস্থিতিতে বিএনপির ভেতরেও অসন্তোষ বিরাজ করছে। তৃণমূলের ত্যাগী নেতা-কর্মীরা বঞ্চিত হচ্ছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। যারা দীর্ঘ ১৬ বছর ধরে মামলা, হামলা, জেল-জুলুম সহ্য করে আন্দোলনে ছিলেন, তারা এখন মনে করছেন, তাদের মূল্যায়ন হচ্ছে না।

অন্যদিকে যারা আন্দোলনের সময় আড়ালে ছিলেন, তারাই এখন সুবিধা ভোগ করছেন - এমন অভিযোগও উঠছে। এ নিয়ে এক ধরনের ক্ষোভ আছে, এটা অস্বীকার করার উপায় নেই।

কিন্তু ইতিহাস বলে, বিএনপি যখনই সংকটে পড়েছে, তখনই ঐক্যবদ্ধ হয়েছে। দলের স্বার্থে, দেশের স্বার্থে তৃণমূল নেতা-কর্মীরা শেষ পর্যন্ত ঐক্যবদ্ধ হবেন বলেই আশা করা যায়। কারণ তারা জানেন, বিভক্ত হলে লাভ হবে সেই পরাজিত শক্তির, যারা আবার আগুনের রাজনীতি ফিরিয়ে আনতে চায়।

বিএনপির নেতৃত্বের উচিত হবে এই ক্ষোভকে গুরুত্ব দিয়ে দেখা। ত্যাগী নেতা-কর্মীদের মূল্যায়ন করা। তাদেরকে সামনে আনা। কারণ ত্যাগীরাই দলের আসল শক্তি।

৯. ইতিহাস কাউকে ক্ষমা করে না

আওয়ামী লীগের উচিত ছিল পতনের পর আত্মসমালোচনা করা। মানুষের কাছে ক্ষমা চাওয়া। যারা হত্যাযজ্ঞ চালিয়েছে, তাদের বিচারের মুখোমুখি করা। কিন্তু তারা সেই পথে হাঁটেনি। তারা হাঁটছে প্রতিশোধের পথে, আগুনের পথে, সহিংসতার পথে। গোপালগঞ্জে থানা পোড়ানো, অস্ত্র লুট, এমপির বাড়ি পোড়ানো, নারীদের অপমান, বাসে পেট্রোল বোমা, লন্ডনে হামলা - এসব দিয়ে কোনো দল ফিরতে পারে না। এসব দিয়ে শুধু নিজের কবরই খোঁড়া যায়। বাংলাদেশের মানুষ এখন অনেক সচেতন। তারা আর আগুনের রাজনীতি চায় না। তারা চায় শান্তি, নিরাপত্তা, ভোটের অধিকার, কর্মসংস্থান। যে দল এই চাওয়া বুঝবে না, সে দল ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে নিক্ষিপ্ত হবে। আওয়ামী লীগ আজ সেই পথেই হাঁটছে। তারা নিজেরাই নিজেদের কবর খুঁড়ছে।

১০. সরকারের ভেতর থেকে অতিকথন : বাড়ছে দূরত্ব

এই সংকটের মধ্যেই আরেকটি বিপজ্জনক প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। সরকারের ভেতরে থাকা কেশ কিছু লোকজন বিরোধী দলের বিরুদ্ধে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে কথা বলছেন। বিএনপি, জামায়াত, এনসিপি - যারা জুলাই অভ্যুত্থানের শরিক শক্তি, তাদেরকে নিয়ে অহেতুক কটাক্ষ করা হচ্ছে। ফলে যা হওয়ার তাই হচ্ছে। বিএনপির সাথে জামায়াত ও এনসিপির দূরত্ব তৈরি হয়েছে। অথচ জুলাই অভ্যুত্থান সফল হয়েছিল এই ঐক্যের

LAW OFFICE OF ALBERT GHUNNEY
ATTORNEY AT LAW

ACCIDENT / IMMIGRATION / DIVORCE

ইমিগ্রেশনঃ ফ্যামিলি পিটিশন, গ্রীনকার্ড, সিটিজেনশীপ, এসাইলাম ও ওয়ার্ক পারমিট রিনিউ।
ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট, কাস্টডি, এলিমনি। ইনকর্পোরেশন এন্ড বিজনেস ট্যাক্স

বাংলাদেশ থেকে **B1/B2/F1/M1/J1** ভিসা প্রসেস

সহযোগিতার জন্য যোগাযোগ করুনঃ

ইমিগ্রেশন সার্ভিসে ১২ বছরের অভিজ্ঞ নিউইয়র্ক স্টেট লাইসেন্সড ল'ইয়ার

MURAD HOSSAIN MSS, LLB (DU), LLM USA, DTL UK

347-891-8958, h_m_murad@yahoo.com
37-22 73rd Street, (1F), Jackson Heights, NY 11372

'মরলে নেত্রীর সাথেই মরবো'

১ পৃষ্ঠার পর

আমি নিউইয়র্ক থেকে সরাসরি ঢাকায় যাবার প্রস্তুতি নিচ্ছি। সময় বেশি নেই। আমাদের কি করণীয় তা নিয়ে নেত্রীর সাথে প্রতিনিয়ত কথা হচ্ছে। দিনেদুরেই আবার আমাদের বিজয় আসবে। আমি শেখ কামালের বন্ধু। একজন মুক্তিযোদ্ধা। দেশের প্রয়োজনে আবার একটি যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছি বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্বে। এদিকে যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের ১৫ জন নেতা এ মাসেই দিল্লি গিয়ে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাথে সাক্ষাৎ করেছেন। এ দলের নেতৃত্ব দিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের সভাপতি ড. সিদ্দিকুর রহমান ও সাধারন সম্পাদক আব্দুল নাঈদ আজাদ। দলে আরও ছিলেন রয়েছেন আওয়ামী লীগ নেত্রী শাহানা রহমান, মহানগর আওয়ামী লীগের সাধারন সম্পাদক ইবাদ চৌধুরী, যুবলীগ নেতা মিজানুর রহমান চৌধুরী, শওকত হোসেন চঞ্চল, লিটন সরকার ,পান্না, যুক্তরাষ্ট্র আ.লীগের যুগ্ম সাধারন সম্পাদক রোনেল মিয়া ও ছাত্রলীগের সাধারন সম্পাদক রিদয় মিয়া। আওয়ামী লীগের এ দলটি ১৬ নভেম্বর নিউইয়র্কে ফিরে এসেছে। নিউইয়র্কের একাধিক ট্রাভেল এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করলে তারা বলেন, এখন পর্যন্ত আওয়ামী লীগের উল্লেখযোগ্য কোন নেতা টিকেট কাটেননি। তবে তারা অনলাইনে টিকেট কেটে থাকলে তো আমরা জানবো না। । আওয়ামী লীগের একাধিক নেতা আজকালকে বলেন, টিকেট কাটাতো ২ মিনিটের ব্যাপার। সজনেত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশে যাবার তারিখ ঘোষণা করার সাথে সাথে টিকেট কাটবো। বাংলাদেশের পথে রওনা হবো।

জ্যামাইকায় বাংলাদেশী আমেরিকান অভিজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞ ডাক্তার দ্বারা পরিচালিত মেডিকেল ও ডেন্টাল অফিস



মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

এখানে ল্যাব, সনোগ্রাম, ইকেজি, ফ্লু, হজ্ব ভ্যাকসিন দেয়া হয়।

Cell: 718-864-8882

আমরা প্রায় সব ধরনের ইন্সিওরেন্স গ্রহণ করি।

Dr. Mohammad M. Rahman, MD
Attending Physician, NYU School of Medicine

Board Certified in Internal Medicine, Geriatrics, Hospice & Palliative Care Medicine

Astoria Office
30-04 36th Avenue
LIC, NY 11106
Tel: 718-383-4500
www.drmrahman.com

718-526-0700

অভিজ্ঞ ডেন্টিষ্ট

Digital Xray সহ সর্বাধুনিক প্রযুক্তিতে অত্যন্ত যত্নসহকারে শিশু, বয়োজেষ্ঠ সহ সবার দাঁতের সকল প্রকার চিকিৎসা করা হয়।



We Do Implant



Dr. Siddiqur Rahman D.D.S.

We accept Medicaid, Metro Plus, Health Plus, Wellcare, Fidelis, Health First, United Health Care, Affinity & Other PVT. INS.

Dental Office

Jamaica Office
170-12, Highland Ave,
Jamaica NY 11432
Tel: 718-526-0700

Mon-Tue-Thu-Fri (2Pm to 7 Pm)
Wednesday (12 Pm to 5 Pm)
Saturday (12pm to 5 Pm)

MEDICAL & DENTAL OFFICE
170-12, HIGHLAND AVE, JAMAICA, NY 11432

কনস্ট্রাকশন / রেনোভেশন



Free Estimate

নতুন কিচেন / রিনোভেশন • বাথরুম ইনস্টলেশন/ রিপেয়ার
কার্পেটিং / ফ্লোরিং / ওয়াল • টাইলস, প্লাম্বিং ও ইলেক্ট্রিক সহ
যে কোন কনস্ট্রাকশন কাজের জন্য যোগাযোগ করুন।

বাংলা কনস্ট্রাকশন ইনক
73-05 37th Road, Jackson Heights, NY 11372
Email:bmz01x@gmail.com
Phone: 646-996-7171

HOPE & CHERISH
—HOME CARE—



HOME CARE







PCA, HHA, OPWDD & PEDIATRIC SERVICE

COUNTIES SERVED

BRONX • BROOKLYN • MANHATTAN
STATEN ISLAND • QUEENS • NASSAU

WE ARE PROVIDING **PCA/HHA** CERTIFICATION,
TRAINING, AND RECRUITMENT

Please Contact

718-252-3590

CELL: 646-591-8396 | TEXT: 646-591-8396
EMAIL: SHAH@HOPENCHERISH.COM
WWW.HOPENCHERISH.COM

3345 NEPTUNE AVE, BROOKLYN, NY 11224

BISMILLAH

Halal Live Poultry, Meat, Fish & Groceries

* আমাদের অসংখ্য ক্রেতা ও শুভাকাঙ্খীদের চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে "বিসমিল্লাহ হালাল লাইভ পোল্ট্রি" তে এখন পাওয়া যাচ্ছে লাইভ , ফ্রেশ ও স্বাস্থ্য-সম্মত গোট (খাসি) এবং ভেড়া ।
* সরবরাহকৃত অসংখ্য তাজা গোট/ভেড়া আমাদের স্টোর থেকেই আপনার পছন্দেরটি বেছে নিন।
* আরও রয়েছে **Rooster Chicken** (রাতা মোরগ), রেড চিকেন, বেবী চিকেন, কবুতর, কোয়েল পাখী, বালী হাসঁ ।

NOW AVAILABLE LIVE GOAT



WE ACCEPT ALL MAJOR CREDIT CARDS

MasterCard VISA AMERICAN EXPRESS DISCOVER

HALAL MONITORING SERVICES ™ حلال HMS CERTIFIED HAND ZABIHA

SBNY Shariah Board New York

Scan Here to Shop & Get Free Delivery

We Accept EBT

+1 646-604-2613 (call/text)

3715 55th St, Woodside, NY 11377

Web: bismillahhalalnyc.com

GOLDEN AGE HOME CARE

GOLDEN A
HOME CA

PCA HOME CARE সেবা
আমাদের স

আমরা শীর্ষস্থানীয় **PCA HOME CARE** সেবা
আমরা **HHA/PCA** সার্টিফিকেট প্রদান করে,
সার্ভিস -এ এনরোল করে নেব এবং সব সধরে

Please Contact

Shah Nawaz MBA
President & CEO
GOLDEN AGE HOME CARE INC.

Tel: 718-775-
Cell: 646-591-83
Email: shah@gol

আমাদের নিজস্ব **PCA ও HHA** ট্রেনি

JACKSON HTS OFFICE
71-24 35th Avenue
Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-775-7852, Fax: 917-396-4115

BRONX OFFICE
3789 East Tremont Ave
Bronx, NY 10465
Ph: 347-449-5983, Fax: 347-275-9834

HILLSIDE AVE. O
170-18A Hillside
Jamaica, NY 11
Ph: 718-530-1
Fax: 917-396-4

Email: info@goldenagehomecare.c

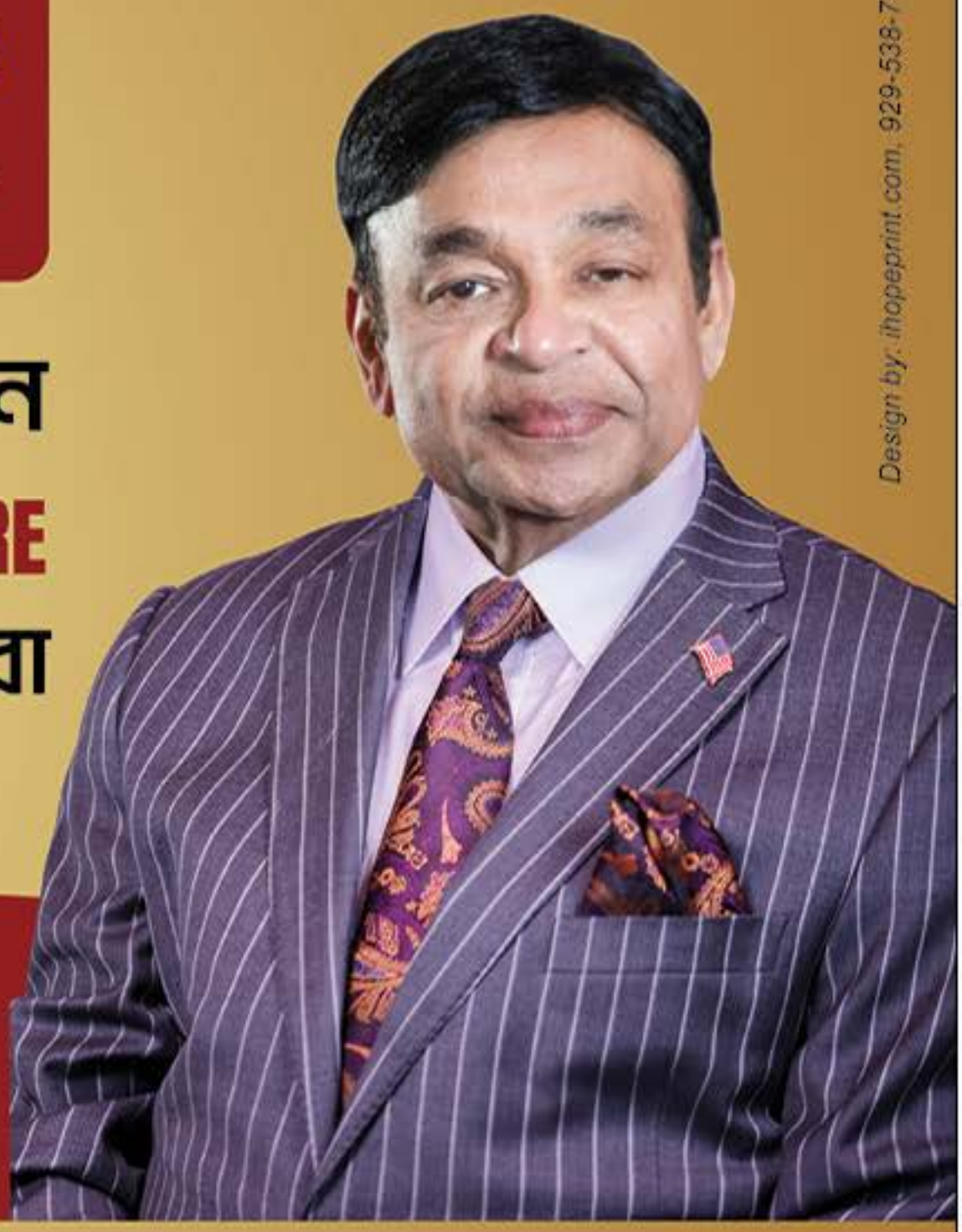
AGE
ARE

HHA/PCA SERVICE

SKILLED NURSING

নিতে চান?
াথে যোগাযোগ করুন

প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান
আপনাকে HOME CARE
নর সেবা প্রদান করবো



Design by: ihopeprint.com, 929-538-7903

7852
96 Text: 646-591-8396
denagehomecare.com

২ স্কুল আছে

FFICE
e Ave
432
820
4115

BROOKLYN OFFICE
516 McDonald Ave
Brooklyn, NY 11218
Ph: 718-540-8870
Fax: 917-396-4115

We Hire And Train HHA/PCA
Certificate Holder AIDES

আমরা HHA/PCA সার্টিফিকেট সহ
এইডস প্রশিক্ষণ ও নিয়োগ দিচ্ছি

om | www.goldenagehomecare.com

Empire Care Agency

LHCSA Licensed Home Health Care

PCA / HHA SERVICE



WHY CHOOSE US?

We Pay The Highest Rate

Our Experienced Nurse Will Advocate for your more Hours

হোম কেয়ার সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন

আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট দিয়ে থাকি



OUR SERVICES

- Skilled Nursing
- Home Health Aides
- Medicaiton Remindrs
- Meal Preparation
- Personal Care
- Light Housekeeping

$23 Per Hour Giver to PCA & HHA Care Giver

WE SPEAK BANGLA, HINDI, URDU, PUNJABI, SPANISH

NURUL AZIM
CEO
516-451-3748

119-40 Metropolitan Ave
Suite 101C, Kew Gardens
NY 11415

516-900-7860
Fax: 212-381-0649
Empirehcam@gmail.com



ঈদ উপলক্ষে 10% DISCOUNT

DUO NEST
REAL ESTATE TUTORING CENTER

নিউ ইয়র্কে আপনার রিয়েল এস্টেট ক্যারিয়ার শুরু করুন

কোন অভিজ্ঞতার প্রয়োজন নেই!

DUO NEST REAL ESTATE TUTORING- এ, আমরা আপনার লাইসেন্স পাওয়ার প্রক্রিয়া সহজ এবং ঝামেলামুক্ত করে তুলি

কেন রিয়েল এস্টেট লাইসেন্স নেবেন?

দ্রুত একটি নির্ভরযোগ্য আয় উপার্জন করুন।
নিউ ইয়র্কের ক্রমবর্ধমান রিয়েল এস্টেট বাজারে একটি সম্মানিত ক্যারিয়ার তৈরি করুন।
স্বাধীনভাবে বা নেতৃস্থানীয় রিয়েল এস্টেট সংস্থাগুলির সাথে কাজ করুন।
ধাপে ধাপে আর্থিক প্রবৃদ্ধি অর্জন করুন।
আপনার সাফল্যের মাধ্যমে আপনার পরিবারকে গর্বিত করুন।

শক্তিশালী ইংরেজি দক্ষতা নেই? কাজের অভিজ্ঞতা নেই?
কোন চিন্তা নেই আমরা আপনাকে প্রতিটি ধাপে গাইড করার জন্য এখানে আছি।

আমাদের সুযোগ ও সুবিধা

- এককালীন পেমেন্ট, কোন এক্সট্রা ফি নেই।
- আপনি পাশ করে লাইসেন্স পাওয়া না পর্যন্ত অগণিত ক্লাস।
- দ্রুত শেখার জন্য ব্যক্তিগত ১-অন-১ কোচিং
- পরীক্ষায় আত্মবিশ্বাস বাড়াতে প্র্যাকটিস এক্সাম
- সময় অনুযায়ী অনলাইন বা সরাসরি ক্লাস আপনার সুবিধামতো সময়ে
- পরিষ্কার, সহজবোধ্য ইংরেজি ব্যাখ্যা
- রিয়েল এস্টেট সম্পর্কিত শব্দ ও নিয়মাবলী সহজ বাংলায় ব্যাখ্যা

Design by: ihopeprint.com, 929-538-7903

CALL US TODAY TO START YOUR REAL ESTATE CAREER
929-414-7746
929-608-6206
646-508-2434

duonest03@gmail.com
169-24 Hillside Ave, FL 2
Jamaica, NY 11432
www.duonest.us

Rtv

আজ ও আগামীর

"Quran for a Beautiful Life"

Under this title, Following the remarkable success of Seasons 1, 2 and 3, the holy Quran Telawat competition RTV Alokito Quran USA is returns with Season 4 for people living in North America.

GOLDEN AGE HOME CARE | সাপ্তাহিক আজকাল

PRESENTS

Rtv

Alokito Quran USA SEASON 4

POWERED BY utshob.com



Get Registration before

5th December, 2026

Registration Process:

Record a 2 to 3 minute video of your recitation from the Holy Quran on your mobile and send it along with your name, mobile number, and address via any of the following media.

WhatsApp: +880 1933 000 066, +880 1552 322 040 E-Mail: rtvalokitoquranusa@gmail.com Call : 917 743 2917

$5000 1st Prize | $2000 2nd Prize | $1000 3rd Prize & MANY MORE

All participants selected in the preliminary round & audition rounds will receive a crest or Medal as a Special Gift from Alokito Quran USA in recognition of their achievement & participation.

GOLD SPONSOR

GFB GROUP OF INDUSTRIES | Moin Choudhury Attorney at Law

SUPPORTED BY

Hasanuzzaman Malik Attorney at Law | B R Perfume & Cologne | Faisal Ahamed | Giash Ahmed | Khabir's Touch | GoRascal Faheem & Syed Team | Fauma | Bismillah | Makit Realty | The New Home Care

FOOD PARTNER

বাবুর্চি Restaurant

TRAVELS PARTNER

Global Tours & Travel

Only On Rtv | Organize By: প্রিয়ন্তী

ইউএনডিপি'র সহযোগিতা চাইলেন জহির উদ্দিন স্বপন

৩ পৃষ্ঠার পর

সদরদপ্তরে ইউএনডিপির এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের আঞ্চলিক পরিচালক ও সহকারী মহাসচিব কান্নি উইগ্ন্যারাজা এবং ইউএনএফপিএর নির্বাহী পরিচালক দিয়েন কেইতের পক্ষে সংস্থাটির কর্মসূচি বিভাগের উপপরিচালক নোয়েলাতুয়া বায়ারার সঙ্গে পৃথক বৈঠকে তিনি এ সহযোগিতা কামনা করেন। বৈঠকে জাতিসংঘে বাংলাদেশের চার্জ দ্য অ্যাফেয়ার্স রাষ্ট্রদূত নাজিতা হকসহ জাতিসংঘের উভয় সংস্থা ও বাংলাদেশ স্থায়ী মিশনের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

ইউএনডিপির আঞ্চলিক পরিচালক কান্নি উইগ্ন্যারাজার সঙ্গে বৈঠকে জহির উদ্দিন স্বপন বাংলাদেশের এলডিসি উত্তরণ-পরবর্তী চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা এবং স্মুথ ট্রানজিশন স্ট্র্যাটেজি (এসটিএস) বাস্তবায়নে কারিগরি সহায়তার প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেন। এ সময় তিনি প্রতিষ্ঠানিকসক্ষমতা বৃদ্ধি, ব্যবসা-বাণিজ্যের পরিবেশ উন্নয়ন, বিদেশি বিনিয়োগ আকৃষ্ট করা এবং রপ্তানি পণ্যের বহুমুখীকরণের ওপর গুরুত্বারোপ করেন। কান্নি উইগ্ন্যারাজা এসব ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করা এবং প্রতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি, বাণিজ্যিক আইন আধুনিকায়নএবং বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টিতে সহযোগিতার আশ্বাস দেন।

ইউএনএফপিএর উপপরিচালক নোয়েলাতুয়া বায়ারার সঙ্গে বৈঠকে উপদেষ্টা জননংখ্যা গবেষণা, নির্ভরযোগ্য জননংখ্যা উপাত্ত সংগ্রহ এবং তথ্য-প্রমাণভিত্তিক নীতিনির্ধারণে সংস্থাটির আরও সহযোগিতা কামনা করেন। জবাবে উপ-পরিচালকবায়ারা মাতৃ ও প্রজননস্বাস্থ্যসেবা, ধাত্রীসেবা সম্প্রসারণ, নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ এবং রোহিঙ্গা নারীসহ ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর সহায়তায় ইউএনএফপিএর চলমান কার্যক্রম তুলে ধরেন। একই সঙ্গে তিনি বাংলাদেশের সঙ্গে ভবিষ্যতে আরও ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করা এবং সহযোগিতা সম্প্রসারণের বিষয়ে সংস্থাটির অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেন।

প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক উপদেষ্টা বাংলাদেশের সংসদীয় কমিটির সদস্যদের সরকারের কার্যক্রমের ওপর কার্যকর জবাবদিহি নিশ্চিত করার সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে উভয় সংস্থার চলমানকর্মসূচিগুলোকে আরও সময়োপযোগীকরার বিষয়ে পরামর্শমূলক প্রস্তাব দেন। উভয় সংস্থার প্রতিনিধিরা তাঁর এ প্রস্তাবকে স্বাগত জানান এবং এ লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণে ও সহযোগিতা সম্প্রসারণে আগ্রহ প্রকাশ করেন।

বিশ্বের যেকোন দেশে ভ্রমণের জন্য
একমাত্র আমরাই দিচ্ছি সর্বনিম্ন মূল্যের নিশ্চয়তা।

আমরা ওমরার প্যাকেজ করে থাকি

আমাদের প্যাকেজ বিবরণ

- ওমরা ভিসা
- এয়ার টিকেট
- ১ দিন মক্কায় ট্যুর
- ১ দিন মদিনা ট্যুর
- মক্কা থেকে মদিনা গাড়িতে
- এয়ারপোর্ট থেকে হোটেল (4 Star Hotel with Breakfast.)
- মদিনার হোটেল থেকে এয়ারপোর্ট ড্রপ অফ (একজন বাংলাদেশী মোয়াল্লেম মক্কা ও মদিনা)

* হজের পর পরই ওমরাহ পুরোদমে শুরু হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ
* শুধুমাত্র গ্রুপ প্যাকেজের জন্য প্রযোজ্য।



NAFS TRAVEL INC.
SANU SHEAK (SANA)
Cell: 347-537-7657
Email: nafstravel@gmail.com
www.nafstravel.com
NAFS TRAVEL
37-59 74th Street, Jackson Heights, NY 11372
(Inside Mollika electronics next to CITI Bank)

মওলানা ভাষানী : নদী ও মানুষের মুক্তির রাজনীতি

১০ পৃষ্ঠার পর

বাংলাদেশের প্রাপ্য নিশ্চিত হয়নি। কিন্তু চুক্তি না থাকলে পরিস্থিতি আরও অনিশ্চিত হয়ে উঠবে। অথচ বর্তমান সরকারের পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি ও তৎপরতা দৃশ্যমান নয়। আগের সরকারগুলোর ব্যর্থতার ধারাবাহিকতা থেকে বেরিয়ে আসার কোনো লক্ষণও এখন পর্যন্ত স্পষ্ট নয়।

এক্ষেত্রে বাংলাদেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ করণীয় হলো, জাতিসংঘের ১৯৯৭ সালের আন্তর্জাতিক পানিপ্রবাহ কনভেনশনে স্বাক্ষর ও অনুসমর্থন করা। আগের সরকারগুলো ভারতের স্বার্থকে না করার অজুহাতে এই কনভেনশনে স্বাক্ষর করেনি। অন্তর্বর্তী সরকারও তা করেনি। বর্তমান সরকারের উচিত দ্রুত এই কনভেনশনে যুক্ত হওয়া। আন্তর্জাতিক আইন ও বিধিমালার আওতায় অভিন্ন নদীর পানিপ্রবাহ, ন্যায্য ব্যবহার এবং উজান-ভাটির রাষ্ট্রগুলোর দায়িত্বের প্রশ্নকে প্রতিষ্ঠিত করা বাংলাদেশের স্বার্থেই জরুরি। পাশাপাশি গঙ্গা চুক্তির নবায়নের জন্য এমন প্রস্তুতি নিতে হবে, যাতে বাংলাদেশের ন্যায্য হিস্যা এবং দীর্ঘদিনের ক্ষতির প্রশ্নগুলো গুরুত্ব পায়।

এখানে রাজনৈতিক নীরবতার বিষয়টিও লক্ষণীয়। বিএনপি, জামায়াতসহ বৃহত্তর ডানপন্থী রাজনৈতিক মহলে গঙ্গা চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়া নিয়ে উল্লেখযোগ্য উদ্বেগ বা রাজনৈতিক তৎপরতা দেখা যাচ্ছে না। অথচ আন্তরাষ্ট্রীয় আধিপত্য ও জাতীয় স্বার্থসংশ্লিষ্টতার প্রশ্নে তাদের সোচ্চার হওয়ার নজির আছে। এর কারণ বুঝতে হলে রাজনীতির শ্রেণিগত চরিত্র দেখতে হবে। এই রাজনীতি আসলে পুঁজিপন্থী রাজনীতি। দেশের মুষ্টিমেয় গোষ্ঠী এবং আন্তর্জাতিক পুঁজির স্বার্থকেই তারা নিজেদের স্বার্থ বলে বিবেচনা করে। তাই চট্টগ্রাম বন্দর নিয়ে চুক্তি, যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তি, সুন্দরবনে এলএনজি টার্মিনাল, জাহাজভাঙা শিল্প কিংবা ফুলবাড়ীর কয়লাভিত্তিক প্রকল্পের প্রশ্নে তাদের মধ্যে একধরনের ঐকমত্য দেখা যায়। আগের সরকারের অসমাপ্ত কাজ অন্তর্বর্তী সরকার এবং বর্তমান সরকারও এগিয়ে নিচ্ছে।

এই উন্নয়ন দর্শনে মানুষ নেই, প্রকৃতি নেই, নদী নেই, পানি নেই। আছে মুনাফা। কোনো অঞ্চলের দিকে তাকালে সেখানে বসবাসকারী মানুষ, তাদের জীবন, পরিবেশ কিংবা জীববৈচিত্র্য তাদের চোখে পড়ে না; চোখে পড়ে শুধু সম্ভাব্য অর্থনৈতিক মুনাফা। আমানীর রাজনীতি ছিল ঠিক এর বিপরীত।

আমানীর মৃত্যুবার্ষিকীতে তার প্রতি শ্রদ্ধা জানানো সহজ। বিএনপি সরকারও তাকে সালাম জানায়। কিন্তু তার দর্শনের বিপরীত উন্নয়ননীতি অনুসরণ করে সে শ্রদ্ধা অর্থহীন হয়ে যায়। তাকে স্মরণ করার প্রকৃত অর্থ হলো তার অন্যায়বিরোধী অবস্থান, সাম্রাজ্যবাদবিরোধিতা এবং মানুষ ও প্রকৃতির অভিন্ন স্বার্থের রাজনীতিকে ধারণ করা।

ফারাক্কা লং মার্চ ছিল জনগণের অংশগ্রহণে অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন। এর পেছনে বামপন্থী রাজনৈতিক শক্তির গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ ও সংগঠক ভূমিকা ছিল। কিন্তু আজ বামপন্থী রাজনীতি নানা বিভক্তি ও দুর্বলতার মধ্যে পড়েছে। একসময় যারা বামপন্থী আন্দোলনে যুক্ত ছিলেন, তাদের অনেকে পরবর্তী সময়ে ডানপন্থী রাজনীতিতে যুক্ত হয়েছেন। ফলে আমানীর লং মার্চের যে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দর্শন, তার ধারাবাহিকতা রক্ষার শক্তিও দুর্বল হয়েছে।

আজ লং মার্চ শব্দটিরও নানা ব্যবহার ও বিকৃতি দেখা যাচ্ছে। কেউ কেউ গাড়িবহর নিয়ে ঘুরে এলে তাকে লং মার্চ বলছেন। অথচ আমানীর লং মার্চের শক্তি ছিল জনগণের অংশগ্রহণ, তাদের অধিকার এবং সংগঠিত প্রতিবাদ। যারা জাতীয় স্বার্থবিরোধী বিভিন্ন চুক্তির প্রশ্নে নীরব থাকেন, অথচ লং মার্চের নামে কর্মসূচি করেন, তাদের এ ব্যবহার আসলে লং মার্চের ঐতিহাসিক তাৎপর্যকেই বিকৃত করে।

আমানীকে স্মরণ করার এই সময়ে তাই আমাদের সামনে মূল প্রশ্ন হওয়া উচিত, তার রাজনীতির কোন ধারাটি আমরা এগিয়ে নিতে চাই। গঙ্গার পানিবণ্টন চুক্তির নবায়ন, নদী ও প্রকৃতি রক্ষা, জাতীয় স্বার্থ এবং মানুষের জীবন-জীবিকার প্রশ্নে জনসম্পৃক্ত আন্দোলন গড়ে তোলা জরুরি। এর দায়িত্ব সেই জনগোষ্ঠী ও রাজনৈতিক শক্তির, যারা আমানীর দর্শন ধারণ করে। আমানীর ছবি ব্যবহার করা আর তার রাজনীতি ধারণ করা এক বিষয় নয়। তার প্রতি প্রকৃত শ্রদ্ধা জানাতে হলে তার সংগ্রামের দর্শন ও অবস্থানের সঙ্গে নিজেদের যুক্ত করতে হবে।

লেখক : অর্থনীতিবিদ, লেখক

বাংলাদেশে ব্যাংকগুলো দেউলিয়ার দ্বারপ্রান্তে

৩ পৃষ্ঠার পর

সন্তানদের বিয়ে কিংবা মা-বাবার দাফন-কাফনের জন্য যে অর্থ তারা জমিয়ে রেখেছিলেন, তা তুলতে পারছেন না।

এ পরিস্থিতি বিশ্বের অষ্টম জনবহুল দেশ বাংলাদেশের 'বাংলাদেশ প্যারাডক্স' বা 'বাংলাদেশের বৈপরীত্য'-এর একটি নেতিবাচক পরিণতির আশঙ্কা তৈরি করেছে। ১৮ কোটি মানুষের এই দেশে অর্থনৈতিক সাফল্য ছিল চমৎকার, অথচ রাজনৈতিক পরিস্থিতি ছিল অস্বাভাবিক। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতার সময় যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা দেশটিকে 'বাস্কেট কেস' বা চরম দুর্দশাগ্রস্ত দেশ হিসেবে বর্ণনা করেছিলেন। দারিদ্র, বন্যাপ্রবণ এবং শরণার্থী ছাড়া বিশ্বের অন্য কোথাও রপ্তানি করার মতো তেমন কিছু নেই- এমন একটি দেশ ছিল বাংলাদেশ। অথচ সেদেশটি উন্নয়নের ক্ষেত্রে বিস্ময়কর সাফল্যের গল্প হয়ে ওঠে। দ্রুত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন করে, দারিদ্র্য কমায় এবং জনস্বাস্থ্যের দুরবস্থা ও শিক্ষার নিম্নমানের মতো সমস্যার উন্নতি ঘটায়। দুর্বল শাসনব্যবস্থা ও প্রতিষ্ঠান থাকা সত্ত্বেও বাংলাদেশ এসব অর্জন করেছিল। দেশটি ত্রুটিপূর্ণ গণতন্ত্র ও নাগরিক অভ্যুত্থানের মধ্যে বারবার দোদুল্যমান থেকেছে।

নবনির্বাচিত সরকার নিজেদের কর্তৃত্ব সুসংহত করতে নিরলস কাজ করছে। শেখ হাসিনার আওয়ামী লীগের ঐতিহ্যিক প্রতিদ্বন্দ্বী বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) ফেব্রুয়ারির নির্বাচনের পর একটি টেকনোক্র্যাট অন্তর্বর্তী সরকারের ছত্রাচ্ছায়ায় ক্ষমতায় ফিরে এসেছে। এখন ব্যাংকিং খাতের সংকট এবং বাংলাদেশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও সফল রপ্তানি শিল্প তৈরি পোশাক খাতে ধর্মঘট- দুই দিক থেকেই অর্থনৈতিক চাপের মুখে পড়েছে বিএনপি সরকার। একই সঙ্গে আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখতেও হিমশিম খাচ্ছে তারা। শেখ হাসিনা ডিসেম্বরে দেশে ফেরার পরিকল্পনা করছেন বলে জানানোর পর রাজধানীতে শক্তাধিক হ্যাতে তৈরি বোমার বিস্ফোরণ ঘটেছে। সরকারের দাবি, এসব ঘটনার পেছনে আওয়ামী লীগ রয়েছে। শেখ হাসিনা সম্প্রতি 'ব্ল্যাক' করছেন বা ফাঁকা হুমকি দিচ্ছেন। রক্তক্ষয়ী দমনপীড়নে ভূমিকার জন্য তার অনুপস্থিতিতে তাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়েছে। তবে তিনি সত্যিই দেশে ফিরলে নতুন সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হতে পারেন।

বাংলাদেশের অর্থনীতি ও দেশটির উদ্ভূত রাজনীতির সংযোগস্থল হচ্ছে ব্যাংক। অন্তর্বর্তী সরকারের জন্য শেখ হাসিনার শাসনামলে লুটপাট নিয়ে একটি প্রতিবেদন লিখেছিলেন সুপরিচিত অর্থনীতিবিদ ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য। তিনি বলেন, 'ব্যাংক লুটপাটের মাধ্যমে অর্থ আত্মসাতের যে উত্তরাধিকার আমরা পেয়েছি, সেটিই এখন আমাদের মোকাবিলা করতে হচ্ছে।' খেলাপি ঋণ মূলত দুই ধরনের ব্যাংকে কেন্দ্রীভূত: ইসলামি ব্যাংকগুলো, যেগুলো সুদের ওপর ধর্মীয় নিষেধাজ্ঞা মেনে চলে এবং রাষ্ট্রমালিকানাধীন ব্যাংকগুলো, যেগুলো অর্থ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত হয়। আওয়ামী লীগের ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিদের উভয় ধরনের ব্যাংকেই উচ্চপদে নিয়োগ দেয়া হয়। দেশের সাধারণ বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর অবস্থা তুলনামূলক ভালো।

উদাহরণ হিসেবে ইসলামী ব্যাংকের কথা বলা যায়। এটি দেশের অন্যতম বৃহৎ ঋণদাতা প্রতিষ্ঠান। একসময় এর সঙ্গে ইসলামপন্থি বিরোধী দল জামায়াতে ইসলামীর সম্পর্ক ছিল। আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে দলটি নিষিদ্ধ ছিল। পরে নজরদারি অর্থায়নের অভিযোগ ওঠার পর এস আলম নামের একটি শিল্পগোষ্ঠী জোরপূর্বক ব্যাংকটির নিয়ন্ত্রণ নেয়। যদিও এস আলম এই অভিযোগ অস্বীকার করেছে। এস আলমের মালিক মোহাম্মদ সাইফুল আলম মাসুদ শেখ হাসিনার মিত্র। পরবর্তী সময়ে ব্যাংকটির প্রায় অর্ধেক ঋণ দেয়া হয় এস আলমের বিভিন্ন কোম্পানিকে। শেখ হাসিনা ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর সিঙ্গাপুরের নাগরিক সাইফুল আলম মাসুদ জনসমক্ষে আসা বন্ধ করে দিয়েছেন। জামায়াতে ইসলামীর দাবি, ব্যাংকগুলোর বিরুদ্ধে আনা মূল অভিযোগগুলো ছিল সাজানো। আওয়ামী লীগের পছন্দের ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিদের যাতে ব্যবসার নিয়ন্ত্রণ তুলে দিতেই এসব অভিযোগ আনা হয়েছে। তবে সাইফুল আলম মাসুদ কোনো ধরনের অনিয়মের অভিযোগ অস্বীকার করেছেন।

২০২৫ সালে অন্তর্বর্তী সরকারের আমলে খেলাপি ঋণের সংজ্ঞা পরিবর্তন করা হয়। আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অনুযায়ী, ৯০ দিন বকেয়া থাকা ঋণকেও খেলাপি হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এখন খেলাপি ঋণের অনুপাত দাঁড়িয়েছে ৩৩ শতাংশে।

তবে ব্যাংকিং সংকট উন্নয়নকে থামিয়ে দেয়ার ঝুঁকি তৈরি করেছে। বেসরকারি খাতে ঋণ প্রবৃদ্ধি ২০২৫ সালে প্রায় ১০ শতাংশ থেকে কমে এ বছর ৪ দশমিক ৫ শতাংশে নেমে এসেছে। গত ৩৩ বছরের মধ্যে এটি সর্বনিম্ন। এ বছর অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির পূর্বাভাস মাত্র ৩ দশমিক ৭ শতাংশ। শেখ হাসিনার পতনের আগে প্রবৃদ্ধির হার সাধারণত ৬ দশমিক ৫ শতাংশের মতো ছিল। যদিও অন্তর্বর্তী সরকার দাবি করে, ওই প্রবৃদ্ধির হার অতিরঞ্জিত ছিল। তবে প্রবৃদ্ধির এই মন্থরতার একমাত্র কারণ আর্থিক সংকট নয়।

এমন কিছু উদ্বেগজনক লক্ষণও দেখা যাচ্ছে, যাতে মনে হচ্ছে নতুন সরকার বিষয়টি সমাধানে গড়িমসি করছে। জুনে সরকার সংকটে থাকা কিছু ঋণগ্রহীতার জন্য সুদ পুনর্তফসিলের ব্যবস্থা চালু করে। আরেকটি নতুন নিয়মে ব্যাংকগুলো ঋণগ্রহীতাদের কাছ থেকে কতটা সুদ নিতে পারবে, তার সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে। এর ফলে ঋণদাতারা ঝুঁকি বিবেচনায় যথাযথ সুদের হার নির্ধারণ করতে পারছে না।

অর্থমন্ত্রী আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী বলেন, আমরা সমস্যাকে এড়িয়ে যাচ্ছি না। আমরা ব্যালান্সশিট বা আর্থিক হিসাবের খাতা পরিষ্কার করার চেষ্টা করছি। আর যদি কোনো ভালো সম্পদ থাকে, যার সহায়তা প্রয়োজন, সেটিকে সামান্য বাড়তি সময় দেয়া যায়, তাহলে আমরা তাদের ঋণ পরিশোধের সুযোগ করে দিতে পারব।'

বিদেশ থেকে উল্লেখযোগ্য সহায়তা না এলে সংকটে থাকা ব্যাংকগুলোর পুনরুজ্জীবনীকরণের জন্য সরকারের হাতে তেমন কোনো সম্পদ নেই। ব্যাপক কর ফাঁকির কারণে কর আদায় কম। সরকার জিডিপির মাত্র ৭ শতাংশ রাজস্ব সংগ্রহ করে। দক্ষিণ এশিয়ার বিবেচনায়ও এটি খুবই সামান্য। উদাহরণ হিসেবে পাকিস্তান জিডিপির প্রায় ১০ শতাংশ রাজস্ব সংগ্রহ করে। সরকার একই সঙ্গে জিডিপির ৩ দশমিক ৩ শতাংশ বাজেট ঘাটতি নিয়েও চলছে। এর একটি কারণ খাদ্য ও জ্বালানিতে ভর্তুকি দেয়া। ফলে সরকারি ব্যয় মেটাতে সরকার ব্যাংকের ওপর নির্ভরশীল বিশেষ করে বেসরকারি ও ভালো মূলধনসম্পন্ন ব্যাংকগুলোর ওপর। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের জরুরি তারল্য সহায়তার পাশাপাশি সরকারি ব্যয়ের এই অর্থায়ন বাজারে অর্থের সরবরাহ বাড়িয়ে দিচ্ছে। এর ফলে মূল্যস্ফীতিও বাড়ছে।



MD Golam Mostofa, ESQ.
NY State Attorney
LL. B Honors (1st Class) & LL.M (1st Class), Bangladesh.
Barrister-At-Law, London.
Attorney-At-Law, NY.

- Personal Injuries & Death Claims
- Car Accidents and Medical Mal Practice
- Divorce, Family Matters and Domestic Violence
- Real Estate and Business Closing
- Foreclosure proceedings
- Bankruptcy
- All Civil Matters
- Wills, Trust and Estate Planning
- All Criminal Matters
- All Immigration Matters

Address:
Queens: 148-45 Hillside Ave
Jamaica, NY 11435

Phone# 718-487-4873, Cell: 917-285-6247(Text) Email: abmostofa1@gmail.com

আমরাই একমাত্র
যারা সর্বোচ্চ সুবিধার
নির্ভরযোগ্য নিশ্চয়তা
প্রদান করি



ZAM ZAM
TRAVEL US

আমাদের সার্ভিস সমূহ

- এয়ার টিকেটিং
- হজ্ প্যাকেজ — সার্ভিস প্রোভাইডার
- হোটেল বুকিং
- ভিসা প্রোসেসিং
- ওমরাহ্ প্যাকেজ — সার্ভিস প্রোভাইডার

কেন আমাদের সার্ভিস নিবেন?

- ✓ বিশেষজ্ঞ দল
- ✓ যাচাইকৃত ভিসা চেকলিস্ট
- ✓ প্রিমিয়াম সহায়তা
- ✓ নিখুঁত ভিসা আবেদন পরিষেবা

ZAM ZAM TRAVEL US
in a Partnership with
إشراء الخير ITHRAA ALKHAIR

এয়ার লাইন সমূহ

السعودية SAUDIA | QATAR AIRWAYS القطرية | Emirates | TURKISH AIRLINES

ঢাকা অফিস
+88 017 1133 6292
Tropical Mollah Tower
Shop no: 08 (4th Floor), Progoti Sharoni
Middle Badda, Dhaka 1212, Bangladesh

নিউইয়র্ক অফিস
+1 718 395 9697
37-15 73 Street (Suite-207),
Jackson Heights, NY-11372
zamzamtravelus

www.zamzamtravelus.com
zamzamtravelus@gmail.com

Marriage Media

পাত্র-পাত্রী

খুজছেন সন্ধান দাতা

আপনি বিয়ে করে আমেরিকাতে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে চান?

সকল ধর্ম, সকল বর্ণের ইমিগ্রান্ট/ননইমিগ্রান্ট, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, শিক্ষক, ফার্মসিষ্ট, নার্স, ফেডারেল জব, প্রাইভেট জব, ব্যবসায়ী, ট্যাক্সি ড্রাইভার, ছাত্র/ছাত্রী, ডিভোর্স, বিধবা ও (বয়স্ক) পাত্র-পাত্রী।

৫০টি স্টেটের বাঙ্গালি পরিবারের সাথে যোগাযোগ।
সাফল্যতার সাথে অগ্রগতি।

আল্লাহর হুকুম ছাড়া কিছু হয় না আমি উছিলা মাত্র।

খান ভাই

646-637-7590

Email: khanma663@gmail.com

COOL Multiservices LLC

Real Estate, Tax, Insurance & Consultancy
We Offer Mortgage
Wireless Communication Limo Service



শাহ্ হামজার স্মরণে

বিশ্বাসের উত্তরাধিকার, উৎকর্ষতার ভবিষ্যৎ

১৯৯৯ সাল থেকে কুল মাল্টিসার্ভিসেস এলএলসি আমাদের কমিউনিটির একটি নির্ভরযোগ্য ভরসার নাম। দীর্ঘ এই পথচলায় আমরা সততা, নিষ্ঠা ও পেশাদারিত্বের মাধ্যমে মানুষের আস্থা অর্জন করেছি।

আজ আমরা গর্বের সাথে জানাচ্ছি—আপনার পরিবারের ভবিষ্যৎ আরও নিরাপদ ও সুন্দর করে গড়ে তুলতে আমরা আমাদের সেবার পরিধি ও দক্ষতা আরও বিস্তৃত করেছি।

আপনি যদি ট্যাক্স সংক্রান্ত সহায়তা চান, কিংবা নিজের স্বপ্নের একটি বাড়ির খোঁজে থাকেন—যে দলকে আপনি বছরের পর বছর বিশ্বাস করেছেন, সেই দল আজও আপনার পাশে আছে।

আমাদের প্রধান সেবাসমূহ

* ট্যাক্স প্রস্তুতি ও পরামর্শ
  দ্রুত, নির্ভুল ও সর্বোচ্চ রিটার্ন নিশ্চিত করার জন্য অভিজ্ঞ সহায়তা।
* মর্টগেজ ও ঋণ সমাধান (থ্রি এপ্রোভাল)
  সহজ শর্ত, প্রতিযোগিতামূলক সুদের হার ও ব্যক্তিগত গাইডলাইন।
* রিয়েল এস্টেট সেবা
  বাড়ি কেনা বা বিক্রি—বাজার বিশ্লেষণ করে আপনাকে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে সহায়তা।

আপনার স্বপ্নের বাড়ির শুরু এখান থেকেই

প্রথমবার বাড়ি কিনছেন?
আপনাকে আন্তরিক স্বাগতম।
এই প্রক্রিয়াকে জটিল মনে করার কোনো কারণ নেই। আমরা প্রথমবার বাড়ি কিনতে আগ্রহীদের জন্য থ্রি-অ্যাপ্রুভালসহ প্রতিটি ধাপে পাশে থেকে সহায়তা করি, যাতে আপনার "স্বপ্নের বাড়ি" বাস্তবে রূপ নেয়।

কুল-এর সাথে যুক্ত হয়ে উপভোগ করুন
২৫ বছরেরও বেশি সময়ের সততা, অভিজ্ঞতা ও পেশাদার সেবার নিশ্চয়তা।

: যোগাযোগ :

১৯৭০১ হিলসাইড অ্যাভিনিউ, হলিস, নিউ ইয়র্ক ১১৪২৩

৩ ৭১৮-৮০৩-৮২০০

ইমেইল: coolmultiservicesllc@gmail.com

হ্যান্ডস অন
ফিসিক্যাল থেরাপি
রিহাবিলেইশন

এ. ভূঁইয়া

এলআইসি. ফিসিক্যাল থেরাপিস্ট

আপনি কি নিম্নে উল্লেখিত যে কোন ব্যথায় ভুগছেন?
তাহলে আজই যোগাযোগ করুন।
আমাদের আছে ২০ বছরের অভিজ্ঞতা।

* পিঠ ব্যথা
* গাড় ব্যথা
* বাহু ব্যথা
* কব্জি ব্যথা
* হাঁটু ব্যথা
* পায়ের পাতা ব্যথা
* পায়ের আঙ্গুল ব্যথা

ক্লিনিক খোলা থাকার সময়
সোমবার থেকে শুক্রবার
সকাল ১০.০০-সন্ধ্যা-৭টা
শনিবার
সকাল ১০.০০-বিকাল-৪টা
রবিবার বন্ধ

আমরা প্রায় সব ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করি

আমরা ইংলিশ, স্প্যানিশ, হিন্দি, বাংলা ও আরবীতে কথা বলি

75-17 41 Ave. Elmhurst, NY 11373
(Corner of 76th St & Broadway
170-08 Hillside Ave, Jamaica, NY 11432
Tel : 917-832-7824, Cell : 718-696-7002
Fax : 917-832-6100



হোমিও চিকিৎসা

জ্যাকসন হাইটস এর বাংলাদেশ প্লাজার নীচ তলায়



ডাঃ এফ হক
হোমিওপ্যাথিক কনসালটেন্ট
DI. Hom (USA)
(Diploma in Homeopathy)

ব্যথা, পাইলস, গ্যাস্টিক, কিডনি ও প্রস্রাবের সমস্যা, যৌন ও চর্মরোগ সহ সব ধরনের জটিল রোগ।

হোমিও ভিটামিন সেলিং সেন্টার
Homeo & Vitamin Selling Center

এপয়েন্টমেন্ট এর জন্য কল করুন
347-596-3111, 347-485-8020

জ্যাকসন হাইটস অফিস: (বাংলাদেশ প্লাজা) (দুপুর ২টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত)
৩৭-১৫ ৭৩ স্ট্রিট (Lower Level), জ্যাকসন হাইটস, নিউ ইয়র্ক।
ব্রুকলিন অফিস: (সকাল ১০টা থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত)
৪৭৫ ম্যাকডোনাল্ড এভিনিউ, (৩য় তলা), ব্রুকলিন, নিউ ইয়র্ক।

চাক শুমারের কপাল খুলবে ১ ডিসেম্বর
হেকিম জেফ্রিস হাউজের স্পীকার

১ পৃষ্ঠার পর

নেতা হবার লড়াইয়ে রয়েছেন নিউইয়র্ক থেকে নির্বাচিত সিনেটর ও বর্তমানে সিনেটে বিরোধী দলীয় নেতা চাক শুমার। মধ্যপন্থী সিনেটর চাক শুমার। তিনি ২০১৭ সাল থেকে দলীয় ককাসের নেতৃত্ব দিচ্ছেন। তিনি এই শীর্ষ পদে বহাল থাকতে চান। তার যুক্তি হলো, দলের অন্যতম বড় নির্বাচনী বিজয়ের পেছনে তার নেতৃত্ব ছিল গুরুত্বপূর্ণ। অন্যদিকে মেরিল্যান্ডের বামপন্থী আইনপ্রণেতা সিনেটর ক্রিস ভ্যান হোলেন বলেছেন, মধ্যবর্তী নির্বাচনগুলো ইঙ্গিত দেয় যে আমেরিকানরা আরও বড় ও ব্যাপক পরিবর্তনের জন্য প্রস্তুত। তিনি সিনেটে নেতৃত্ব দেবার জন্য চ্যালেঞ্জ দিচ্ছেন চাক শুমারকে। এই ২ প্রার্থীর পক্ষ ও বিপক্ষে বিভক্ত হয়ে পড়েছেন সিনেটররা। মধ্যবর্তী নির্বাচনের মধ্য দিয়ে ১০০ আসনের সিনেটে ডেমোক্র্যাটিক পার্টির সদস্য সংখ্যা ৫৬। যিনিই এই পদটিকে আসীন হতে চান তার লাগবে ২৮ জন সিনেটরের সমর্থন। ১৮ নভেম্বর পর্যন্ত চাক শুমারকে প্রকাশ্যে সমর্থন দিয়েছেন ১৬ জন সিনেটর। ক্রিস ভ্যান হোলেনকে সমর্থন দিয়েছেন ৫ জন। ৫ জন প্রকাশ্যে কাউকে সমর্থন না করলেও পরিবর্তনের পক্ষে কথা বলছেন। নীরব রয়েছেন ২৯ জন সিনেটর।

গোপন ব্যালটের মাধ্যমে এই নির্বাচন ১ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে। জয়ী হতে হলে চাক শুমার অথবা ক্রিস ভ্যান হোলেনকে ডেমোক্র্যাটিক ককাসের সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেতে হবে। আগামী বছর সিনেটে ডেমোক্র্যাটদের আসন সংখ্যা হবে ৫৬ (যার মধ্যে তাদের সাথে জোটবদ্ধ থাকা দুজন স্বতন্ত্র সিনেটরও রয়েছেন)। তবে ভোট দেবেন ৫৫ জন সিনেটর। সিনেটর অ্যামি ক্লোবুচার, যিনি আগামী বছর মিনেসোটার গভর্নর হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার আগে তার সিনেট আসন থেকে পদত্যাগ করবেন। এমতাবস্থায় তিনি এই নির্বাচনে ভোট দেওয়ার যোগ্য নন। 'দ্য নিউ ইয়র্ক টাইমস' সিনেটর এবং নবনির্বাচিত সিনেটরদের সম্ভাব্য ভোট দেওয়ার প্রবণতা পর্যবেক্ষণ করছে। এর মধ্যে ডেমোক্র্যাটদের একটি ছোট গোষ্ঠী রয়েছে যারা নেতৃত্ব পরিবর্তন চেয়েছেন। কিন্তু ক্রিস ভ্যান হোলেনকে ভোট দেওয়ার বিষয়ে এখনো চূড়ান্ত প্রতিশ্রুতি দেননি। তাদের সংখ্যা ৫ জনের মতো।

ডেমোক্র্যাটিক সোশালিস্টদের নেতা সিনেটর বার্নি স্যান্ডার্স বলেছেন, তিনি মার্কিন সিনেটে ডেমোক্র্যাটিক নেতা হিসাবে কাজ করার জন্য চাক শুমারকে সমর্থন করবেন না। তিনি বলেছেন, 'আমি ব্যক্তিগতভাবে চাক শুমারকে ৩০ বছরেরও বেশি সময় ধরে চিনি এবং আমি তাকে পছন্দ করি। চাক শুমারের চেয়ে বেশি পরিশ্রম আর কেউ করে না। কিন্তু আমার মতে, এখন পরিবর্তনের সময় এবং আমি চাককে ডেমোক্র্যাটিক নেতা হিসাবে পুনঃনির্বাচিত হতে সমর্থন করব না। স্যান্ডার্স ক্যাপিটল হিলে সাংবাদিকদেরও এ বলেছেন।

মিশিগানের মধ্যপন্থী ডেমোক্র্যাটিক সিনেটর এলিসা স্লটকিনও ডেমোক্র্যাটিক ককাসকে নেতৃত্ব দিতে আগ্রহী। তিনি বলেন, ৩ নভেম্বর নির্বাচনের রাতে আমেরিকার জনগণ পরিবর্তনের পক্ষে ভোট দিয়েছে।

হাই-প্রোফাইল আগত ডেমোক্র্যাটিক সিনেটরদের একটি দল নতুন নেতৃত্বের জন্য তাদের আকাঙ্খা প্রকাশ করেছে। এর মধ্যে রয়েছে মিশিগানের নব নির্বাচিত সিনেটর আবদুল এল-সায়েদ, যিনি শুমার-সমর্থিত ডেমোক্র্যাটকে পরাজিত করে দলের মনোনয়ন জিতেছেন। পাশাপাশি কানেকটিকাটের সিনেটর নির্বাচিত অ্যাডাম ব্যাম্বিলিন, দক্ষিণ ক্যারোলিনা থেকে সিনেটর-নির্বাচিত অ্যানি অ্যাডক্রুজ, নিউ হ্যাম্পশায়ার থেকে সিনেটর নির্বাচিত ক্রিস পাপ্পাস, মেইন থেকে সিনেটর নির্বাচিত ট্রয় জ্যাকসন এবং মিনেসোটা থেকে সিনেটর নির্বাচিত পেগি ফ্লানাগানের নামও রয়েছে। তবে এখন পর্যন্ত ভ্যান হোলেনই প্রকাশ্যে প্রার্থীতা ঘোষণা করেছেন।

সিনেটর বার্নি স্যান্ডার্স, আব্দুল এ সায়েদ (মিশিগান), জেফ মার্কলি (অরিগন) ও পেগি ফ্লনাগান (মিনেসোটা) প্রকাশ্যে ভ্যান হোলেনকে ভোট দেবেন বলে জানিয়েছেন। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা বলছেন, ভোটে চাক শুমারেরই জেতার সম্ভাবনা রয়েছে। কারণ হিসেবে তারা বলছেন, সিনেটে এবারের বিজয়ের পেছনে তার অনেক পরিশ্রম ও অবদান রয়েছে। এদিকে মার্কিন প্রতিনিধি পরিষদে নির্বাচিত ডেমোক্র্যাটরা বুধবার ব্যক্তিম জেফ্রিসকে পরবর্তী কংগ্রেসের জন্য তাদের নেতা হিসেবে মনোনীত করেছেন। এর ফলে তিনি দেশটির প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ 'হাউস স্পিকার' (প্রতিনিধি পরিষদের স্পিকার) হওয়ার দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে গেছেন। এক সংবাদ সম্মেলনে জেফ্রিস বলেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি পরিষদের পরবর্তী স্পিকার হওয়ার জন্য ডেমোক্র্যাটিক দলের মনোনীত প্রার্থী হিসেবে আজ আমেরিকান জনগণের সামনে দাড়াতে পারাটা অত্যন্ত সম্মানের এবং বিশেষ সৌভাগ্যের বিষয়।

প্রতিনিধি পরিষদে ডেমোক্র্যাটিক ককাসের নবনির্বাচিত সদস্যরা রুদ্ধদ্বার কক্ষে গোপন ব্যালটের মাধ্যমে জেফ্রিসকে মনোনীত করেন। জেফ্রিস ২৫১টি ভোট পান, আর ১১ জন ডেমোক্র্যাট তার বিপক্ষে ভোট দেন।

জেফ্রিস সাংবাদিকদের জানান, ডেমোক্র্যাটদের বিশাল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ স্পষ্ট ও দৃঢ়ভাবে তাদের মতামত জানিয়েছে। তিনি বলেন, ডেমোক্র্যাটদের একে অপরের বিরুদ্ধে লড়াই না করে বরং মাগা (মেক আমেরিকা গ্রেট এগেইন) চরমপন্থা'র বিরুদ্ধে লড়াই করা উচিত। যাতে আমরা আমেরিকান জনগণের জন্য বড় বড় কাজ সম্পন্ন করতে পারি। ৩ নভেম্বরের মধ্যবর্তী নির্বাচনের পর কয়েকজন নবনির্বাচিত প্রগতিশীল ডেমোক্র্যাট বলেছিলেন, তারা এমন একজন নেতা চান যিনি নির্বাচনী প্রচারণায় প্রতিশ্রুতি দেওয়া জনমুখী নীতিগুলো বাস্তবায়নের জন্য একটি সাহসী কর্মপরিকল্পনাকে সমর্থন করবেন। তবে প্রতিনিধি পরিষদে নব নির্বাচিত ৭ জন প্রগতিশীল ডেমোক্র্যাট এক যৌথ বিবৃতিতে জানিয়েছেন, তারা জেফ্রিসের বিপক্ষে ভোট দিয়েছেন। কারণ নিউ ইয়র্কের এই ডেমোক্র্যাট নেতার কাছ থেকে তারা এখনো সুনির্দিষ্ট প্রতিশ্রুতি আদায়ের চেষ্টা করছেন।

কূটনৈতিক দৌড়ঝাপ ও তৃতীয় পক্ষের গুঞ্জন

১ পৃষ্ঠার পর

২৪ গণআন্দোলনে ১৪শত ছাত্র জনতা হত্যার পর ভারত শেখ হাসিনাকে আশ্রয় দেয় এবং বাংলাদেশে রাজনৈতিক পরিস্থিতি ঘোলাটে করার জন্য নানা পদক্ষেপ নেয় বলে অভিযোগ। তারই অংশ হিসেব ফাঁসির আসামি শেখ হাসিনাকে ভারতের মোদি সরকার অনেকটা জোর করে বাংলাদেশে ফেরাতে উঠেপড়ে লেগেছে। ডিসেম্বরে শেখ হাসিনা ভারত থেকে ফিরে আসার পর রাজনৈতিক পরিস্থিতি কি দাঁড়াবে তা নিয়ে কূটনৈতিক মহলে উদ্বেগের ছায়া বিরাজ করছে।

বর্তমান বাংলাদেশ সরকার শেখ হাসিনাকে বাংলাদেশে ফেরত পাঠানোর জন্য ভারতের কাছে চিঠি লিখেছে। ভারত তার কোন স্পষ্ট উত্তর দেয়নি। শেখ হাসিনাকে ফেরত চাওয়া বাংলাদেশের একটি দৃশ্যমান রাজনৈতিক বক্তব্য। প্রকৃতপক্ষে, বাংলাদেশের সরকার চায় তিনি যেন রাজনৈতিক বক্তব্য দিয়ে বাংলাদেশে অস্থিতিশীল পরিস্থিতি সৃষ্টি না করেন। শেখ হাসিনার ইস্যু কিংবা আওয়ামী লীগের রাজনীতিতে ফিরে আসার বিষয় নিয়ে বাংলাদেশ ও ভারত সরকারের মধ্যে রাজনৈতিক সমঝোতা ছাড়া আপাতত শেখ হাসিনার বাংলাদেশে ফিরে আসার কোনও সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না। বাংলাদেশের রাজনীতিতে ক্ষমতার পালাবদলে সামরিক বাহিনীর একটা প্রচ্ছন্ন প্রভাব সব সময়েই কাজ করে। কিন্তু ২০২৪ সালের অভ্যুত্থানের পর এটা স্পষ্ট যে, রাজনীতির পালাবদলে জনমতও একটা ফ্যাক্টর। বাংলাদেশের রাজনৈতিক মহল বলছেন, পরিস্থিতি তৃতীয় পক্ষের খেলায় মোড় নিচ্ছে। তা দেশীয় তৃতীয় পক্ষ নাকি বহির্বিশ্বের তৃতীয় পক্ষ তা দেখার বিষয়।

ন্যাশনাল টি কোম্পানির চেয়ারম্যান হচ্ছেন জিল্লুর রহমান জিল্লু

১ পৃষ্ঠার পর

নেতা ও বিএনপির কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য জিল্লুর রহমান জিল্লু। এ বিষয়ে শিগগির সরকারি প্রজ্ঞাপন জারি করা হবে বলে দায়িত্বশীল সূত্রে জানা গেছে।

গত ১৬ নভেম্বর তিনি বাংলাদেশের উদ্দেশ্যে নিউইয়র্ক ত্যাগ করেছেন। বিমান বন্দরে তাকে শুভাকাঙ্ক্ষীরা বিএনপির নেতারা বিদায় জানান। তার এ নিয়োগে যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির সংশ্লিষ্টরা বেশ খুশি। তারা বলছেন, গত ফেব্রুয়ারিতে বিএনপি সরকারে আসার পর থেকে সরকারের সকল সুযোগ সুবিধা শুধুমাত্র লন্ডন কেন্দ্রিক মানুষজনই পেয়েছে। সে বলয়ের বাইরে গিয়ে এই প্রথম যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির কোন নেতা সরকারি কোন পদে বসতে যাচ্ছেন। জিল্লুর রহমান জিল্লুর এ দায়িত্বের মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির ফ্ল্যায়ান ওরু হয়েছে, যা অব্যাহত থাকবে বলেও আশা করেন তারা।

জিল্লুর রহমান জিল্লুর সরকারি প্রতিষ্ঠানে নিয়োগের খবরকে অনেকে তার ভালো কামব্যাক হিসেবেও দেখছেন। কারণ, এক সময় দলীয় কোন্দলে পড়ে আড়ালেই চলে যান জিল্লু। ২০০৮ সালের ওয়ানইলেভেনের সরকারের সময় বিএনপির মহাসচিব খন্দকার দেলোয়ারের সময় তিনি বিএনপি থেকে বহিষ্কার হন। পরবর্তীতে আবার ঘুরে দাঁড়ান। ২০২৩ সালে তিনি বিএনপির কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য হন।

১৯৭৮ সালে গঠিত পাবলিক লিমিটেড কোম্পানিটি ঢাকা ও চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত। সিলেট অঞ্চলে প্রতিষ্ঠানটির ১২টি চা বাগান রয়েছে। প্রতিষ্ঠানটি চা ও রাবার উৎপাদন করে। এর সদর দপ্তর ঢাকার তোপখানা রোডে।

নিউইয়র্কে প্রবাসীরা বাংলা ভাষায় বিনা খরচে আইনী সহযোগিতা পাবেন

১ পৃষ্ঠার পর

বাসীদের জন্য অভিবাসন মর্যাদা নির্বিশেষে বিনামূল্যে, নিরাপদ ও গোপনীয় আইনি সহায়তা পাওয়ার সুযোগ সম্প্রসারিত হলো। মেয়র জোহরান মামদানি ১৭ নভেম্বর নিউইয়র্ক সিটি মেয়রস অফিস অফ ইমিগ্রান্ট অ্যাফেয়ার্স এর 'ইমিগ্রেশন সিগ্যাল সাপোর্ট হটলাইন' (অভিবাসন বিষয়ক আইনি সহায়তা হটলাইন)-এর কার্যক্রমের সময়সীমা বাড়ানোর ঘোষণা দিয়েছেন। এখন থেকে নিউইয়র্কবাসীরা সপ্তাহে সাত দিনই এই হটলাইনে কল করতে পারবেন। অভিবাসন মর্যাদা যাই হোক না কেন, তারা এখানে নিজেদের পছন্দের ভাষায় বিনামূল্যে, নিরাপদ ও গোপনীয় আইনি সহায়তা পেতে পারেন। এতে বাংলা ভাষাও অর্ন্তভুক্ত রয়েছে। বাংলাদেশিরা সাড়াজীই নিজ ভাষায় আইনগত সহায়তা পাবেন। এছাড়া, এই হটলাইনের মাধ্যমে নির্ভরযোগ্য তথ্য প্রদান করা হয় এবং বিভিন্ন কমিউনিটি রিসোর্সের (সামাজিক সহায়তা পরিষেবা) সাথে যোগাযোগ করিয়ে দেওয়া হবে। যা নিউইয়র্কবাসীদের তাদের হাতে থাকা বিকল্পগুলো বুঝতে সাহায্য করে।

মেয়র জোহরান কোয়ামে মামদানি বলেন, ৩০ লাখেরও বেশি অভিবাসী নিউইয়র্ক সিটিকে তাদের আবাসভূমি হিসেবে বেছে নিয়েছেন। তাদের প্রত্যেকেরই অধিকার রয়েছে নিজেদের আইনি অধিকার সম্পর্কে জানার। নিজেদের হাতে থাকা বিকল্পগুলো বোঝার এবং প্রয়োজনে সহায়তা পাওয়ার জন্য কাউকে পাশে পাওয়ার। তিনি আরও বলেন, প্রায় ১৫ লক্ষ ডলারের নতুন অর্থায়নের ফলে, আমাদের 'ইমিগ্রেশন সিগ্যাল সাপোর্ট হটলাইন' এখন সপ্তাহব্যাপী সপ্তাহে সাত দিনই চালু থাকবে। এতে কর্মজীবী নিউইয়র্কবাসীরা ফোন করার মতো কিছুটা অবসর সময় পাবেন। ফেডারেল সরকার যখন আমাদের এলাকাগুলোতে ভয় ও আতঙ্ক ছড়ানোর চেষ্টা করছে, তখন নিউইয়র্ক সিটি তার বিপরীতে কার্যকর ও বাস্তব সহায়তা নিয়ে এগিয়ে এসেছে। আমি যতদিন মেয়র আছি, এই শহরের প্রতিটি অভিবাসী তাদের পাশে আমাকে বা আমাদের প্রশাসনকে পাবেন। আপনার পছন্দের ভাষায় বিনামূল্যে ও গোপনীয়তায় সহায়তায় পাবার নিশ্চয়তা রইলো।

সেবার মান উন্নত করতে এবং বহুভাষিক সুবিধা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে, হটলাইনটিতে ইংরেজি ও স্পানিশ ভাষায় হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে যোগাযোগের ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। এছাড়া, অফিস সময়ের বাইরে ফোন ধরার ও পরে কলব্যাক করার ব্যবস্থা এবং একটি ইন্টারঅ্যাক্টিভ ভয়েস রেসপন্স সিস্টেমও বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

North Bengal Foundation Inc.
নর্থ বেঙ্গল ফাউন্ডেশন ইনক

সম্মানিত নর্থ বেঙ্গল বাসী,

অত্যন্ত আনন্দের সাথে জানাচ্ছি যে, প্রবাসে নর্থ বেঙ্গলবাসীর প্রাণপ্রিয় সংগঠন "নর্থ বেঙ্গল ফাউন্ডেশণ ইনক্" একযুগেরও অধিক সময় অতিক্রম করতে যাচ্ছে। এই দীর্ঘ পথপরিক্রমায় সংগঠণকে আরো শক্তিশালী ও গতিশীল করার লক্ষে আগামীতে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। একটি সুন্দর, সুষ্ঠু এবং গ্রহনযোগ্য নির্বাচন উপহার দেওয়ার লক্ষে নর্থ বেঙ্গল ফাউন্ডেশণ ইন্ক এর উদ্যোগে নতুন সদস্য সংগ্রহ কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে। নির্বাচনে যারা প্রতিনিধিত্ব বা ভোটাধিকার প্রয়োগ করে যোগ্য নেতৃত্ব গঠণে ইচ্ছুক তাদেরকে সদস্য নবায়ন/নিবন্ধণ কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করার জন্য আহ্বান জানানো যাচ্ছে।

সদস্য সংগ্রহ কর্মসূচী

সদস্য সংগ্রহের শুরুর তারিখ
১৫ই নভেম্বর, ২০২৬ ইং

সদস্য সংগ্রহের শেষ তারিখ
১৫ই ডিসেম্বর, ২০২৬ ইং

নবায়ন ও নিবন্ধণ ফি
সাধারণ সদস্য $5
আজীবন সদস্য $300

আমন্ত্রণে

মোঃ কামরুজ্জামান কামরুল
আহ্বায়ক
Ph: 718-971-4769

এসএম ফরমান হোসেন
যুগ্ম আহ্বায়ক
Ph: 646-479-9328

মোঃ রুহুল আমিন
সদস্য
Ph: 646-270-0271

আজিবুর রহমান পাতা
প্রধান সমন্বয়কারী
Ph: 917-732-6875

মোঃ রাশেদুল ইসলাম
সমন্বয়কারী
Ph: 929-216-6379

মোঃ রুবেল হাসান মুন্সী
সদস্য
Ph: 347-653-4848

মোঃ সাইফুল ইসলাম
সদস্য সচিব
Ph: 646-427-4867

এম এ মোতালেব
যুগ্ম সদস্য সচিব
Ph: 917-907-2948

মনিরুল ইসলাম মনির
সদস্য
Ph: 347-784-2449

ধন্যবাদান্তে

রাফেল তালুকদার
সভাপতি
Ph: 347-615-0528

আশরাফুজ্জামান আশরাফ
সাধারণ সম্পাদক
Ph: 646-388-2230

নিউইয়র্ক স্টেট বিএনপির উদ্যোগে বিপ্লব ও সংহতি দিবসের আলোচনা

৩ পৃষ্ঠার পর

বাংলাদেশে আসতে হলে দুটি পথ খোলা আছে, এর যেকোন একটি পথ বেছে নিতে হবে। আরত সরকার বন্দী বিনিময় চুক্তির আওতায় তাকে বাংলাদেশ সরকারের হাতে তুলে দিতে পারে। অথবা শেখ হাসিনা দিল্লীস্থ বাংলাদেশ হাই কমিশনে গিয়ে পলাতক সাজাপ্রাপ্ত আসামী হিসেবে আত্মসমর্পন করতে পারেন। তখন হাই কমিশন আন্তর্জাতিক নিয়মানুসারে তাকে বাংলাদেশে ফেরত পাঠাতে পারবে। এর বাইরে তার ফেরার কোন পথ নেই। পাসপোর্টের আবেদন ও কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে বাংলাদেশে আগমনের প্রচারণা তার কর্মিদের মনোবল জিইয়ে রাখার অপপ্রয়াস মাত্র। আর সরকার তার পাসপোর্ট বাতিল করেছে যাতে সে কোথাও পালিয়ে না যেতে পারে। তার যদি দেশে ফেরার ইচ্ছেই থাকে তবে হাই কমিশনে গিয়ে আত্মসমর্পন করলেই হয়। পাসপোর্ট নাটকের প্রয়োজন হয় না।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ব্যারিস্টার নওশের জমির এমপি, বিএনপি জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য পিয়াস আহমেদ ও জিল্লুর রহমান জিল্লুর। সভায় সভাপতিত্ব করেন নিউইয়র্ক স্টেট বিএনপির আহ্বায়ক সভাপতি মো. জসিম উদ্দিন (জিপি)। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক সাইদুর রহমান সাঈদ, সিনিয়র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আরিফুর রহমান ও সাংগঠনিক সম্পাদক মো. রইছ উদ্দিন।

এ ছাড়া উপস্থিত ছিলেন যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক মুন্তাহা কামাল পাশা বাবুল, বিএনপির চেয়ারপার্সনের ফরেন অ্যাফেয়ার্স কমিটির সদস্য গোলাম ফারুক শাহীন, নিউইয়র্ক মহানগর দক্ষিণ বিএনপির সভাপতি মো. সেলিম রেজা, সাধারণ সম্পাদক বদিউল আলম, যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির সাবেক অর্থ সম্পাদক মোহাম্মদ জসিম উদ্দিন ভূঁইয়া, কাজী আজম, বিএনপি নিউইয়র্ক মহানগর উত্তরের সভাপতি আহবাব চৌধুরী খোকন, সাধারণ সম্পাদক ফয়েজ আহমেদ চৌধুরী বিএনপি নেতা আব্দুন নবুর, আমিনুল ইসলাম চৌধুরী, মাহবুদা শিরিন, এবাদ চৌধুরী, দেওয়ান কাওসার, আব্দুল বাতেন, নীরা রাব্বানী, কাজী আসাদুল্লাহ, জাহাঙ্গীর শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও মাহবুবুল হক প্রমুখ।

আলোচনা সভায় বক্তারা জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবসের ঐতিহাসিক তাৎপর্য তুলে ধরেন এবং প্রবাসে বিএনপির সাংগঠনিক কার্যক্রম আরও শক্তিশালী ও গতিশীল করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। আয়োজকেরা জানান, জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবসের চেতনা ধারণ করে প্রবাসে দলের নেতাকর্মীদের ঐক্যবদ্ধ রাখার লক্ষ্যেই এ আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।

জহিরুল ইসলাম ও আলাউদ্দিন আহমেদের যুগলবন্দি সন্ধ্যা অনুষ্ঠিত

৩ পৃষ্ঠার পর

লিয়াকত খান, সাবেক সচিব সেলিম আহমেদ, ব্রিগেডিয়ার জেনারেল নজরুল, ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মেসবাহ, পুলিশের সাবেক ডিআইজি মাসুম রাব্বানীসহ সমাজের শিক্ষামনা বিশিষ্ট ব্যক্তবর্গের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠানটি এক ভিন্ন উচ্চতায় পৌঁছে যায়। অনুষ্ঠানের শুরুতে কবি কাজী জহিরুল ইসলাম ও শিল্পী আলাউদ্দিন আহমেদকে কথা শলিতকলা একাডেমির মনোগ্রাম খচিত উত্তরীয় পরিয়ে দেন লিয়াকত খান ও ব্রিগেডিয়ার নজরুল।

কাজী জহিরুল ইসলাম তার বিভিন্ন কাব্যগ্রন্থ থেকে আত্মিক ও বিষয় বৈচিত্র বজায় রেখে দুই ধাপে বেশ কিছু কবিতা পাঠ করেন। কবি কাজী জহিরুল ইসলাম জাতিসংঘের পিসকিপিং মিশনে কর্মরত অবস্থায় অর্জিত জয়াবহ অভিজ্ঞতার আলোকে রচিত একটি কবিতা পাঠ করলে দর্শকরা মুগ্ধ এবং শিহরিত হন।

শিল্পী আলাউদ্দিন আহমেদ দুই ধাপে ১৪টি গান পরিবেশন করেন। উপস্থিত দর্শকদের রুচি এবং অনুষ্ঠানের আবগাম্ভীর্যের বিষয়টি বিবেচনায় রেখে তিনি গান নির্বাচন করেন। আধুনিক, নজরুল, পল্লীগীতি এবং গজল আঙ্গিকের গান গেয়ে তিনি মোহ্মা দর্শক-শ্রোতাদের মুগ্ধ করেন। শিল্পী আলাউদ্দিন আহমেদ বাংলাদেশ টেলিভিশনের উচ্চশ্রেণির তালিকাভূক্ত শিল্পী এবং সুরকার। তিনি হ্যারমনি থেকে সঙ্গীতে গ্রাজুয়েশন করেছেন। তার সুরারোপিত গানে কণ্ঠ দিয়েছেন নাসিমা চৌধুরী, শান্তি আক্তার, ফেরদৌস আরা, তিমির নন্দী, আগুন, কিরন চন্দ্র রায়সহ অনেক খ্যাতিমান ও তরুণ কণ্ঠশিল্পী।

এই অনুষ্ঠানে কথা শলিতকলা একাডেমির পক্ষ থেকে কবি কাজী জহিরুল ইসলামকে তার কাব্যকীর্তির জন্য আজীবন সম্মাননা প্রদান করা হয়। কবির হাতে সম্মাননা তুলে দেন সাবেক সিনিয়র সচিব ও লেখক মফিজুল ইসলাম।

অনুষ্ঠানের শেষে মফিজুল ইসলাম এবং লিয়াকত খান অনুষ্ঠান সম্পর্কে মিডিয়া করতে গিয়ে যুগলবন্দি জলসার দুই গুণী পারফর্মারের ভূয়সী প্রশংসা করেন। তারা বলেন, শিল্পের চর্চা একটি রুচিশীল সমাজ নির্মাণে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

দর্শকদের মুহুর্মুহু করতালির মধ্য দিয়ে এই অনিন্দ্য সিফনির সমাপ্তি ঘটে। অনুষ্ঠান শেষে নৈশভোজের টেবিলে টেবিলে দর্শকরা তাদের মুগ্ধতা প্রকাশে মুখর হয়ে ওঠেন। অনুষ্ঠানস্থলে বিক্রয়ের জন্য কবি কাজী জহিরুল ইসলামের বেশ কিছু বইয়ের পশরা সাজানো ছিল। কবির ভক্ত অনুরাগীরা অটোগ্রাফসহ বই সংগ্রহ করেন।

বাড়ি ক্রয়-বিক্রয় ও ভাড়া

kw LANDMARK II
KELLERWILLIAMS. REALTY

লাইসেন্স বিহীন কোন ব্যক্তির সহযোগিতায় বাড়ি ক্রয়, বিক্রয় করে প্রতারিত হবেন না, আমরা বিনামূল্যে বাড়ি সংক্রান্ত যেকোন বিষয়ে পরামর্শ দিয়ে থাকি।



বিঃদ্রঃ আপনি যদি রিয়েল এস্টেট জব করতে চান আপনাকে ১০০% সহযোগিতা করা হবে।

Md. Alamgir Hossain
Associate Broker

75-35 31st Ave, Suite 202
East Elmhurst, NY 11370
Cell : 347-774-6432
Office : 347-846-1200
Email: mdahossain@kw.com

মোঃ আলমগীর হোসেন

লাইসেন্স এসোসিয়েট ব্রোকার

যোগাযোগ:৩৪৭-৭৭৪-৬৪৩২

REAL ESTATE, DIVORCE, IMMIGRATION & SMALL BUSINESS



বাড়ি ঘর বা ব্যবসা কেনা/বেচা, তালাকের মামলা, ইমিগ্রেশন, দুর্ঘটনা বা পিছলে পড়া, এবং যাবতীয় অন্যান্য আইনগত সহায়তার জন্য, অভিজ্ঞ কার্যোপযোগী বাংলাদেশী এটর্নির সাথে যোগাযোগ করুন

নিউ ইয়র্কের লাইসেন্সধারী অভিজ্ঞ এটর্নি

Hasan Malik, Esq.

718-433-9243

37-13 74TH ST, FLOOR 2
JACKSON HEIGHTS, NY 11372

ATTORNEY ADVERTISING

জ্যাকসন হাইটস ও জ্যামাইকায় দুই যুগেরও বেশি সময় ধরে প্রবাসিদের নিম্নবর্ণিত সার্ভিস গুলি সাফল্যের সাথে সেবা দিয়ে আসছে

TRANS GLOBAL REAL ESTATE & GLOBAL TAX AND FINANCIAL SERVICES

রিয়েল স্টেট ট্যাক্স ও ইমিগ্রেশন সার্ভিসেস

FLORIDA- ফ্লোরিডায়
জমি ও বাড়ীর মালিক হওয়ার অপূর্ব সুযোগ
Please Call: 929-391-6274
For further inquiry
Jackson Height Office:
37-18-74th Street, 2nd Floor,
Jackson Height, NY 11372
Phone: 718-779-7600
Jamaica, Hollis Office:
184-02 Hillside Ave, 1st Floor,
Jamaica, NY 11432
Phone: 718-779-7600

TAX Services
ট্যাক্স সার্ভিসেস
25 YEARS EXPERIENCED
Please Call:
718 581 6081
347 392 4312
718 779 7600
AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
TAX FILING, FAST REFUND
REASONABLE FEES!

REAL ESTATE Services
রিয়েল স্টেট সার্ভিসেস
Global Tax and Financial Services
Year round Tax, Immigration, Real Estate & Multi Services

Cell: 718-581-6081, 718-779-7600
Email: rahmanghs@yahoo.com
Maksudur Rahman
I.R.S Registered Tax Preparer
Jamaica Hollis Office
Jackson Heights Office

আপনি জানেন কি?
পরীক্ষা ও আবেদন ফি ছাড়া আমেরিকার নাগরিকত্ব লাভের সুযোগ রয়েছে। এছাড়া অন্যান্য ইমিগ্রেশন ফরম ও আবেদন ফি ছাড়া আবেদন করার সুযোগ আছে। বিস্তারিত তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুন।



কর্নফুলি ট্রাভেল

আই এন সি.

Airlines Partners : ALL MAJOR AIRLINES Including Local Domestic Tickets

সৌদি হজ্ব মন্ত্রণালয় অনুমোদিত উমরাহ্ ট্রাভেল এজেন্ট

প্যাকেজঃ হজ্ব ভিসা ও উমরাহ্ ভিসা

আমাদের সুবিধা

নিজস্ব অফিস থেকে সরাসরি ARC এর মাধ্যমে যেকোন এয়ারলাইন্স এর টিকেট ইস্যু করে থাকি। অফিস সপ্তাহে ৭ দিন খোলা সকাল ১০:০০টা - রাত ১০:০০টা। তুলনামূলকভাবে বছরের যেকোনো সময় অত্যন্ত কমমূল্যে টিকেট প্রাপ্তির নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়।

উমরাহ ভিসা আমাদের অফিস থেকে সরাসরি প্রসেস করা হয়। নিজস্ব হোটেলের মাধ্যমে প্রতি বছর দুই থেকে আড়াই হাজার ওমরা হাজীদের যাবতীয় সেবা দিয়ে থাকি।

718 205 6050, 718 205 6055, 917 691 7721

371673 Street. Suite 201 FR. Jackson Heights NY 11372

E-mail : karnafullytravel@yahoo.com, msalim@karnafullytravel.com

Web: www.karnafullytravel.com

জ্যাকসন হাইট্স, উডসাইড এ নিরিবিলি পরিবেশে

বাংলাদেশী ডাক্তার

মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

Internal Medicine

Geriatric Medicine

শামীম আহমেদ এম, ডি

- আপনার কোলেস্টেরল, ব্লাড প্রেসার, ডায়াবেটিস, হার্টের অসুখসহ যাবতীয় মেডিকেল সমস্যার জন্য সুলভে পরীক্ষা এবং চিকিৎসা করিয়ে নিন।
- নিয়মিত শারিরিক পরীক্ষা ও বয়স অনুযায়ী নির্ধারিত SCREEN করিয়ে ভবিষ্যৎ রোগের সম্ভাবনা সম্পর্কে জেনে নিন।
- ভবিষ্যৎ রোগের সম্ভাবনা সম্পর্কে জেনে নিন।

আমরা প্রায় সব ধরণের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি। অফিসে আসার পূর্বে অনুগ্রহ করে ফোন করুন।

35-30 , 64th Street, Woodside NY 11377 (Subway E, F, R, N, V, G, 7)

TEL: 718-205-6561

Starling Car Service LLC

Best Choice for your trip



একটি বাংলাদেশী প্রতিষ্ঠান

- 24 Hours Service
- Experienced & Professional Driver
- Affordable Price
- Airport Service
- Long Distance - Short Distance Hourly Service
- Special Occasions Service
- Wheelchair Available
- Corporate Transporation









Please Contact:
Md. Kamroul Hasan
President & CEO
718-612-8825

2115 Starling Ave
2nd Fl, Bronx
NY 10462
Tel: 718-612-8825
914-294-1845
Email: starlingcarservice@gmail.com

We arrange
Base Letter & Base Affiliate

Amader Service.com

Your Trusted Service Partner

আমাদের সেবাসমূহ

ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট
১. ইভেন্ট ডেকোরেশন
২. ফুড সাপ্লাই
৩. ফটোগ্রাফী
৪. ভিডিওগ্রাফী

হোম সার্ভিস
১. ফার্নিচার সেটআপ
২. ইলেট্রিক্যাল
৩. প্লাম্বিং
৪. রিপিয়ারিং (কনস্ট্রাকশন)
৫. সার্ভিলেন্স ক্যামেরা

অফিস এ্যাডভাইজারী
১. ভিসা প্রসেসিং
২. পাসপোর্ট রিনুয়াল
৩. যেকোন ধরণের ইমিগ্রেশন ফরম
৪. ভিএমডি সার্ভিস
৫. ইবিটি, ফুড ষ্ট্যাম্প, রেন্টাল এসিসট্যান্ট
৬. হোম কেয়ার

এছাড়াও আমরা বাংলাদেশে বাড়ি, প্লট, জমি ক্রয়-বিক্রয় করে থাকি এবং আপনার বিল্ডিং ম্যানেজমেন্ট এর দায়িত্ব নিয়ে থাকি।

Get all services you need in one place from professional expart, at home!

এ্যাপসটি ডাইনলোড করে আপনার মোবাইল থেকে সরাসরি অর্ডার করুন।

Google Play App Store

CONTACT

+1 917 519 1151, +1 929 569 9350, +1 347 659 8410

www.amaderservice.com

প্রফেশনাল ভিডিওগ্রাফি ও ফটোগ্রাফির জন্য আজই আসুন



STAR Photography

শহরের সেরা ফটোগ্রাফার এবং ভিডিওগ্রাফার

হাই ডেফিনেশন কোয়ালিটি
কম দাম, দ্রুত ডেলিভারী
বিয়ে, জন্মদিন, বিজনেস পার্টি
কালচারাল প্রোগ্রামসহ সব অনুষ্ঠান

Please contact for all
Your Professional
Photography Like events
News Conference
Wedding Reception & Modelling

NEHER SIDDIQUEE MBPS, MIFPO

917-476-6628, 718-371-8334

www.neherphotography.weebly.com



মিনা বাজার



71-10 35th Ave

SUPERMARKET & FRESH ZABIHA HALAL MEAT • FISH • FRUITS & VEGETABLES

718-639-6462

জ্যাকসন হাইটস'র ৩৫ এভিনিউতে ফ্রেশ মাছ -মাংস এবং তাজা শাক-সবজি ও ফল-মূল সহ নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর সমাহার নিয়ে আপনাদের সেবায় নিয়োজিত !

* সুলভ মূল্য ও সততাই আমাদের বৈশিষ্ট
* সর্বদা টাটকা ও ফ্রেশ পণ্য সরবরাহ করা হয়
* ছোট -বড় সব ধরণের দেশীয় মাছ পাওয়া যায়

আমরা কোরবানীর অর্ডার নিচ্ছি

মিনা বাজার সুপার মার্কেট

















MINA BAZAR SUPER MARKET

71-10 35TH AVENUE, JACKSON HEIGHTS

718-639-6462

পায়ের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক

Bangladeshi Foot Specialist

Dr. Sadi Alam



পায়ের কোন সমস্যায় ভুগছেন ?

নিউইয়র্কে বাংলাদেশী চিকিৎসকের পরামর্শ নিন

ডায়াবেটিক রোগীদের ইন্স্যুরেন্সের মাধ্যমে
ডায়াবেটিক জুতা দেওয়া হয়।

We Accept Wellcare, Fidelis, Medicare, Metroplus, Healthfirst and other private insurances.

Our Office Locations

01 16605 Highland Ave, Suite L-1, Jamaica, NY 11432
02 264-02 Hillside Ave, Floral Park, NY 11004
03 486 McDonald Ave, Brooklyn, NY 11218
04 7017 37th Ave, Jackson Heights, NY 11372
05 7721 101th Ave, Ozone Park, NY 11416
06 1381 Castle Hill Ave, Bronx, NY 10462

Phone: 347-509-4470, Fax: (646) 845-1861

আজই আপনার ডাক্তারকে রেফারেলের জন্য জিজ্ঞাসা করুন।

Call for Appointment

ESTD 2017

Tribune Training Academy

Workplace Safety Training School

40-38 75th Street,
Jackson Heights, NY 11373
(718) 790-2664
tribunest@gmail.com
www.tribunest.com



40-HR OSHA/SST: $400

Tribune Training Academy is an outstanding institution with a proven track record of excellence that has made it a top player in the field of safety and technical training. Based in New York City, our esteemed organization has continuously set the standard for quality education through our unwavering commitment to providing the very best in certification training. Below are a list of some of the courses we offer:

- 30 Hour OSHA Training
- 40 Hour OSHA/SST
- 62 Hour Supervisor SST
- 4,16 & 32 Hour Scaffold
- 8-Hour EPA Lead Renovator
- NYS Security Guard License
- Fire Guard/FSD Training
- Work-zone Flagger
- Forklift/Scissor Lift Operator
- Defensive Driving Course

40-HR OSHA/SST: $400 (LIMITED TIME OFFER)

Get your 40-Hour OSHA/SST Training for only $400. This is a limited time offer only and this rate will not be honored once this promotional rate ends.

আমেরিকা তথা নিউইয়র্ক এ একটি গর্বিত বাড়ির মালিক হতে চান?

আমরা স্বাচ্ছন্দ্য মুল্যে বাড়ি ক্রয় বিক্রয়ে নিশ্চয়তা দিয়ে থাকি।

REALTOR® MLS EQUAL HOUSING LENDER





KAZI N JALAL
Licensed Sale Agent

ARA REALTY SERVICES INC

A full Service Real Estate Brokerage of Professional Company

158-10 84th DriveJamaica, NY 11432
Email: realtornykazi@gmail.com
Office: 917-417-6766
Cell: 516-439-0156

CHAUDRI CPA P.C.

FINANCE, ACCOUNTING, TAX, AUDIT & CONSULTING

Sarwar Chaudri, CPA, MBA

ট্যাক্স একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়
অহেতুক ঝামেলা এড়াতে
অভিজ্ঞ সিপিএ'র তত্ত্বাবধানে
ট্যাক্স ফাইলিং করুন



ব্যক্তিগত এবং বিজনেস ট্যাক্স ফাইলিং
অডিট, ফাইন্যানশিয়াল স্টেটমেন্ট, বুককিপিং
অ-লাভজনক ব্যবসা প্রতিষ্ঠা, লাইসেন্স ও পে-রোল
আইআরএস এবং নিউইয়র্ক স্টেট ট্যাক্স
সমস্যা সমাধানে অভিজ্ঞ

IRS e-file PROVIDER

Individual and Business Tax
Audit, Financial Statement
Bookkeeping, Non-Profit
Business Setup, Licensing & Payroll
Specialized in IRS &
NYS Tax problem resolution

tax refund

Finance, Accounting, Tax Filing, Audit & Consulting
(Business & Not for Profit)

JACKSON HEIGHT OFFICE:
74-09 37th Ave, Bruson Building, Suite # 203
Jackson Height, NY 11372, Tel: 718-429-0011
Fax: 718-865-0874, Cell: 347-415-4546
E-mail: chaudricpa@gmail.com

BRONX OFFICE:
1595 Westchester Avenue
Bronx, NY 10472
Cell: 347-415-4546 / 347-771-5041
E-mail: chaudricpa@gmail.com

জব জব হেল্প জব

Job Help Application Processing Service

917-500-3937

OUR SERVICES

- পোষ্টাল জব
- ফেডারেল জব
- স্টেট জব
- এম. টি. এ জব
- সিটি জব
- রেজুমী তৈরী
- কভার লেটার
- সিটিজেনশিপ এপ্লিকেশন প্রসেসিং
- নিউ পাসপোর্ট/রিনিউয়াল
- ডুয়েল সিটিজেনশিপ
- ফুড স্ট্যাম্প
- ডিজএবিলিটি (SSI)
- সোশ্যাল সিকিউরিটি (SS)
- রিটারম্যান্ট বেনিফিট



Md. Ali
B.Sc. LLB
Chittagong University
★
Retired Govt. Officer
Bangladesh

148-45, Hillside Ave, 2nd Fl, Suite 204
Jamaica, NY 11435

Phone/Fax:
917-200-6160

আমাদের প্রতিশ্রুতি – নিরাপত্তা, নিশ্চয়তা ও সাশ্রয়ী মূল্যের ইন্স্যুরেন্স সেবা প্রদান করা

EnR Insurance BroKerage

একটি বিশ্বস্ত এবং অভিজ্ঞ বাংলাদেশী প্রতিষ্ঠান

4122 75th Street
Elmhurst, NY 11373
(718) 310-0413

আমাদের ইন্স্যুরেন্স সেবাসমূহঃ

হোম ইন্স্যুরেন্স
- Home/ Co-op/ Condo/Renters
- High Value Home
- Vacant Property/ Land
- Builders Risk

Home Business
Masjid, Church & Temple
Umbrella Insurance & More

কমার্শিয়াল ইন্স্যুরেন্স
- Commercial Property
- Commercial Package Policy
- Business Owners Policy
- Disability Insurance
- Workers' Compensation
- Professional Liability
- Construction Insurance
- One Day Event

আমরা মেডিকেয়ার ইন্স্যুরেন্স সেবাও দিয়ে থাকি
Providers: HealthFirst, VNS, United, WellCare, Aetna, Fidelis Care



Home Insurance Carriers

DB Insurance, Hyundai, Liberty Mutual, Otsego Mutual, Travelers, Associated Mutual, Sterling, Kingstone, Security Mutual & More.

Mohammed Tohin, Broker
info@enrinsurance.com
Fax: (718) 650-2245
www.enrinsurance.com

LIBERTY REAL ESTATE SCHOOL
NYS Approved Real Estate School

রিয়েলএস্টেটের লাইসেন্স করুন
বছরে লক্ষ ডলার আয় করুন

বিস্তারিত তথ্য এবং ক্লাসের সময় সুচি জানতে কল করুন +1 (929) 393-8620

- SALESPERSON COURSE : 75 HOURS
- CONTINUING EDUCATION : 22.5 HOURS
- BROKER COURSE : 45 HOURS

YOU LEARN :

The easiest way to buy and sell a home
Learn for Being a professional Realtor or for knowledge
Buying and selling a home as an investment
The market price of house goes up and down
Buy for profit, sell for profit (fix-flip)
What to do to buy your own house
Rules of buying and selling properties
Different types of mortgage loans

Jackson Heights Office:
37-22 73rd Street, Suite 2A
Jamaica Office:
167-16 Hillside Avenue
917 781 0647, 929 399 9352
libertyrealestateschool@gmail.com

TOUR Packages

১ দিনের ট্যুর (নিউইয়র্ক থেকে)

বস্টন ভ্রমণ	$ ১১৯
আমেরিকান জ্বিম মল	$ ৩০
ওয়াশিংটন ডিসি	$ ১০৯
ফিলাডেলফিয়া (চেরি ব্লসম)	$ ১০৯
লেগোল্যান্ড, নিউইয়র্ক	$ ১৪৮
চুয়াং ইয়েন মনাস্ট্রি ও মহাযান টেম্পল	$ ৭৮
ফল সংগ্রহ ও হ্যাপি ফার্ম	$ ৬৮
জিম থার্প (সুইস টাউন, পেনসিলভেনিয়া)	$ ৮৮
লিউইন ফার্মস, ল্যাভেন্ডারস বাই দ্য বে ও ট্যাঙ্গার আউটলেটস	$ ৬০
শ্রী স্বামিনারায়ণ মন্দির (রবিনসভিল) ও লংউড পার্ডেন্সস্	$ ৬৮
লং আইল্যান্ড গেম ফার্ম, শিশুদের চিড়িয়াখানা, ভ্যাভারলিট মিউজিয়াম ও প্ল্যানেটোরিয়াম	$ ৬৮

২ দিনের ট্যুর

ফিলাডেলফিয়া+ওয়াশিংটন ডিসি	$ ২৪৮
কেপ মে	$ ৩৪৮
স্টারগেজিং ট্যুর	$ ৩৪৮
নিউ হেভেন+রোড আইল্যান্ড+বস্টন	$ ২৫৮
নায়াগ্রা+ওয়াটকিস গ্লেন+ফিঙ্গার লেক	$ ১৮৮
অ্যালিস টাউন ও মার্থাস ভিনইয়ার্ড	$ ৩৩৮
থাউজ্যান্ড আইল্যান্ডস+কর্নেল ইউনিভার্সিটি+ওয়াইনারি	$ ২৮৮
শ্রী স্বামিনারায়ণ মন্দির+আমিশ ফার্ম+হার্শিস চকলেট ওয়ার্ল্ড	$ ৩১৮
ওয়াশিংটন ডিসি (চেরি ব্লসম)+ফিথসোনিয়ান+ওল্ড টাউন আলেক্সান্দ্রিয়া	$ ১৯৮

৩ দিনের ট্যুর

নায়াগ্রা ফলস+বস্টন	$ ৩২৮
নায়াগ্রা ফলস+থাউজ্যান্ড আইল্যান্ডস	$ ৪২৮
ওয়াশিংটন ডিসি+নায়াগ্রা ফলস	$ ২৮৮
নায়াগ্রা ফলস+টরেন্টো+থাউজ্যান্ড আইল্যান্ডস	$ ৪৬৮
বস্টন+পোর্টল্যান্ড+আকাডিয়া ন্যাশনাল পার্ক	$ ৪৯৮

বুকিং ও তথ্যের জন্য আজই যোগাযোগ করুনঃ

ট্যুরস্ এন্ড ফান

136-21 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11418
917-378-4921, 929-928-5001
info@toursandfun.com | www.toursandfun.com

আমরা মেক্সিকো, দক্ষিন আমেরিকা, ইউরোপ এবং এশিয়াতেও ট্যুর প্যাকেজের ব্যবস্থা করি।

আরামদায়ক পরিবহন • অভিজ্ঞ গাইড • পরিবার ও গ্রুপের জন্য বিশেষ ছাড়!

First Time in NY

COMMUNITY CONNECT

Scan to Register

Tuesday June 17th, 2025
5.00 PM - 7.30 PM

150 State Street 4 FL
Albany 12207 NY

Speakers



The Next Bangladesh:
Powered by its Global Citizens (NRBs)

Quazi M. Ahmed
LLB, MBA (IBA), MA (Japan), IMP (NYU, USA), CISS (Norway)
Global Leadership Trainer & Coach
Founder & President, BOND
CEO, Global Center of Excellence, LLC

Cybersecurity Awarness:
Protecting Ourselves and Our Community



Mahbub Rahman
IT Professional & Career Coach
Founder & CEO at Sustain Secure and The Triple Zero LLC

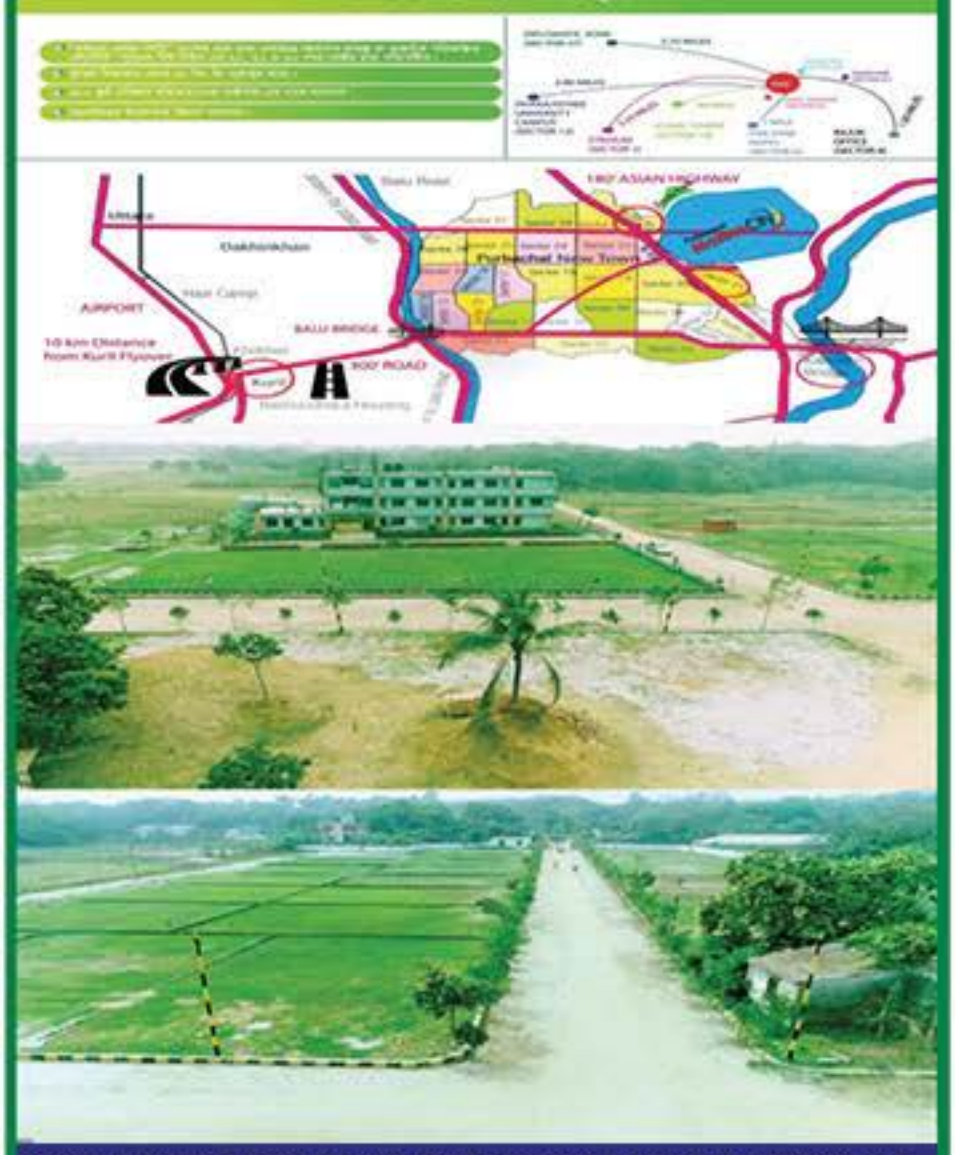
Refreshments will be served

Hosted by
MAJESTIC TOUCH

Organizing Partners
BOND, SUSTAIN SECURE, QUAZI consultants, GLOBAL, EAGLES BOOST, triplezero, CXO GLOBAL ALLIANCE, America TECH

পূর্বাচল মেরিন সিটিতে সাশ্রয়ী মূল্যে প্লট ক্রয় করে বাড়ী নির্মাণের সুবর্ণ সুযোগ

মানচিত্রে প্রকল্পের অবস্থান



যোগাযোগঃ ATM Salah Uddin, Cell: 929-462-2170, Md Mofizur Rahman, Cell: 929-395-3945
Address : 37-18-73rd st. Suite 501, Jackson Heights, NY 11372

Video & Photo PRODUCTION SERVICES

সোশ্যাল মিডিয়ার জন্য কনটেন্ট দরকার?
আমাদের হাতে তৈরি করুন ফাস্ট ও স্মার্টলি!

DFC TV
DREAM FRAME CREATIVE

- Brand Videos
- Event Coverage
- Product Demos
- Corporate Videos
- Video Editing

ইভেন্ট কভারেজ থেকে কর্পোরেট ভিডিও
–সবকিছু এক ছাতার নিচে!

আমাদের সেবাসমূহ:
ইভেন্ট ফিল্মিং (বিয়ে, গায়ে হলুদ, জন্মদিন)
কর্পোরেট ও প্রোমোশনাল ভিডিও
সোশ্যাল মিডিয়া ও ইউটিউব কনটেন্ট
লাইভস্ট্রিমিং (Facebook, YouTube)
ডকুমেন্টারি



Phone
(646) 457-6732
(929) 498-0979

Website
www.dfcreative.org

Location
Jamaica, NY 11432

US BANGLA TAX & MULTISERVICES INC.
US BANGLA TECHNOLOGY & SUPPLIES INC.
US BANGLA DEVELOPER & PROPERTY INC.

One Stop Services

Chandan Gupta
President
347-239-3408

Mostafezur Rahman
Vice President
646-361-0250

Authorized e-file Provider

37-47 73rd Street, Suite #217
Jackson Heights, NY-11372
Tel :718-255-6783
Fax:718-255-6783
usbanglagroup@yahoo.com

Services : Individual & Business Tax Services, Immigration Services, Loan Modification, Real Estate Property Investment.

আপনার স্বপ্নের বাড়ীটি বেছে নিন

Dream Cottage Realty Inc

আমরাই আপনার এটর্নি, প্রি-অ্যাপ্রুভড লোন সহ সকল ব্যাবস্থা করে থাকি।

শত ভাগ গ্যারান্টি
সবচেয়ে কম রেটের মর্টগেজে সহযোগীতা প্রদান করা হয়



Fazle **Shohag Khan**
Licensed Real Estate Sales

Cell: 1-917 770 1341
Office: 1-516 800 5160
e-mail: shohag.khan@hotmail.com

ICOR আয়কর TAX & CONSULTING

MAXIMIZE YOUR REFUND

CLAIM EVERY CREDIT & DEDUCTION YOU DESERVE

Tax Prep & Consulting Services for Individuals & Businesses

Our Services

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER

- Individual Tax Preparation (Form W-2, 1098, 1099 ...)
- Business Tax Preparation (Corporation, LLC, Partnership, Not-for-Profit ...)
- Self-Employed Tax Preparation (Uber, Lyft, Taxi ...)
- Amended Tax Preparation
- Sales Tax Preparation
- Tax Planning & Consulting
- Year-Round Support
  Notary, Immigration, RAPID DIVORCE, Insurance – 7702 Plan, Copy, Scan, Print, E-mail ...
- BUSINESS SETUP LLC, INC., Not-for-Profit, Nonprofit...



You Can Trust Us for Accurate, Reliable, and Professional Tax Filing.



30 MINUTES FREE NO OBLIGATION CONSULTATION



Md Mukhter Hossain, CEO
Financial Service Consultant
347-266-3376, 646-651-0945

Nadira Hossain, MA
Tax Assistant
646-651-2787

ICOR Multi Services Inc.
icormultis@gmail.com
7226 Roosevelt Ave, Suite - 201, Jackson Heights, NY 11372

ICOR আয়কর TAX & CONSULTING

PAY LESS TAXES

PROVEN TAX STRATEGIES

The IRS won't tell you which CREDITS & DEDUCTIONS you are missing—but I WILL.

Small Business Owners, Rental Property Owners, Self-Employed Individuals, and Investors...
Discover what you have been overlooking ...

Customize Tax Planning Can Maximize Your Tax Savings

Tax-Advantaged Accounts are Dedicated Savings Vehicles—Specially Designed to Give You and Your Family Extra Tax Benefits in Exchange for Saving Money for Specific Goals-Like: Retirement, Education, Wealth Creation, Financial Security ...

- Retirement Plans - 401(k), IRA, Roth IRA ...
- Education plans - 529 Plan, Coverdell ESA, UGMA/UTMA ...
- Health Savings Account - HSA
- Flexible Savings Account - FSA
- Achieving a Better Life Experience Account - ABLE
- Tax-efficient investment - ETFs, Index Funds ...
- Tax-advantaged investment - Municipal Bond, Treasury Bond ...



Income Continuation Plan – 7702 Plan – Permanent Life Insurance is a Hybrid Financial Tool / Unique Blend of Financial Protection for you & your business, assets and family / Tax Exempt Financial Asset: MULTI-PURPOSE FUND for you to access for any reason without penalty & taxes – Emergencies, Education, Retirement, Opportunities ... while FINANCIAL SECURITY & TAX-FREE INCOME for your family and loved ones.

Estate Planning : can be used to Equalize Inheritances or Provide Funds For Estate Taxes...

I am a Professional Financial Coach, Tax Advisor, and Licensed Insurance Broker
I am happy to assist you with your Financial Planning, Tax Planning, Budgeting, Debt Management, and Insurance Needs



Md Mukhter Hossain, CEO
Financial Service Consultant

ICOR Multi Services Inc.
7226 Roosevelt Ave, Suite - 201, Jackson Heights, NY 11372
347-266-3376, 646-651-0945 icormultis@gmail.com



HP

HAVEN POINT
HOME CARE INC.
A Home Health Care Consultant

PCA HOME CARE SERVICE

আমরা সর্বোচ্চ রেট পেতে সহযোগিতা করছি

আপনি কি PCA HOME CARE সেবা নিতে চান?

আমরা HHA/PCA সার্টিফিকেট প্রদানে সহায়তাসহ হোম কেয়ার সংক্রান্ত সকল প্রকার সহযোগিতা করে থাকি।

ডে কেয়ারের
সেবা নিলে পাচ্ছেন
সর্বোচ্চ সুযোগ সুবিধা

আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন:
470 447 8625
917 519 1151

ডে কেয়ার ও হোম কেয়ার সেবা নিতে আজই যোগাযোগ করুন

1088 Liberty Ave. Brooklyn, NY 11208

NY INSURANCE

BROKEAGE INC.

TLC INSURANCE SPECIALIST

718 476-2025

NY CAR & LIMO

SERVICES INC

BLACK & GREEN CAR BASE

718 727 4444

BEGINNER'S

DRIVING ACADEMY

YOUR DRIVER LICENSE IS OUR RESPONSIBILITY

929 244-7730

DMV EXPRESS

PLATES
NEW, SURRENDER & TRANSFER

TITLE
NEW & DUPLICATE TITLE REQUEST

REGISTRATION
NEW, REPLACE, RENEWAL & TRANSFER

929-244-7730

EXCELSIOR

Charles Rutenburg Realty Inc.

255 Executive Drive, Suite 104, Plainview, New York 11803
Office: (516) 575-7500 | Fax: (516) 575-7501
www.crrli.com

আমরা বাড়ী ক্রয়-বিক্রয় করিতে সহায়তা করে থাকি।

One Key® MLS



Shamsud Doha
Licensed Real Estate Salesperson
(718) 415-0013
doha57@aol.com

RESIDENTIAL • CO-OP & CONDO • SHORT SALE • FORECLOSURES

We Speak বাংলা, English, हिन्दी العربية

ALAM MEDICAL

লং আইল্যান্ডে ডিয়ার পার্কে
আপনার পরিবারের স্বাস্থ্যসেবা এখন হাতের নাগালে।

Dr. Rehana Alam
DO, DPM
Board certified family medicine physician



আমাদের সেবাসমূহ :

- হেলথ চেকআপ।
- দীর্ঘস্থায়ী (ক্রনিক) রোগ নির্ণয় ও ব্যবস্থাপনা (ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ ও অন্যান্য)।
- রোগ প্রতিষেধক টিকা প্রদান।
- শিশু ও কিশোর-কিশোরীদের স্বাস্থ্যসেবা।
- নারীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও সেবা, যার মধ্যে রয়েছে জরায়ুর ক্যান্সার নির্ণয়ের জন্য প্যাপ স্মিয়ার, গর্ভধারণ পরামর্শ ও মেনোপজ ব্যবস্থাপনা সহায়তা।

আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

Contact us 631-778-4048 1755 Deer Park Ave, Deer Park, NY 11729
www.alammedical.com

WIN ZONE REALTY INC.
Licensed Real Estate Broker

Specialist on Residential & Commercial, Bank Own Properties, Short Sale, REO and Loan Modification.
Hard Money Loan Available.

রিয়েল স্টেট লাইসেন্স প্রাপ্ত আমেরিকাতে বাড়ি বেচা-কেনা ও লোন সংক্রান্ত বিষয়ে বহু বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন বিশিষ্ট রিয়েল্টর



Somnath Ghosh (SAM)
Licensed Real Estate Agent
Tel: (Direct)
646-597-1760

Office : 81-15 Queens Blvd
2nd FL, Elmhurst, NY 11373
Tel: 718-899-7000
Fax: 516-407-5615
Email:sstreamline@ gmail.com

মর্টগেজ নিয়ে আপনি কি বাড়ী কিনতে চান?
Low Income, No Problem

MEADOWBROOK
FINANCIAL MORTGAGE BANKERS CORP.



Direct Lender
আমরা ফ্রি পরামর্শ দিয়ে থাকি

★ ট্যাক্সী ক্যাব এবং বিজনেস ওনারদের জন্য বিশেষ প্রোগ্রাম
★ এক বছরের ট্যাক্স ফাইল (১০৯৯) দিয়ে বাড়ী কিনতে পারেন মাত্র ৫% ডাউন পেমেন্ট

646-920-4799

আপনাদের সেবাই আমাদের লক্ষ্য

- ব্যক্তিগত পরামর্শ
- ইন্টারেষ্ট রেট কম
- ইনভেষ্টমেন্ট
- ফ্রি এপ্রোভাল
- ফাষ্ট ক্লোজিং
- দ্রুত এবং বিশ্বস্ত



139-27 Queens Blvd, Jamaica, NY 11435
Akib Hussain

FOR SALE



945A Herkimer Street, Brooklyn, NY 11233
Legal 3 Family
Asking: 1,599,000



1550 Parker St, Bronx, NY 10462
Legal 8 Family, 2 car garage, Drive way, built in 2011, Yearly Tax $325
Asking: 2,100,000



2114 Lacombe Ave, Bronx, NY 10473



1630 Salem Rd, Valley Stream, NY 11580

Please call for buying, selling or rental

BUYING | SELLING | RENTAL | ক্রয় | বিক্রয় | ভাড়া



KAMRUZ ZAMAN BACCU
Licensed RE Salesperson
347-465-3220
Email: kamruzbaccu1@gmail.com
WINZONE REALTY INC.
Licensed Real Estate Broker
81-15 Queens Blvd, Elmhurst
New York 11373



নিউইয়র্কে নীলা ড্যান্স একাডেমির 'নৃত্য অর্পণ'

৬২ পৃষ্ঠার পর

ঐতিহ্য, গুরুদের শিক্ষা এবং নতুন প্রজন্মের শিল্পচর্চার প্রতি এক নিবেদন।

সন্ধ্যার প্রথম পর্বে ছিল ধ্রুপদি নৃত্যধারা কুচিপুড়ি। এ পর্বে একাডেমির নবিন শিল্পীরা কাশীনাথা শব্দম, যতিস্বর, শ্রী সরস্বতী নমস্তুতে, রামায়ণ শব্দম, বৃন্দাবনী সারং তিল্লানা ও মঙ্গলম পরিবেশন করেন। নৃত্যের ছন্দ, পদচারণা ও অভিব্যক্তির পাশাপাশি পৌরাণিক কাহিনি ও ভক্তিরসের নানা অনুষঙ্গ উঠে আসে এসব পরিবেশনায়। রামায়ণ শব্দমে কুচিপুড়ীর অভিনয় ভঙ্গির মধ্য দিয়ে রামায়ণের কাহিনি তুলে ধরা হয়। আর মঙ্গলমে দেবী দুর্গা, লক্ষ্মী ও সরস্বতীর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের মধ্য দিয়ে কুচিপুড়ী পর্বের সমাপ্তি ঘটে। কুচিপুড়ী নৃত্য পরিবেশনায় ছিল দক্ষিণ ভারতীয় কর্ণাটকী সংগীতের সরাসরি সহযোগিতা। অর্কেস্ট্রায় কণ্ঠে ছিলেন অর্চনিকা শ্রীনিবাসান, মৃদঙ্গমে কাবিশান জেগানাথান এবং বেহালায় অনিশা শ্রীবৎস। তাঁদের লাইভ সংগীতের সঙ্গে শিক্ষার্থীরা কুচিপুড়ির ছন্দ, পদচারণা ও অভিনয় পরিবেশন করেন।

এরপর মঞ্চে আসে শাস্ত্রীয় নৃত্যধারা কথক। গণেশ বন্দনা দিয়ে শুরু হওয়া এ পর্বে পরিবেশিত হয় তিনতাল, ঝাঁপতাল, সরগম, তারানা এবং গৎ নিকাস ও তিহাই । কথকের সূক্ষ্ম পদচারণা, তাল-লয়ের বৈচিত্র্য, ঘূর্ণন ও অভিব্যক্তির মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীরা এ ধ্রুপদি নৃত্যধারার বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য তুলে ধরেন। বিশেষ করে তিনতাল ও ১০ মাত্রার ঝাঁপতালের পরিবেশনায় কথকের ছন্দ ও লয়ের বিন্যাস গুরুত্ব পায়। কথক পর্বে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে ছিল উত্তর ভারতীয় হিন্দুস্থানি সংগীতের লাইভ অর্কেস্ট্রা। কণ্ঠে ছিলেন বাংলাদেশী সঙ্গীতশিল্পী ফটিক চৌধুরী, তবলায় মাইক লাকাশিন এবং সারেঙ্গিতে রোহান মিশ্র। তাঁদের সরাসরি সঙ্গতে পরিবেশিত হয় কথকের বিভিন্ন নৃত্যরচনা। নীলা ড্যান্স একাডেমির নৃত্যগুরু ড. নীলা জেরীন তাঁর শিক্ষার্থীদের পরিবেশনার জন্য এই দুই স্বতন্ত্র লাইভ অর্কেস্ট্রাকে পরিচালনা ও সমন্বয় করেন।

অনুষ্ঠানের সম্মানিত অতিথি ছিলেন কর্ণাটকী সংগীত, পাশ্চাত্য ধ্রুপদি পিয়ানো ও ভরতনাট্যমে প্রশিক্ষিত গুণীজন শ্রীমতি কামিনি ভান্ডাপানি তিনি দক্ষিণ ভারতের ইতিহাস ও সংস্কৃতি নিয়েও লেখালেখি করেন। প্রায় চৌদ্দ বছর আগে ড. নীলা জেরীনের কুচিপুড়ি নৃত্য-সমাপনী অনুষ্ঠান বা রঙ্গপ্রবেশমে কণ্ঠসংগীত পরিবেশন করেছিলেন তিনি। এবারের অনুষ্ঠানে বক্তব্যে শ্রীমতি কামিনি ভান্ডাপানি নতুন প্রজন্মের মধ্যে কুচিপুড়ী ও কথকের মতো ধ্রুপদি শিল্পধারা ছড়িয়ে দিতে ড. নীলা জেরীনের প্রচেষ্টার প্রশংসা করেন।





নীলা ড্যান্স একাডেমির প্রতিষ্ঠাতা, পরিচালক ও শিক্ষক ড. নীলা জেরীন কথক ও কুচিপুড়ী, শাস্ত্রীয় নৃত্যের এই দুই স্বতন্ত্র ধারায় প্রশিক্ষিত একজন নৃত্যশিল্পী। কথকে তাঁর গুরু শ্রীমতী প্রেরণা দেশপান্ডে এবং কুচিপুড়িতে শ্রীমতী সাধনা পারাঞ্জি। দুই দশকের বেশি সময় ধরে তিনি নিউইয়র্কসহ বিভিন্ন মঞ্চ, নৃত্যোৎসব ও সাংস্কৃতিক আয়োজনে নৃত্য পরিবেশন করে আসছেন।

'নৃত্য অর্পণ'-এর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল একই মঞ্চে দুই স্বতন্ত্র ভারতীয় ধ্রুপদি নৃত্য ও সংগীতধারার সমন্বয়। বাংলাদেশি ড. নীলা জেরীনের শিক্ষাচর্চার আরেকটি উল্লেখযোগ্য দিক তাঁর একাডেমির বহুসাংস্কৃতিক শিক্ষার্থীসমাজ। ভারতীয় শাস্ত্রীয় নৃত্যের তালিম নিতে বাংলাদেশী শিক্ষার্থীদের ভারতীয় গুরু ও প্রতিষ্ঠানের কাছে যাওয়ার চিত্রটি অতি পরিচিত। ড. জেরীনের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে এর বিপরীত সাংস্কৃতিক প্রবাহ। তাঁর কাছে কুচিপুড়ী ও কথকের তালিম নিতে আসছেন ভারতীয় বংশোদ্ভূত শিক্ষার্থীসহ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ও জাতিগত পটভূমির শিক্ষার্থীরা। নিউইয়র্কের বহুসাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে একজন বাংলাদেশি নৃত্যগুরুর কাছে ভারতীয় বংশোদ্ভূত শিক্ষার্থীদের এই দুই ধ্রুপদি নৃত্যধারায় প্রশিক্ষণ নেওয়া তাঁর শিক্ষাযাত্রায় যোগ করেছে এক স্বতন্ত্র মাত্রা। নীলা ড্যান্স একাডেমির লক্ষ্যও কেবল দক্ষিণ এশীয় জনগোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। সাংস্কৃতিক বা জাতিগত পরিচয় নির্বিশেষে আগ্রহী শিক্ষার্থীদের কাছে কথক ও কুচিপুড়ীর ঐতিহ্য পৌঁছে দেওয়া এবং নতুন প্রজন্মের মধ্যে এই দুই শাস্ত্রীয় নৃত্যধারার চর্চা অব্যাহত রাখাকে প্রতিষ্ঠানটি গুরুত্ব দেয়।





মিশিগানে এটর্নি মঈন চৌধুরী সংবর্ধিত

৬৪ পৃষ্ঠার পর

আয়োজন করা হয়। এতে বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত আইনজীবী, আইন পেশার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এবং কমিউনিটির প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করেন। সংবর্ধনার জবাবে অ্যাটর্নি মঈন চৌধুরী বলেন, দল-মত নির্বিশেষে মক্কেলকে আইনি সেবা প্রদান করা একজন আইনজীবীর প্রথম ও প্রধান কর্তব্য। আইনজীবীদের পেশাগত দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে দলীয় পরিচয় বা রাজনৈতিক মতপার্থক্যের ঊর্ধ্বে থেকে মানুষের আইনগত অধিকার রক্ষাকে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত। আইন পেশার মূল ভিত্তি হচ্ছে ন্যায়বিচার, পেশাগত নৈতিকতা, দায়িত্ববোধ এবং আইনের শাসনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকা। বাংলাদেশি লইয়ার্স অ্যাসোসিয়েশন অব মিশিগানের আহ্বায়ক অ্যাডভোকেট আব্দুর রহিমের সভাপতিত্বে সংবর্ধনা অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানটি যৌথভাবে সঞ্চালনা করেন অ্যাডভোকেট কায়সার হাসান শিমন এবং অ্যাডভোকেট মোহাম্মদ শফিউল আলম মাহুম।

এতে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের যুগ্ম আহ্বায়ক অ্যাডভোকেট মহাব্বত খান, সিলেট জেলা আইনজীবী সমিতির সাবেক সভাপতি অ্যাডভোকেট মোহাম্মদ শাহা, অ্যাডভোকেট সামিনা, অ্যাডভোকেট নুরুল ইসলাম মঈনুল, অ্যাডভোকেট মঈনুদ্দিন আহমেদ, অ্যাডভোকেট মাহমুদুর রহমান, অ্যাডভোকেট মহসিন চৌধুরী ও অ্যাডভোকেট রুকসানাসহ অন্যান্য আইনজীবী এবং কমিউনিটির প্রতিনিধিরা।

শেখ হাসিনার স্বাক্ষর জাল করে পাসপোর্টের আবেদন


I, Sheikh Hasina (née Wazed), born in Tungipara on 28 September 1947, national of Bangladesh currently residing in India, hereby authorise my legal representative, Mr Steven Powles KC (Barrister) of Matrix Chambers, London, UK, to submit to the Bangladesh High Commission in New Delhi, India, a request for a new passport and a National Identity Card.

Signed: Sheikh Hasina

Sheikh Hasina

Dated: 4 November 2026

matrix

৬৪ পৃষ্ঠার পর

সংক্রান্ত কার্যক্রমের জন্য আরেকটি চিঠি পাঠানো হয়েছে। 'ম্যাট্রিক্স' নামক একটি প্রতিষ্ঠানের পরিচয়ে এই বিতর্কিত চিঠিটি হাইকমিশনে পাঠানো হয়।

তথ্য অনুযায়ী, এর আগেও একই ধরনের প্রক্রিয়ায় হাইকমিশনে যোগাযোগের চেষ্টা করা হয়েছিল। সর্বশেষ পাঠানো চিঠিতে শেখ হাসিনার স্বাক্ষর ব্যবহার করে পাসপোর্ট ও এনআইডি নবায়ন কিংবা নতুন করে ইস্যু করার আবেদন জানানো হয়। তবে হাইকমিশনের কর্মকর্তাদের প্রাথমিক যাচাই-বাছাইয়ে স্বাক্ষরটির সত্যতা নিয়ে গুরুতর সন্দেহ দেখা দেয় এবং পরবর্তীকে এটি জাল বলে চিহ্নিত হয়। বর্তমান পরিস্থিতিতে সাবেক প্রধানমন্ত্রীর নামে এ ধরনের দাপ্তরিক আবেদন ও স্বাক্ষর জালিয়াতির বিষয়টিকে অত্যন্ত সংবেদনশীল হিসেবে দেখছে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ। কূটনৈতিক শিষ্টাচার ও প্রচলিত পাসপোর্ট-এনআইডি আইনের আওতায় কোনো ব্যক্তির নগরীতে উপস্থিতি বা যথাযথ আইনি প্রক্রিয়া ছাড়া এ ধরনের সেবা পাওয়ার সুযোগ নেই। ফলে বিষয়টি আনুষ্ঠানিকভাবে ঢাকার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলোকে অবহিত করা হয়েছে। রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র জালিয়াতির এই অপচেষ্টা রোধে হাইকমিশন এবং সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলো সর্বোচ্চ সতর্ক অবস্থানে রয়েছে। এই জালিয়াতির নেপথ্যে কারা জড়িত এবং 'ম্যাট্রিক্স' পরিচয়ে কারা বারবার হাইকমিশনে এ ধরনের চিঠি পাঠাচ্ছে, তা খতিয়ে দেখতে ইতোমধ্যে তদন্ত শুরু হয়েছে বলে জানা গেছে।

কৃষক ন্যায্য মূল্য পেলেই নবান্ন উৎসব সার্থক হয়

১২ পৃষ্ঠার পর

তবে সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে নবান্নের চেহারাতেও কিছু পরিবর্তন এসেছে। কৃষিক্ষেত্রে যান্ত্রিকীকরণ, নগরায়ণ এবং জীবনধারার দ্রুত পরিবর্তনের কারণে অনেক পুরোনো রীতি আজ আর আগের মতো দেখা যায় না। হারিয়ে যেতে বসেছে গ্রাম বাংলার অনেক ঐতিহ্য। ঢেঁকিতে ধান ভানার দৃশ্য এখন প্রায় হারিয়েই গেছে। যৌথ পরিবারের সংখ্যা কমে যাওয়ায় অনেক ক্ষেত্রে উৎসবের পরিসরও সংকুচিত হয়েছে। শহরমুখী কর্মসংস্থানের কারণে অনেক তরুণ নবান্নের সময় নিজ গ্রামে উপস্থিত থাকতে পারেন না। ফলে উৎসবের কিছু ঐতিহ্য ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হওয়ার আশঙ্কাও তৈরি হয়েছে। তবে আশার কথা হলো, শহরাঞ্চলেও বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংগঠন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং সামাজিক সংগঠনের উদ্যোগে এখন নবান্ন পালিত হচ্ছে। শহরে পিঠা উৎসব, লোকসংগীতের অনুষ্ঠান এবং কৃষিভিত্তিক সাংস্কৃতিক আয়োজনের মাধ্যমে নতুন প্রজন্মের কাছে এ ঐতিহ্য তুলে ধরা হচ্ছে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে অনেকে তাদের নবান্ন উদ্‌যাপনের ছবি ও স্মৃতি শেয়ার করছেন, যা উৎসবটিকে নতুন প্রেক্ষাপটে জনপ্রিয় করে তুলছে।

বাংলার ইতিহাস, সংস্কৃতি এবং কৃষিজীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে নবান্নের গুরুত্ব অপরিসীম। এটি আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে সভ্যতার সকল অগ্রগতির পেছনে খাদ্য উৎপাদন এবং কৃষকের অবদান কতটা গুরুত্বপূর্ণ। আধুনিক নগরজীবনের ব্যস্ততার মধ্যেও নবান্ন আমাদের শিকড়ের দিকে ফিরে তাকাতে শেখায়। নতুন ধানের প্রতিটি শীষ যেন কৃষকের ঘাম, সংগ্রাম এবং আশার গল্প বহন করে।

পরিশেষে বলা যায়, নবান্ন কেবল নতুন অন্নের উৎসব নয়; এটি বাংলার আত্মপরিচয়ের এক উজ্জ্বল প্রতীক। নতুন ধানের ঘ্রাণ, পিঠা-পুলির স্বাদ, পারিবারিক মিলন, সামাজিক সম্প্রীতি এবং কৃষকের শ্রমের প্রতি শ্রদ্ধা মিলিয়ে নবান্ন হয়ে উঠুক বাঙালির প্রাণের উৎসব। যুগ বদলেছে, জীবনধারা বদলেছে, কিন্তু নবান্নের আবেদন আজও অমলিন। কারণ এই উৎসবের মূলে রয়েছে মাটি, মানুষ এবং জীবনের প্রতি গভীর ভালোবাসা; আর সেই ভালোবাসাই প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে নবান্নকে বাংলার হৃদয়ে জীবন্ত করে রেখেছে। এ নবান্নকে জীবন্ত রাখতে হলে সবার আগে এখন কৃষকের মুখে হাসি ফোটাতে হবে। আর এজন্য উৎপাদিত কৃষি পণ্যের ন্যায্য মূল্য নিশ্চিত করতে হবে সবার আগে। সরকার ও সংশ্লিষ্ট সবাই বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করবেন বলে প্রত্যাশা করছি।

লেখক : অধ্যাপক, কৃষি অর্থায়ন বিভাগ, শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

ভিসা, মাস্টারকার্ড ও জেপি মরগানের হাজারো গ্রাহকের তথ্যে সাইবার হামলা

৬৪ পৃষ্ঠার পর

একটি ব্যাংকার গ্রুপ। এক সপ্তাহের মধ্যে আর্থিক খাতে এটি দ্বিতীয় বড় ধরনের সাইবার নিরাপত্তা বিপর্যয়।

দেশটির বৃহত্তম ব্যাংক জেপি মরগান চেজ জানিয়েছে, ন্যানদনওয়ার গোষ্ঠী 'নন' তাদের প্রায় ১৬ হাজার সম্পদশালী গ্রাহকের ইমেইল ঠিকানা, ফোন নম্বর এবং অ্যাকাউন্ট পরিচিতি নম্বর প্রকাশ করেছে। বৃহস্পতিবার ব্যাংকাররা এসব তথ্য প্রকাশ করে বলে ব্যাংকটি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে দেওয়া বিবৃতিতে জানিয়েছে।

ব্যাংকের দাবি, তাদের সরাসরি ব্যবস্থায় নয়, বরং সেবা প্রদানকারী তৃতীয় পক্ষের প্রতিষ্ঠানগুলোর ওপর হামলা চালিয়ে তথ্য হাতিয়ে নেওয়া হয়েছে। সাইবার অপরাধীরা এর আগেও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের তৃতীয় পক্ষের সেবা প্রদানকারী সংস্থাকে লক্ষ্যবস্তু করেছে। চলতি সপ্তাহের শুরুতে প্রায় ১৮০টি বড় ওয়েবসাইটে ক্ষতিকর সফটওয়্যার প্রবেশ করানোর ঘটনাও সামনে আসে। ফাঁস হওয়া তথ্যগুলো জেপি মরগানের 'রিজার্ভ' কর্মসূচির গ্রাহকদের সঙ্গে সম্পর্কিত বলে ধারণা করা হচ্ছে। এটি তিসার একটি বিশেষ আমন্ত্রণভিত্তিক ক্রেডিট কার্ড কর্মসূচি, যেখানে সাধারণত গ্রাহকদের পরিচালনাধীন সম্পদের পরিমাণ ১ কোটি ডলারের বেশি থাকতে হয়। ব্যাংকটি ঠিক কখন সাইবার হামলার ঘটনা ঘটেছে কিংবা কোন কোন তৃতীয় পক্ষের প্রতিষ্ঠান আক্রান্ত হয়েছে, তা প্রকাশ করেনি। তবে তাদের মুখপাত্র জানিয়েছেন, তথ্য ফাঁসের পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনা হয়েছে এবং মাস্টারকার্ডের পেমেন্ট নেটওয়ার্ক কিংবা গ্রাহকদের কার্ড ব্যবহার করার সক্ষমতার ওপর এর কোনো প্রভাব পড়েনি। সাইবার নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠান এসওসিআরাডার (ঋঙঈজধফৎং) জানিয়েছে, তিনটি হামলারই দায় স্বীকার করেছে হ্যাকার গোষ্ঠী নন এর আগে সোমবার জেপি মরগান চেজের অনলাইন ব্যাংকিং সেবায় বিঘ্নাটের জন্য ব্যাংকটি একটি সফটওয়্যার ত্রুটিকে দায়ী করেছিল। তবে এবারের তথ্য চুরির ঘটনার সঙ্গে আগের সেবাবিঘ্নাটের কোনো সম্পর্ক নেই বলে ব্যাংক জানিয়েছে। জেপি মরগান চেজের দাবি, সোমবারের সেবাবিঘ্নাটের সঙ্গে বৃহস্পতিবারের তথ্য ফাঁসের ঘটনার কোনো যোগসূত্র নেই। ব্যাংকটির পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, ক্ষতিগ্রস্ত গ্রাহকদের প্রয়োজন অনুযায়ী সরাসরি যোগাযোগ করা হবে এবং বিনামূল্যে ক্রেডিট পর্যবেক্ষণ সেবাসহ প্রয়োজনীয় সহায়তা দেওয়া হবে।

এদিকে, তিসার এক মুখপাত্রের বরাত দিয়ে ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল জানিয়েছে, এশিয়া-প্যাসিফিক অঞ্চলে তাদের একজন তৃতীয় পক্ষের সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান সাইবার হামলার শিকার হয়েছে। তবে তিসার নিজস্ব কোনো সিস্টেম আক্রান্ত হয়নি এবং গ্রাহকদের কার্ড নম্বরসহ কোনো পেমেন্টসংক্রান্ত তথ্য চুরি হয়নি বলে মুখপাত্র জানিয়েছেন। মাস্টারকার্ডের এক মুখপাত্রও জানিয়েছেন, তাদের একটি নির্দিষ্ট সুবিধা কর্মসূচির আওতায় থাকা গ্রাহকদের একটি অংশের সীমিত পরিমাণ তথ্য ব্যাংকারদের হাতে প্রকাশিত হয়েছে।

এদিকে, ব্যাংক অব আমেরিকা, ইউএস ব্যাংক ও ওয়েলস ফার্গোর মতো যুক্তরাষ্ট্রের অন্যান্য বড় ব্যাংকের গ্রাহকরাও বিভিন্ন সময়ান্তর কথা জানিয়েছেন। এই ঘটনাগুলো এমন এক সময়ে ঘটছে, যখন যুক্তরাষ্ট্রজুড়ে একের পর এক প্রযুক্তিগত বিপর্যয় দেখা যাচ্ছে। বিমান চলাচল, ইমেইল সেবা, হোটেল বুকিংসহ বিভিন্ন খাতে বিঘ্নাটের পাশাপাশি জাতীয় নিরাপত্তা সংস্থা এর গোপন অভ্যন্তরীণ যোগাযোগব্যবস্থাও ঝুঁকির মুখে পড়ার খবর সামনে এসেছে। বিঘ্নাটের পর দেশটির ব্যাংকগুলোর কাছে নিয়ন্ত্রক সংস্থা অফিস অব দ্য কম্পট্রোলার অব দ্য কারেন্সি (ওসিসি) তথ্য জানতে চেয়েছে বলে ব্যাংকিং খাতের এক কর্মকর্তা জানিয়েছেন। ওই কর্মকর্তা বলেন, ব্যাংকিং নিয়ন্ত্রক সংস্থা সাইবার হামলার প্রভাব কতটা বিস্তৃত, তা মূল্যায়নের চেষ্টা করছে এবং গ্রাহকদের সঙ্গে কী ধরনের যোগাযোগ করা হচ্ছে, সে সম্পর্কেও জানতে চাইছে।

এদিকে, একের পর এক সাইবার হামলা ও প্রযুক্তিগত বিপর্যয় যুক্তরাষ্ট্রের ব্যাংকিং এবং আর্থিক খাতের তথ্য নিরাপত্তা নিয়ে নতুন উদ্বেগ তৈরি করেছে। তবে তিসা ও মাস্টারকার্ডের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, তাদের মূল পেমেন্ট ব্যবস্থা নিরাপদ রয়েছে এবং কার্ড নম্বর বা পেমেন্ট তথ্য চুরির ঘটনা ঘটেনি বলে তারা দাবি করছে। *(সূত্র: নিউইয়র্ক পোস্ট ও দ্য হিল)*

ইরানের ভয়ে মধ্যপ্রাচ্যজুড়ে বাংকার নির্মাণ করছে যুক্তরাষ্ট্র

৬৪ পৃষ্ঠার পর

আঞ্চলিক পর্যায়ে নিরাপত্তা ঝুঁকি বেড়ে যাওয়ায়, কর্মীদের সুরক্ষার জন্য ব্যবহৃত আশ্রয়কেন্দ্রগুলো (যেমন-রূপান্তরিত শিপিং কন্টেইনার) দ্রুত সরিয়ে ফেলা প্রয়োজন। এর পরিবর্তে মানসম্মত, আগে থেকে তৈরি (প্রিকাস্ট) এবং শক্তিশালী কংক্রিটের বাঙ্কার স্থাপন করা এখন অত্যন্ত জরুরি ও অগ্রাধিকারমূলক বিষয়। বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়েছে, এর উদ্দেশ্য হলো ইউ.এস. সেন্ট্রাল কমান্ড এর দায়িত্বাধীন এলাকায়, বিভিন্ন দেশে সম্ভাব্য বৈরী পরিবেশে কর্মরত মার্কিন ও জোটভুক্ত নাগরিক সদস্যদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।

সস্তা ড্রোন হামলার মুখে মার্কিন প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ছিমশিম খাচ্ছে; পেন্টাগন ড্রোন খাতে বিনিয়োগ ২২৫ মিলিয়ন ডলার থেকে বাড়িয়ে ৫৫ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত করেছে। পারস্য উপসাগরজুড়ে মার্কিন ঘাঁটিগুলোতে ইরানের ধারাবাহিক ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন হামলার প্রেক্ষাপটেই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। হেগসেথ অ্যাশ বলেছেন, আমেরিকানদের আতঙ্কিত হয়ে পণ্য মজুত করার প্রয়োজন নেই। তবে পেন্টাগন এবং যুক্তরাষ্ট্রের মিত্ররা সম্ভাব্য সবচেয়ে খারাপ পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ১৭টি বাঙ্কার পাঁচটি নামরিক স্থাপনায় নির্মাণ করা হবে-যার একটি থাকবে ইসরায়েলে এবং দুটি করে থাকবে সৌদি আরব ও সেখানে। নিরাপত্তাজনিত কারণে সেনাবাহিনী এই স্থাপনাগুলোর সুনির্দিষ্ট অবস্থান গোপন রেখেছে। জানানো হয়েছে, আনুষ্ঠানিক দরপত্র আহ্বানের পর কেবল যোগ্য ঠিকাদারদেরই এই স্থানগুলোর নাম ও স্থানাঙ্ক (কোঅর্ডিনেট) জানানো হবে। প্রতিটি বাঙ্কারে থাকবে তিনটি প্রি-কাস্ট রিইনফোর্সড কংক্রিট (প্রস্তুতকৃত কংক্রিট কাঠামো) অংশ, কংক্রিটের আড়ালযুক্ত ইস্পাতের প্রবেশদ্বার এবং বালির বস্তা দিয়ে শক্তিশালী করা বাইরের দেয়াল। আক্রমণ থেকে সুরক্ষার জন্য প্রতিটি বাঙ্কারের ছাদ অন্তত ১৮ ইঞ্চি পুরু বালির বস্তার স্তর দিয়ে ঢেকে দেওয়া হবে। *(তথ্যসূত্র-চক্ষু নিউজ)*

সহিংসতার আগুনে জ্বলছে বাংলাদেশ

১ পৃষ্ঠার পর

বিএনপি ও আওয়ামী লীগ নেতাদের বাড়িতে আগুন, পুলিশ ও সাধারণ মানুষের গাড়িতে আগুন, এমনকি থানায় আগুন দেওয়ার মতো সহিংসতায় সাধারণ মানুষ নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে। সহিংসতার আগুন ঢাকায়ও দেখা গেছে।

এবারের সহিংসতায় সবার চোখ পড়েছে লগি-বৈঠা, রাম দা নিয়ে মিছিলে যোগ দিয়েছেন আওয়ামী লীগের সর্বস্তরের নেতা-কর্মীরা। পুলিশ তাতে বাঁধা দেয়নি। বাঁধা দিলে এই জনস্রোত ঠেকানো যাবে না এমন ধারণা ছিল। এক পর্যায়ে গোপালগঞ্জের পুলিশ সুপারকে ফেনীতে বদলী করলো সরকার। ফেনীর তিনিকে বদলী করা হলো গোপালগঞ্জে। টুঙ্গিপাড়ার ওসিকে বদলী করা হলো। কিন্তু এতেও কোনও কাজ হয়নি। টুঙ্গিপাড়া থানা জ্বালিয়ে দিলো আওয়ামী লীগ ও অঙ্গ সংগঠনের নেতা-কর্মীরা। পুলিশ টুঙ্গিপাড়া থানা থেকে চলে গেলে থানার অস্ত্র লুট হয়েছে। গোপালগঞ্জ জেলার সকল পুলিশ জেলার পুলিশ লাইনে বসে থাকলেন। অত্যন্ত নাজুক পরিস্থিতিতে ২১ প্লাটুন বিজিবি মোতায়েন করা হয়। তারপরও কিছুতেই গোপালগঞ্জকে নিয়ন্ত্রণে নেওয়া যায়নি। তারা বিএনপি'র দুইজন সংসদ সদস্যের বাড়িতে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছে। গোপালগঞ্জের মানুষ সড়কে গাছ কেটে ফেলে রেখে ব্যারিকেড সৃষ্টি করে। সোশ্যাল মিডিয়ায় গোপালগঞ্জের ভিডিও দেখে মনে হতে পারে বিচ্ছিন্ন দ্বীপ। গোপালগঞ্জের দৃশ্য দেখে দেশের অন্য জেলাগুলোতেও আওয়ামী লীগ ও তার অঙ্গ সংগঠনের নেতা-কর্মীরা মাঠে নামে। তারাও ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটালো। ফরিদপুরের ফতাসীন কৃষক দলের এক নেতাকে হত্যা করা হয়। বিভিন্ন জেলায় সাবেক প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনুসের গ্রামীণ ব্যাংকে হামলা করা হয়। নভেম্বরের ১৯ তারিখে লকডাউন পালন করে আ. লীগ। শরিয়তপুর, মাদারীপুরসহ পদ্মা সেতুর ওপার থেকে সড়ক যোগাযোগ বন্ধ করে দেওয়া হয়। গোটা দক্ষিণাঞ্চল ঢাকা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। সহিংসতা প্রতিরোধে বিভিন্ন স্থানে বিএনপি ও তার অঙ্গ সংগঠনের নেতা-কর্মীরা মোটর সাইকেল মহড়া দেয়। নড়াইলে এক মহড়ায় হঠাৎ গুলি চালালে বিএনপি'র দুই নেতা গুলিবিদ্ধ হয় নিহত হয়েছেন। পরিস্থিতি এখনো নিয়ন্ত্রণে নেই সরকারের। বাংলাদেশের এমন পরিস্থিতিতে পলাতক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ফিরছেন বলে তোলপাড় চলছে।

রোহিঙ্গা 'গণহত্যায়' দোষী সাব্যস্ত মিয়ানমার

৬৪ পৃষ্ঠার পর

গতকাল বৃহস্পতিবার আইসিজে রায় দিলেন। মিয়ানমার জেনোসাইড সংঘটনে দায়ী, ৯ জন বিচারক এই রায়ের পক্ষে মত দিয়েছেন। আর রায়ের বিপক্ষে মত দিয়েছেন ৬ জন বিচারক। আইসিজে এই প্রথম কোনো রাষ্ট্রকে সরাসরি জেনোসাইড সংঘটনের জন্য দায়ী করলেন।

আইসিজে রোহিঙ্গাদের ওপর সাম্প্রতিক ইতিহাসের চরম নৃশংসতার জন্য মিয়ানমারকে গোষ্ঠী নিধনের জন্য দোষী সাব্যস্ত করলেও রায় বাস্তবায়ন নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। কারণ, জাতিসংঘের সর্বোচ্চ আদালতের রায় বাস্তবায়ন কীভাবে হবে সেটি স্পষ্ট নয়।

নেদারল্যান্ডসের দ্য হেগে পিস প্যালেসে তিন ঘণ্টা ধরে রায় পড়ে শোনার আইসিজের প্রেসিডেন্ট ইউজি ইওয়াসাওয়া। তিনি বলেন, ২০১৭ সালে মিয়ানমারের নিরাপত্তা বাহিনী প্রায় ১০ হাজার রোহিঙ্গাকে হত্যা করেছে। এ সময় ব্যাপক যৌন সহিংসতা, শিশুদের ওপর চরম নির্যাতন এবং বাংলাদেশে পালিয়ে আসার সময় রোহিঙ্গাদের ওপর হামলার ঘটনাও ঘটেছে।

আইসিজে বলেছেন, মিয়ানমারের নিরাপত্তা বাহিনীর ব্যাপক নৃশংসতার যেসব প্রমাণ পাওয়া গেছে, সেগুলো থেকে একমাত্র যুক্তিসংগত সিদ্ধান্ত হলো, ২০১৭ সালে সেনাবাহিনীকে দিয়ে ক্লিয়ারেন্স অপারেশনের নামে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর একটি উল্লেখযোগ্য অংশকে ধ্বংস করার উদ্দেশ্য ছিল তাদের।

আদালত আরও বলেন, সামরিক অভিযানে নিরাপত্তা বাহিনীর পাশাপাশি সশস্ত্র বেসামরিক লোকজন অংশ নেওয়ার পরও গোষ্ঠী নিধনের ঝুঁকির বিষয়ে মিয়ানমার কর্তৃপক্ষের সচেতন থাকা উচিত ছিল। গোষ্ঠী নিধন প্রতিরোধে দেশটি তার দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়েছে।

প্রসঙ্গত ১৯৯৪ সালে রুয়ান্ডায় সংঘটিত হত্যাযজ্ঞ, ১৯৯৫ সালে বসনিয়ার স্রেব্রেনিৎসায় হত্যাযজ্ঞ এবং ১৯৭০-এর দশকের শেষ দিকে কম্বোডিয়ায় খেমাররুজের নৃশংসতাকে গোষ্ঠী নিধন হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছিল।

আইসিজের রায় রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর জন্য একটি ইতিবাচক ফল। তাই এতে বাংলাদেশের জন্যও কিছু ইতিবাচক প্রভাব রয়েছে। রোহিঙ্গা সংকট সমাধানে কীভাবে এগোনো যায়, সেটির ওপরও প্রভাব থাকবে।

হুমায়ুন কবির, পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী

তবে আইসিজে রোহিঙ্গাদের ওপর সাম্প্রতিক ইতিহাসের চরম নৃশংসতার জন্য মিয়ানমারকে গোষ্ঠী নিধনের জন্য দোষী সাব্যস্ত করলেও রায় বাস্তবায়ন নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। কারণ, জাতিসংঘের সর্বোচ্চ আদালতের রায় বাস্তবায়ন কীভাবে হবে সেটি স্পষ্ট নয়। রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে বিরোধ নিষ্পত্তি এবং আন্তর্জাতিক চুক্তি লঙ্ঘনের অভিযোগের বিচার করে আইসিজে। এই আদালতের রায় চূড়ান্ত হলেও তা কার্যকর করার ক্ষমতা ও সুযোগ খুবই সীমিত।

সনদ অনুযায়ী জাতিসংঘের এ নিয়ে পদক্ষেপ নেওয়ার কথা। সে ক্ষেত্রে নিরাপত্তা পরিষদে এ নিয়ে পদক্ষেপ নেওয়া হবে কি না, এ ব্যাপারে কূটনৈতিক বিশ্লেষকদের সংশয় রয়েছে। আর ইসলামি সহযোগিতা সংস্থার (ওআইসি) পক্ষ থেকে গাম্বিয়ার করা মামলার রায়ের পর গাজার ফিলিস্তিনিদের ওপর গোষ্ঠী নিধনের জবাবদিহির বিষয়টি জোরালো হতে পারে। সে ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিক্রিয়া কেমন হবে সেটা স্পষ্ট নয়। চীন ও রাশিয়া দীর্ঘদিন ধরে মিয়ানমারের বিরুদ্ধে নিরাপত্তা পরিষদে কোনো পদক্ষেপ নিতে দেয়নি। এখন যুক্তরাষ্ট্র আইসিজের মামলার রায় নিয়ে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে কি না, তা নিয়ে আশঙ্কা রয়েছে। চীন ও রাশিয়ার পাশাপাশি সাম্প্রতিক সময়ে নিজেদের স্বার্থের কারণে যুক্তরাষ্ট্রকে মিয়ানমারের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার উদ্যোগ নিতে দেখা গেছে।

আদালত রায়ে বলেছেন, ২০১৭ সালের 'ক্লিয়ারেন্স অপারেশনের' সময় উত্তর রাখাইন রাজ্যে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে মিয়ানমার গোষ্ঠী নিধন চালিয়েছে। এর মাধ্যমে দেশটি গোষ্ঠী নিধন প্রতিরোধ ও শাস্তিবিষয়ক সনদের অধীন নিজেদের বাধ্যবাধকতা লঙ্ঘন করেছে।

পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী হুমায়ুন কবির গতকাল সন্ধ্যায় সাংবাদিকদের বলেন, আইসিজের রায় রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর জন্য একটি ইতিবাচক ফল। তাই এতে বাংলাদেশের জন্যও কিছু ইতিবাচক প্রভাব রয়েছে। রোহিঙ্গা সংকট সমাধানে কীভাবে এগোনো যায়, সেটিরও প্রভাব থাকবে বলে তিনি মনে করেন।

আইসিজের রায়ে যা বলা হয়েছে

আদালত রায়ে বলেছেন, ২০১৭ সালের 'ক্লিয়ারেন্স অপারেশনের' সময় উত্তর রাখাইন রাজ্যে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে মিয়ানমার গোষ্ঠী নিধন চালিয়েছে। এর মাধ্যমে দেশটি গোষ্ঠী নিধন প্রতিরোধ ও শাস্তিবিষয়ক সনদের অধীন নিজেদের বাধ্যবাধকতা লঙ্ঘন করেছে।

মিয়ানমার সনদের আওতায় আরও কয়েকটি বাধ্যবাধকতা লঙ্ঘন করেছে। এগুলো হলো নিরাপত্তা বাহিনীর পাশাপাশি কাজ করা ব্যক্তিদের দ্বারা গোষ্ঠী নিধন সংঘটন প্রতিরোধ করা; গোষ্ঠী নিধন ও সনদে উল্লিখিত অন্যান্য কার্যক্রমের শাস্তি নিশ্চিত করা; এবং সনদের কার্যকর করতে প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন করা।

তবে আদালত বলেন, উত্তর রাখাইন রাজ্যে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে বেসামরিক ব্যক্তিদের গোষ্ঠী নিধন সংঘটনে মিয়ানমার প্রত্যক্ষ ও প্রকাশ্যে উসকানি দেয়নি।

আদালত আরও বলেন, ২০২০ সালের ২৩ জানুয়ারির আদেশে আদালত যে নির্দেশ দিয়েছিলেন, মিয়ানমার তা লঙ্ঘন করেছে। ওই আদেশে বলা হয়েছিল, গোষ্ঠী নিধনের অভিযোগসংশ্লিষ্ট প্রমাণ ধ্বংস বন্ধ করতে ও সংরক্ষণ নিশ্চিত করতে কার্যকর ব্যবস্থা নিতে হবে।

গোষ্ঠী নিধন সনদ লঙ্ঘনের কারণে আইসিজে মিয়ানমারকে বেশ কিছু বিষয় মেনে চলার নির্দেশ দিয়েছেন। এগুলো হলো সনদের অধীন বাধ্যবাধকতা পুরোপুরি কার্যকর করে এমন আইন প্রণয়নের মাধ্যমে চলমান লঙ্ঘন বন্ধ করা। সনদ বিরোধী কার্যক্রম সংঘটনের যুক্তিসংগত সন্দেহভাজন সবার বিরুদ্ধে তদন্তে অনিলম্বে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া এবং প্রয়োজনে তাঁদের বিচার ও শাস্তি নিশ্চিত করা। গোষ্ঠী নিধনের পুনরাবৃত্তি না হওয়ার আশ্বাস ও নিশ্চয়তা দেওয়া এবং ভবিষ্যতে একই ধরনের লঙ্ঘন প্রতিরোধ করা।

আদালত রোহিঙ্গাদের স্বার্থে ক্ষতিপূরণমূলক পুনর্বাসন (রেস্টিটিউশন) ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন মিয়ানমারকে। এর মধ্যে রয়েছে মিয়ানমারের অবৈধ কর্মকাণ্ডের কারণে যেসব রোহিঙ্গা বাস্তুচ্যুত হয়েছেন, তাঁরা দেশের ভেতরে বা বাইরে যেখানেই থাকুন, তাঁদের নিরাপদ, যেচ্ছায় ও মর্যাদাপূর্ণভাবে নিজ বাসস্থানে ফেরার সুযোগ দেওয়া এবং পরিবারগুলোর পুনর্মিলন নিশ্চিত করা; রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী ও এর সদস্যদের ক্ষতির জন্য ক্ষতিপূরণ দেওয়া।

সবশেষে আদালত সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, ক্ষতিপূরণ বা অন্য কোনো প্রক্রিয়ার পরিমাণ ও পদ্ধতি মামলার পরবর্তী ধাপে নির্ধারণ করা হবে। এ লক্ষ্যে রায়ের দিন থেকে দুই বছরের মধ্যে মিয়ানমারকে আদালতে একটি প্রতিবেদন জমা দিতে হবে। প্রতিবেদনে দেশটি কী কী ক্ষতিপূরণমূলক পুনর্বাসন ব্যবস্থা নিয়েছে এবং ক্ষতিপূরণের পরিমাণ ও পদ্ধতি কী হবে, তা উল্লেখ করতে হবে।

জানতে চাইলে মিয়ানমারে বাংলাদেশের সাবেক রাষ্ট্রদূত এবং নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটির সাউথ এশিয়ান ইনস্টিটিউট অব পলিসি অ্যান্ড গভর্ন্যান্সের জ্যেষ্ঠ গবেষণা ফেলো মোহাম্মদ সুফিউর রহমান বলেছেন, রোহিঙ্গাদের প্রতি মিয়ানমার যে গোষ্ঠী নিধন চালিয়েছিল, সেটা আইসিজের রায়ে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃতি পেল। এটি রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর জন্য একটি নৈতিক বিজয়। এটা সংকট সমাধানের ক্ষেত্রে তাদের পরের ধাপে যেতে সহায়তা করবে।

সাবেক এই কূটনীতিকের মতে, আইসিজের

যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের পাল্টাপাল্টি হামলার ঘটনা বেড়েছে

৬২ পৃষ্ঠার পর

অবস্থিত মার্কিন সামরিক রেডার ব্যবস্থা লক্ষ্য করে হামলা চালিয়েছে। বাহরাইনে যুক্তরাষ্ট্রের পঞ্চম নৌবহরের সদর দপ্তর অবস্থিত। দেশটি জানিয়েছে, তারা হামলাটি প্রতিহত করেছে। এতে কোনো হতাহত বা ক্ষয়ক্ষতির ঘটনা ঘটেনি।

ইরানের হামলার সময় অল্প সময়ের ব্যবধানে দুটি বিপদসংকেত জারি করার পর নাগরিকদের শান্ত থাকার আহ্বান জানিয়েছে বাহরাইনের কর্তৃপক্ষ। এদিকে ইরান কুয়েতে অবস্থিত যুক্তরাষ্ট্রের একটি সামরিক ঘাঁটিতে হামলা চালিয়েছে বলেও দাবি করেছে। অবশ্য এক্সে এক পোস্টে কুয়েতের সেনাবাহিনী জানিয়েছে, তাদের আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা 'শত্রুর' ড্রোন হামলা প্রতিহত করেছে।

তারা বলেছে, বিস্ফোরণের যে শব্দ শোনা গেছে, তা মূলত আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে ড্রোন ভূপাতিত করার শব্দ। তবে এসব ড্রোন হামলা কারা চালিয়েছে, সে বিষয়ে কুয়েত কারো নাম বলেনি। রয়টার্স লিখেছে, চলতি মাসে হরমুজ প্রণালিতে তেলবাহী ট্যাংকারের ওপর হামলার ঘটনা বেড়েছে।

মঙ্গলবার ইরানের নৌবাহিনী ও আইআরজিসি জানায়, হরমুজ প্রণালিতে এলএনজিবাহী একটি জাহাজ এবং দুটি তেলবাহী ট্যাংকারে আগুন লেগেছে। যুক্তরাজ্যের মেরিটাইম ট্রেড অপারেশনস সংস্থা জানিয়েছে, ওমানের বন্দরনগরী খাসাবের উত্তরে একটি ট্যাংকার হামলার শিকার হয়। ওই ট্যাংকারের নাবিকদের কোনো খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। এসব হামলার বিষয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প জানিয়েছেন, হরমুজ প্রণালিতে জাহাজ চলাচলে ইরান বাধা অব্যাহত রাখায় দেশটির ওপর যুক্তরাষ্ট্রের নৌ অবরোধও বহাল থাকবে। চলতি বছরের ফেব্রুয়ারিতে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের যৌথ হামলার মধ্য দিয়ে ইরান যুদ্ধ শুরু হয়। ক্ষুদ্র যুদ্ধের এক পর্যায়ে গত এপ্রিলে যুক্তরাষ্ট্র ও ইরান দুই সপ্তাহের যুদ্ধবিরতিতে সম্মত হয়। কিন্তু যুদ্ধবিরতি বেশি দিন টেকেনি আর শেষ পর্যন্ত ভেঙে যায়।

তারপর থেকে বড় ধরনের কোনো যুদ্ধ শুরু না হলেও থেমে থেমে দুপক্ষের মধ্যে পাল্টাপাল্টি হামলা অব্যাহত আছে আর নামমাত্রিকভাবে একটি অচলাবস্থা বিরাজ করছে। এশিয়া সফররত ট্রাম্প বলেছেন, ইরান কিংবা ইয়েমেনে থাকা তেহরান-সমর্থিত হুতি গোষ্ঠীর পক্ষ থেকে যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে কোনো ঊসকানিমূলক পদক্ষেপ না এলে তিনি ইরানে হামলা চালানো থেকে বিরত থাকতে পারেন।

T-SHIRTS & JEANS PANTS
WHOLESALE ONLY


WAREHOUSE:
NORTHERN BLVD
LIC, NY 11101
CONTACT:
CHOWDHURY
MOBILE #
+1-646-373-9740
+1-929-261-5994
EMAIL:
KHIRSHINUSA@GMAIL.COM

MAHADI
CONSTRUCTION INC.
LICENSED & INSURED
MD NAZRUL ISLAM
347-453-9116
Our Construction Service :
Masonry, Brick, Block, Finishing Basement, Side-work Roofing, Painting, Pointing,Bathroom & Kitchen Renovation,
FREE ESTIMATES
New Building Etc,
FREE ESTIMATES
LICENSED PLUMBER AVAILABLE
73 21 37th Road, Jackson Heights, NY 11372
347-453-9116, Monir : 929-328-9192


বিপুল ভোটে জাতিসংঘে রোহিঙ্গা প্রস্তাব গৃহীত

৬২ পৃষ্ঠার পর

বহুল অভিবাহিত হলেও তাদের প্রত্যাবাসনের ক্ষেত্রে কোনো অর্থবহ অগ্রগতি অর্জিত হয়নি। বরং দীর্ঘায়িত এ বাস্তুচ্যুতির ফলে বাংলাদেশ ও আশ্রয়দাতা স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে নানামুখী সামাজিক, অর্থনৈতিক, পরিবেশগত ও নিরাপত্তাজনিত চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হচ্ছে।

রাষ্ট্রদূত সাঈদা হকপাখিয়া বনাম মিয়ানমারমামলায় আন্তর্জাতিক বিচার আদালতের আদেশ রায়ের গুরুত্বও তুলে ধরেন। তিনি বলেন, এ রায় রোহিঙ্গাদের ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা ও দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক হিসেবে বিবেচিত হবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

যুক্তরাষ্ট্রে ডেমোক্র্যাটদের বড় জয়, দলীয় নেতৃত্ব ও নীতিতে পরিবর্তনের চাপ

১২ পৃষ্ঠার পর

ইসরায়েলনীতি ও গাজা পরিস্থিতি। সাবেক প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন এবং সাবেক ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিসের প্রশাসনের সময় গাজা যুদ্ধ নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থান দলের প্রগতিশীল অংশের মধ্যে সমালোচনার মুখে পড়ে।

ডেমোক্রেটিক পার্টির ভোটারদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ ফিলিস্তিনিদের অধিকারের প্রতি সমর্থন এবং ইসরায়েল সরকারের নীতির সমালোচনায় তুলনামূলকভাবে বেশি সোচ্চার। তারা যুক্তরাষ্ট্র-ইসরায়েল সম্পর্কের ক্ষেত্রে নতুন নীতিগত অবস্থান প্রত্যাশা করছেন। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, দলের নেতৃত্ব যদি সাবেক প্রশাসনের পররাষ্ট্রনীতির ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে চায়, তাহলে প্রগতিশীল অংশের সঙ্গে মতবিরোধ আরও বাড়তে পারে। বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্যনীতি, গাজা যুদ্ধ এবং ইসরায়েলকে মার্কিন সমর্থনের প্রশ্নে ডেমোক্রেটিক পার্টির নতুন ভোটার ও তরুণ নেতৃত্বের প্রত্যাশাকে গুরুত্ব দিতে হবে।

দলটির প্রতিষ্ঠিত নেতৃত্বের মধ্যে সিনেটের ডেমোক্রেটিক নেতা চাক শুমার এবং প্রতিনিধি পরিষদের ডেমোক্রেটিক নেতা হাকিম জেফরিস গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে রয়েছেন। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের একাংশের ধারণা, দলকে কার্যকরভাবে নেতৃত্ব দিতে হলে তাদের নিজ নিজ কক্ষের সদস্যদের পরিবর্তিত রাজনৈতিক অবস্থান ও ভোটারদের প্রত্যাশা বিবেচনায় নিতে হবে। এদিকে সিনেটর ক্রিস ভ্যান হোলেনকে ভবিষ্যতে চাক শুমারের সম্ভাব্য উত্তরসূরি হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে। পররাষ্ট্রনীতি এবং ইসরায়েল-ফিলিস্তিন ও গাজা ইস্যুতে তার অবস্থানের কারণে প্রগতিশীলদের একটি অংশের কাছে তিনি গ্রহণযোগ্য। তবে শুমারের উত্তরসূরি হিসেবে তার দায়িত্ব নেওয়ার বিষয়টি এখনো নিশ্চিত নয়।

ইরান যুদ্ধের অর্থায়ন বন্ধে কংগ্রেসের ভূমিকা

হোয়াইট হাউস রিপাবলিকানদের নিয়ন্ত্রণে থাকলেও কংগ্রেসের হাতে গুরুত্বপূর্ণ আর্থিক ক্ষমতা রয়েছে। মার্কিন সংবিধান অনুযায়ী, সরকারি অর্থ বরাদ্দের ক্ষেত্রে কংগ্রেসের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই ক্ষমতা ব্যবহার করে ডেমোক্র্যাটরা ইরান যুদ্ধের অর্থায়ন বন্ধ বা সীমিত করার উদ্যোগ নিতে পারে বলে মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের একাংশ।

এ ক্ষেত্রে যুদ্ধের জন্য অতিরিক্ত অর্থ বরাদ্দের বিরোধিতা, জাতীয় প্রতিরক্ষা অনুমোদন আইন (এনডিএএ) নিয়ে অবস্থান এবং ডিসেম্বরের সম্ভাব্য আংশিক সরকারি অর্থায়ন বিলের (কন্টিনিউইং রেজল্যুশন) ক্ষেত্রে শর্ত আরোপের মতো পদক্ষেপ সামনে আসতে পারে। যুদ্ধের জন্য কোনো অর্থ বরাদ্দ না রাখার সুনির্দিষ্ট শর্ত যুক্ত না হলে এসব অর্থায়ন প্রস্তাবে সমর্থন না দেওয়ার বিষয়টিও রাজনৈতিক কৌশলের অংশ হতে পারে।

তবে প্রেসিডেন্টের হাতে পররাষ্ট্রনীতি পরিচালনা, আন্তর্জাতিক আলোচনা এবং সামরিক বাহিনী ব্যবহারের গুরুত্বপূর্ণ নির্বাহী ক্ষমতা রয়েছে। ফলে কংগ্রেসের আর্থিক ক্ষমতা ব্যবহার করলেও হোয়াইট হাউসের সঙ্গে ডেমোক্র্যাটদের বিরোধ তৈরি হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

দুর্নীতিবিরোধী তদন্তে গুরুত্ব দিতে পারে ডেমোক্র্যাটরা

ডেমোক্রেটিক পার্টির নতুন কংগ্রেসের সামনে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো রাজনৈতিক দুর্নীতি ও প্রশাসনিক জবাবদিহি নিশ্চিত করা। প্রতিনিধি পরিষদের ওভারসাইট কমিটির সম্ভাব্য চেয়ারম্যান রবার্ট গার্সিয়ার নেতৃত্বে ট্রাম্প প্রশাসন এবং তার পরিবারের ব্যবসায়িক ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড নিয়ে তদন্তের বিষয়টি গুরুত্ব পেতে পারে।

বিশেষ করে ডোনাল্ড ট্রাম্প জুনিয়র ও এরিক ট্রাম্পের ব্যবসায়িক কার্যক্রম এবং অর্থ সংগ্রহের বিষয়গুলো তদন্তের আওতায় আনার দাবি উঠতে পারে। তবে এসব বিষয়ে অভিযোগ ও তদন্তের সম্ভাবনাকে প্রমাণিত অনিয়ম হিসেবে দেখার সুযোগ নেই; নির্দিষ্ট অভিযোগের সত্যতা নির্ধারণে যথাযথ তদন্ত ও প্রমাণ প্রয়োজন।

রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, দুর্নীতিবিরোধী অবস্থানকে শুধু রিপাবলিকানদের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক কর্মসূচি হিসেবে সীমাবদ্ধ রাখলে ডেমোক্র্যাটদের বিশ্বাসযোগ্যতা প্রশ্নের মুখে পড়তে পারে। কারণ যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচনী অর্থায়নব্যবস্থা, রাজনৈতিক অনুদান এবং প্রভাবশালী অর্থনৈতিক গোষ্ঠীর ভূমিকা নিয়ে দুই দলের বিরুদ্ধেই দীর্ঘদিন ধরে সমালোচনা রয়েছে। সাবেক সিনেটর জো ম্যানচিনের রাজনৈতিক অবস্থানও এ ক্ষেত্রে আলোচনার বিষয়। পশ্চিম ভার্জিনিয়ার এই সাবেক সিনেটর ডেমোক্রেটিক পার্টি ছেড়ে স্বতন্ত্র পরিচয়ে রাজনীতি করেছেন। তার বক্তব্য ছিল, দলটির রাজনৈতিক পরিবেশ তার মতো মধ্যপন্থীদের জন্য যথেষ্ট স্বস্তিদায়ক ছিল না।

তবে রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের একাংশের মতে, মধ্যপন্থী রাজনীতির অর্থ ধনী ও প্রভাবশালী গোষ্ঠীর স্বার্থের সঙ্গে একাত্ম হওয়া নয়। সামাজিক নীতি, অভিবাসন কিংবা অন্যান্য বিষয়ে ডেমোক্র্যাটদের মধ্যে মতপার্থক্য থাকতে পারে। কিন্তু রাজনৈতিক অর্থায়নে স্বচ্ছতা, দুর্নীতি প্রতিরোধ এবং সাধারণ মানুষের স্বার্থ রক্ষার মতো বিষয়ে দলটির ঐক্য প্রয়োজন।

ট্রাম্প প্রশাসনের বিরুদ্ধে জবাবদিহির চাপ

ডোনাল্ড ট্রাম্প এর আগে দুইবার অভিশংসিত হয়েছেন। নতুন কংগ্রেসে ডেমোক্র্যাটদের শক্তিশালী অবস্থান প্রশাসনিক জবাবদিহি, তদন্ত এবং প্রয়োজনে অভিশংসন প্রক্রিয়া নিয়ে নতুন করে রাজনৈতিক বিতর্ক তৈরি করতে পারে।

বিশেষ করে ইরান যুদ্ধের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত এবং প্রতিরক্ষামন্ত্রী পিট হেগসেথের ভূমিকা নিয়ে তদন্তের দাবি উঠতে পারে। তবে কোনো কর্মকর্তার বিরুদ্ধে রাজনৈতিক সমালোচনা বা তদন্তের দাবি থাকলেই তা অপরাধ প্রমাণ করে না। এ ধরনের বিষয়ে প্রমাণভিত্তিক তদন্ত ও প্রাতিষ্ঠানিক প্রক্রিয়া গুরুত্বপূর্ণ।

রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, ডেমোক্র্যাটদের জন্য শুধু সমালোচনা বা তদন্ত শুরু করাই যথেষ্ট হবে না। জনগণের কাছে প্রশাসনিক জবাবদিহি নিশ্চিত করার বাজব ফলাফল তুলে ধরতে হবে। একই সঙ্গে জীবনযাত্রার ব্যয়, স্বাস্থ্যনীতি ও অর্থনৈতিক সংকটের মতো দৈনন্দিন সমস্যাগুলো সমাধানের উদ্যোগও চালিয়ে যেতে হবে।

পরিচয়ভিত্তিক রাজনীতি বনাম অর্থনৈতিক ইস্যু

ডেমোক্রেটিক পার্টির ভেতরে পরিচয়ভিত্তিক রাজনীতি এবং অর্থনৈতিক জনতুষ্টিবাদী রাজনীতির অগ্রাধিকার নিয়েও দীর্ঘদিন ধরে বিতর্ক রয়েছে। বর্ণবৈষম্য, শ্বেতাঙ্গ আধিপত্যবাদ এবং সামাজিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে অবস্থান দলটির গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক অঙ্গীকার। তবে প্রগতিশীল অংশের একটি মত হলো, এসব সামাজিক ইস্যুর পাশাপাশি সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক সংকটকেও সমান গুরুত্ব দিতে হবে। ২০১৬ সালের নির্বাচনী বিতর্কে বার্নি স্যান্ডার্স বড় ব্যাংকের ক্ষমতা ভেঙে দেওয়ার প্রস্তাব তুললে হিলারি ক্লিনটন প্রশ্ন করেছিলেন, এতে বর্ণবৈষম্যের সমাধান হবে কি না। বর্তমান রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে এই বিতর্ক আবারও প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, বর্ণবৈষম্য ও সামাজিক ন্যায়বিচারের প্রশ্নকে উপেক্ষা না করেই অর্থনৈতিক বৈষম্য, করপোরেট প্রভাব এবং সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার ব্যয়কে রাজনৈতিক কর্মসূচির কেন্দ্রে রাখা সম্ভব। ডেমোক্র্যাটদের জন্য এই দুই ধরনের ইস্যুর মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখাই হবে গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জ।

পররাষ্ট্রনীতিতে সামরিক শক্তির বদলে শান্তির ওপর গুরুত্ব

বার্নি স্যান্ডার্স দীর্ঘদিন ধরে যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক হস্তক্ষেপনির্ভর পররাষ্ট্রনীতির সমালোচনা করে আসছেন। ইরান যুদ্ধের বিরোধিতা এবং গাজা ইস্যুতে বাইডেন প্রশাসনের নীতির সমালোচনা তার পররাষ্ট্রনীতির অবস্থানের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। তার রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রগতিশীল পররাষ্ট্রনীতিতে যুক্তরাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক প্রভাবকে যুদ্ধের পরিবর্তে শান্তি, স্থিতিশীলতা ও কূটনৈতিক সমাধানের জন্য ব্যবহার করার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়।

রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, যুক্তরাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক প্রভাব এখনো উল্লেখযোগ্য হলেও সামরিক শক্তি দিয়ে বিশ্বের সব সংকটের সমাধান সম্ভব নয়। গত কয়েক দশকের বিভিন্ন সামরিক অভিযানের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে কূটনীতি, আন্তর্জাতিক সহযোগিতা এবং সংঘাত নিরসনে বেশি গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন।

তবে পররাষ্ট্রনীতি পরিচালনায় প্রেসিডেন্টের নির্বাহী ক্ষমতা এবং সামরিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ হওয়ায় কংগ্রেসের সঙ্গে হোয়াইট হাউসের মতবিরোধ তৈরি হতে পারে। ডেমোক্র্যাটরা অর্থ বরাদ্দের ক্ষমতা ব্যবহার করে ট্রাম্প প্রশাসনের সিদ্ধান্তে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করলে রাজনৈতিক সংঘাত আরও তীব্র হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

সামনে ডেমোক্র্যাটদের বড় চ্যালেঞ্জ

রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, নির্বাচনী বিজয় ডেমোক্রেটিক পার্টির জন্য নতুন সুযোগ তৈরি করলেও সেই সুযোগ ধরে রাখা সহজ হবে না। দলের প্রগতিশীল ও মধ্যপন্থী অংশের মধ্যে সমন্বয়, অর্থনৈতিক প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন, দুর্নীতিবিরোধী অবস্থানের বিশ্বাসযোগ্যতা এবং পররাষ্ট্রনীতিতে পরিবর্তনের দাবি-সবকিছু একসঙ্গে সামলাতে হবে। অন্যদিকে, প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রশাসন কংগ্রেসের নজরদারি ও নিয়ন্ত্রণমূলক পদক্ষেপের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নিতে পারে। রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের চাপের মুখে ট্রাম্পের পাল্টা প্রতিক্রিয়া দেখানোর প্রবণতা থাকায় আগামী দিনগুলোতে হোয়াইট হাউস ও কংগ্রেসের মধ্যে উত্তেজনা বাড়ার আশঙ্কাও রয়েছে। সব মিলিয়ে, ডেমোক্রেটিক পার্টির সামনে এখন সবচেয়ে বড় পরীক্ষা হলো নির্বাচনী সাফল্যকে বাস্তব নীতিগত পরিবর্তনে রূপ দেওয়া। ভোটারদের প্রত্যাশা পূরণে ব্যর্থ হলে এই বিজয় দীর্ঘমেয়াদে রাজনৈতিক সুবিধায় পরিণত নাও হতে পারে। আর অর্থনীতি, দুর্নীতি ও পররাষ্ট্রনীতিতে কার্যকর অবস্থান নিতে পারলে আগামী প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের আগে দলটি আরও শক্তিশালী রাজনৈতিক ভিত্তি গড়ে তুলতে পারে।

BECOME A REALTOR
রিয়েল এস্টেট পেশায় আসুন
Make SIX-FIGURE ($$$$$$)
or more income/ year !
মাত্র ১ মাসেই লাইসেন্স করা সম্ভব
বছরে লক্ষ লক্ষ ডলার ($$$$$$) আয় করুন
YES, Sky is the Limit! NO MORE ODD JOB!
No Bossing! Work Independently
Work Part-time/ Full-time, We Help You:
Pass Real Estate Exam
[Salesperson in New York State]
মাতৃভাষায় ব্যাখ্যা করা হয়
Unlimited Package Deal- Flat Fee - Until You Pass
পাশ-চুক্তি পড়ানো- পাশের নিশ্চয়তা ১০০%
Real Estate Productivity Coaching

Azizul Hoque
[Realtor Hoque]
Consultant, Coach & Licensed Realtor
148-45 Hillside Avenue, Suite 201B
Jamaica, NY 11435
Phone: 347 451 7307
Email: realtorhoque64@gmail.com

kw LANDMARK II
KELLERWILLIAMS REALTY


•Residential •Commercial • Investment
•Foreclosures •Auctions • Co-Op & Condo
•Short Sale •Hud • Rentals
•Bank Owned/ REO Properties
List Your Property Faster with TOP $$$
Free Market Analysis
Consultation

Azizul Hoque
[Realtor Hoque]
Licensed Realtor
realtorhoque64@gmail.com
azizul.hoque@kw.com
www.azizul-hoque.kw.com
347-451-7307
347-846-1200
347-846-1201
75-35 31st Avenue Suite. 202
Jackson Heights, NY-11370
realtorhoque64 AzizulH48770125
azizul-hoque-880064245

Ultra Credit Solutions Inc.

CREDIT REPAIR
ক্রেডিট রিপেয়ার



আমাদের সেবাসমূহ:

পাবলিক রেকর্ড, কালেকশন একাউন্ট,
ব্যাংকক্রাপসি, ডেবট সেটেলমেন্ট,
লেট-পেমেন্ট, ষ্টুডেন্ট লোন,
মেডিক্যাল বিল ও কার রিপজিশানিং রিমুভাল।

(এটি একটি বাংলাদেশী প্রতিষ্ঠান)

Public Record Removal, Collection Removal
Bankruptcy Removal, Debt Settlement, Debt Elimination

929-386-6426
929-386-4705

3716 73rd Street, Suite. 302-B (3RD FLOOR)
JACKSON HEIGHTS, NY 11372
34-18 Northern Blvd, Suite #5/14
Long Island City, NY 11101 (বাংলাদেশ কনস্যুলেট অফিসের উপর তলায়)

www.ultracreditsolutions.com

MITU DISABILITY CENTER



RONJAN (Consultant)
646-730-8416



JABBAR SHARIFF
Attorney & Counselor at Law

IF YOU ARE SICK, YOU CAN GET
$500-$2500 PER MONTH

State Disability (TANF) • Federal Disability (SSI, SSDI)

Citizenship Without Exam N-648 Waiver

Personal Injury • Divorce • Bankruptcy • Immigration
Car, Home, Life Insurance (No Broker Fee) Real State
Buy Sale Loan Modification • Physical Therapy by Doctor

আপনি যদি অসুস্থ হন তাহলে
মাসে ৫০০-২৫০০ ডলার পেতে পারেন

* ষ্টেট ডিসএ্যাবিলিটি * ফেডারেল ডিসএ্যাবিলিটি
* পরীক্ষা ছাড়া আমেরিকার সিটিজেন।

এখানে ডাক্তার দ্বারা ফিজিক্যাল থেরাপী দেওয়া হয়।

ইমিগ্রেশনের বিষয়ে সাহায্য করা হয়।

37-47 73 St. #215, Jackson Heights NY 11372
TEL: 718-701-2666



ডাঃ গোবিন্দ পাল
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

Attending Physician
Wyckoff Heights
Medical Center

Gobinda Paul M.D., F.A.C.P.
Board Certified in Internal Medicine

- আপনার কোলেস্টেরল, ব্লাড প্রেসার, ডায়াবেটিস, হার্টের অসুখসহ যাবতীয় মেডিকেল সমস্যার জন্য সুলভে পরীক্ষা এবং চিকিৎসা করিয়ে নিন।
- নিয়মিত শারিরিক পরীক্ষা ও বয়স অনুযায়ী নির্ধারিত SCREEN করিয়ে ভবিষ্যৎ রোগের সম্ভাবনা সম্পর্কে জেনে নিন।
- বয়সভিত্তিক বিভিন্ন রোগের টিকা দিয়ে ভবিষ্যতে নিরাপদ থাকুন।

আমরা প্রায় সব ধরণের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি। অফিসে আসার পূর্বে অনুগ্রহ করে ফোন করুন।

GOBINDA PAUL PHYSICIAN P.C.
An Ideal Healthcare Unit for Curative and Preventive Medicine

Visiting Hours: Mon-Fri : 6PM-9PM
Sat or Sun : 9AM-2PM

87-38 168 Pl, Jamaica, NY 11432
P: 718-874-0076, F: 718-841-7499
E-mail : GobindaPaul.PC@outlook.com

মহিলা দাঁতের ডাক্তার

NAEEMA BHUIYA, D.D.S
নাঈমা ভূঁইয়া, ডি.ডি.এস

Program Director, Department of Dentistry, Lincoln Hospital

* রেফারেন্সের প্রয়োজন নেই। সরাসরি চলে আসুন
* আমরা সকল প্রকার ইন্স্যুরেন্স গ্রহন করি
* স্বল্প মূল্যে দাঁতের সবধরনের চিকিৎসা করা হয়



87-48, 168 Street, Jamaica, NY 11432
Tel: 718-206-0601, Fax: 718-206-0603

রুমী ডেন্টাল ল্যাব



আবু হক
(সার্টিফাইড ডেন্টাল টেকনোলজিষ্ট)
২৫ বছরের অধিক অভিজ্ঞতা সম্পন্ন

কোন প্রকার মেটাল বা মেটালিক
তার ছাড়া আরামদায়ক ও উন্নতমানের
দাঁত(Unbreakable, Flexi,Soft &
Latest Denture) তৈরী করা হয়।



Princeton Court Building
35-06, 73rd St. #3H, Jackson Heights, NY 11372
(Bet. 35th & 37th Avenue)

Tel: 718-414-4760

শিব্বীর আহমেদের বই 'জোছনার জলের কাছে'

৬২ পৃষ্ঠার পর

গল্পগ্রন্থ 'জোছনার জলের কাছে'। একগুচ্ছ প্রেমের গল্প নিয়ে রচিত বইটি প্রকাশ করছে প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান অনন্যা।
প্রেমের বিচিত্র অনুভূতি, সম্পর্কের গভীরতা, না-পাওয়ার বেদনা, হারিয়ে যাওয়া স্মৃতি এবং ভালোবাসার নতুন উপলব্ধি-এমন নানা বিষয় উঠে এসেছে গল্পগ্রন্থটিতে। মানুষের জীবনের নানা বাঁকে প্রেম যেভাবে কখনো আনন্দ, কখনো বিষাদ, কখনো অপেক্ষা আবার কখনো নতুন করে বেঁচে থাকার প্রেরণা হয়ে দেখা দেয়, লেখক তাঁর গল্পগুলোতে সেই অনুভূতিগুলোকে সাহিত্যের আশ্রয়ে তুলে ধরেছেন।
বইটির নাম 'জোছনার জলের কাছে' নিজেই তৈরি করেছে এক কাব্যিক ও রোমান্টিক আবহ। প্রচ্ছদ করেছেন লেখক নিজেই। প্রচ্ছদে পূর্ণিমার চাঁদের আলোয় নীল সমুদ্র, জলের ওপর রূপালি আলোর প্রতিফলন এবং সমুদ্রতীরে পাশাপাশি বসে থাকা এক জুটির দৃশ্য বইটির প্রেমময় বিষয়বস্তুর সঙ্গে এক অনন্য নান্দনিকতা যোগ করেছে। প্রচ্ছদচিত্রে ভালোবাসা, নিঃসঙ্গতা ও স্মৃতিকাতরতার এক আবেগঘন পরিবেশ ফুটে উঠেছে।
লেখক শিব্বীর আহমেদ দীর্ঘদিন ধরে সাংবাদিকতা ও সৃজনশীল লেখালেখির সঙ্গে যুক্ত। গল্প, উপন্যাস, ছড়া, শিশুতোষ সাহিত্যসহ বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর পঞ্চাশের বেশি বই প্রকাশিত হয়েছে। দেশের শীর্ষস্থানীয় প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান অন্বয় প্রকাশ, অনন্যা, নালন্দা, বাংলাপ্রকাশ ও সময় প্রকাশন থেকে তাঁর বই প্রকাশিত হয়েছে।
শিশুসাহিত্যেও শিব্বীর আহমেদের রয়েছে স্বতন্ত্র পরিচিতি। সম্প্রতি তাঁর সচিত্র ইংরেজি শিশুতোষ গল্পের বই 'দি এলিফ্যান্ট নিউ ইয়ার' প্রকাশিত হয়েছে। সম্পূর্ণ রঙিন ও দৃষ্টিনন্দন অলংকরণের এই বইটির প্রচ্ছদ ও ভেতরের সব চিত্রাঙ্কন করেছেন লেখক নিজেই। বইটির আনুষ্ঠানিক প্রকাশকাল ফেব্রুয়ারি ২০২৭ নির্ধারিত থাকলেও যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন বইমেলায় প্রদর্শনের জন্য এটি আগেই প্রকাশ করা হয়েছে। শিশুদের কল্পনাশক্তি, কৌতূহল, দয়া ও আত্মবিশ্বাস জাগিয়ে তোলার উদ্দেশ্যে লেখা বইটি প্রবাসী পাঠক ও শিশুদের মধ্যে ইতোমধ্যে সাড়া ফেলেছে। শিশুদের জন্য লেখকের উল্লেখযোগ্য অন্যান্য বইয়ের মধ্যে রয়েছে ছড়া ও ছবির বই 'শামিয়াম' এবং গল্পের ছবির বই 'ভয়ানক ধামি' ও 'ধামি করবে বিয়ে'। শিশুসাহিত্যের পাশাপাশি এবার প্রেমের গল্প নিয়ে পাঠকদের সামনে আসছেন শিব্বীর আহমেদ। 'জোছনার জলের কাছে' গল্পগ্রন্থের মাধ্যমে ভালোবাসার বহুমাত্রিক অনুভূতি এবং মানুষের সম্পর্কের অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য পাঠকদের কাছে তুলে ধরতে চান তিনি।

শিশু যৌন নির্যাতন : কারণ, প্রভাব, প্রতিরোধ ও করণীয়

৬ পৃষ্ঠার পর

ক্ষতি তত গুরুতর হওয়ার ঝুঁকি থাকে।
ড.আন্দ্রেশ কে শ্রীবাস্তব এর গবেষণায় অনুযায়ী, যারা 'উল্লেখযোগ্য' যৌন নির্যাতনের শিকার হয়েছেন, তাদের দীর্ঘস্থায়ী হতাশা হওয়ার হার ৮৩%। এর বিপরীতে, যারা 'মাঝারি' নির্যাতনের শিকার হয়েছেন, তাদের হার ৭০% এবং 'মৃদু' নির্যাতনের শিকার হওয়াদের হার ৫৫%। নির্যাতনকারী যদি যৌন মিলন ঘটায়, তবে সেই সম্পর্ক মানসিক ব্যাধিগুলির সাথে সবচেয়ে বেশি জোরালো হয়।
গবেষণায় আরো বলা হয়, শৈশবের যৌন নির্যাতনের অভিজ্ঞতা আত্মহত্যা এবং অআত্মঘাতী আত্মআঘাতের ঝুঁকির সাথেও সরাসরি সম্পর্কিত। যে ব্যক্তিরা যত বেশি ধরনের দুর্ব্যবহারের (শারীরিক, যৌন বা মনস্তাত্ত্বিক) রিপোর্ট করেছেন, তাদের মধ্যে আত্মঘাতী আচরণের সম্ভাবনা তত বেশি।
উপরন্তু, শৈশবের এই দুর্ব্যবহারের ইতিহাস হতাশার শুরুকে দ্রুত করে হতাশার পর্বের সংখ্যা বাড়ায় এবং অন্যান্য মানসিক সমস্যার সাথে যুক্ত হওয়ার ঝুঁকি বৃদ্ধি করে। তবে, গবেষণায় দেখা গেছে যে শৈশবের ট্রমাযুক্ত দীর্ঘস্থায়ী হতাশায় ভোগা রোগীরা ওষুধের চেয়ে সাইকোথেরাপিতে উল্লেখযোগ্যভাবে ভালো ফল পান।
ড. আন্দ্রেশ কে শ্রীবাস্তব, প্রমুখ-এর গবেষণা অনুযায়ী, শৈশবের মানসিক চাপের ফলস্বরূপ স্নায়ু সার্কিটগুলির স্থায়ী সংবেদনশীলতা তৈরি হতে পারে। এই সার্কিটগুলি চাপ এবং আবেগ নিয়ন্ত্রণের সাথে গভীরভাবে জড়িত।
এবং এই সংবেদনশীলতা পরবর্তীকালে সৃষ্টি চাপের প্রতি বর্ধিত দুর্বলতা এবং হতাশা ও উদ্বেগের বিকাশের অন্তর্নিহিত জৈবিক ভিত্তি হিসেবে কাজ করতে পারে। এছাড়া, মানসিক অসুস্থতার একটি শক্তিশালী উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত উপাদান রয়েছে, যা পরিবেশগত প্রভাবের সাথে যুক্ত হলে দুর্বলতা বৃদ্ধি করে।
শিশুযৌন নির্যাতন মোকাবিলায় সম্মিলিত পদক্ষেপ
এই বৈশ্বিক সংকট মোকাবেলায় পেশাদারদের (শিক্ষক, ডাক্তার, সমাজকর্মী এবং কাউন্সেলর) ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
শিশু যৌন নির্যাতন রোধে পেশাদারদের ভূমিকা : বেশিরভাগ দেশে বাধ্যতামূলক রিপোর্টিং আইন রয়েছে। তবে বাংলাদেশের চিত্র ভিন্ন। আইন থাকলেও প্রয়োগ নেই। পেশাদারদের উচিত শিশু নির্যাতনের সামান্যতম সন্দেহ হলেও তা অবিলম্বে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ (যেমন : পুলিশ, চাইল্ড হেল্পলাইন ১০৯৮, সমাজসেবা কার্যালয়) এবং নিএলপিবি প্রকল্পে রিপোর্ট করা।
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে 'জিরো টলারেন্স' নীতি প্রয়োগ করা এবং শিশুদের বয়স-উপযোগী উপায়ে 'নিরাপদ স্পর্শ', 'অনিরাপদ স্পর্শ' ও 'না বলার অধিকার' সম্পর্কে শিক্ষা দেওয়া জরুরি। স্বাস্থ্যকর্মী ও সমাজকর্মীদের ট্রমা-কেন্দ্রিক যত্ন এবং ওয়ান স্টপ ক্রাইসিস সেন্টারের (OCC) মাধ্যমে সমন্বিত সেবা প্রদান নিশ্চিত করতে হবে।
নির্যাতিত শিশুর নাম, পরিচয় এবং ঘটনার বিবরণ প্রয়োজনে অভিভাবকের অনুমতি ছাড়া প্রকাশ না করে কঠোর গোপনীয়তা বজায় রাখা উচিত, যা শিশুর ট্রমা কমাতে সাহায্য করে।
সমাজ ও রাষ্ট্রের অংশীদারিত্ব এবং অর্থনৈতিক ক্ষতি : শিশু যৌন নির্যাতন কেবল একটি ব্যক্তিগত ট্রমা নয়, বরং এটি সমগ্র সমাজের ওপর বড় ধরনের অর্থনৈতিক ও সামাজিক বোঝা তৈরি করে। গবেষণায় দেখা গেছে, এর কারণে চিকিৎসা, উৎপাদনশীলতা হ্রাস এবং দীর্ঘমেয়াদি পুনর্বাসনের পেছনে বিপুল পরিমাণ আর্থিক ক্ষতি সাধিত হয়।
আমাদের সমাজে 'কানাঘুষা' বা কলঙ্কই নির্যাতিত শিশুর ভবিষ্যৎ নষ্ট করার প্রধান কারণ। সমাজকে এই মানসিকতা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে যে শিশুটি দোষী; বরং বুঝতে হবে সে একজন ভুক্তভোগী, অপরাধী নয়। স্থানীয় ক্লাব, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে জনসচেতনতা বৃদ্ধি এবং পুরুষ ও যুবকদের এই প্রতিরোধমূলক প্রক্রিয়ায় সক্রিয়ভাবে যুক্ত করা জরুরি। নির্যাতিত শিশুদের জন্য বিনামূল্যে চিকিৎসা, আইনি ও মানসিক স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে জাতীয় বাজেটে পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দ বাড়াতে হবে এবং আইন প্রয়োগকারী সংস্থা ও বিচারকদের জন্য ট্রমা-সংবেদনশীল প্রশিক্ষণ বাধ্যতামূলক করতে হবে।
অভিভাবক ও পরিবার হিসেবে আপনার করণীয় : পেশাদারদের পাশাপাশি পরিবার এবং অভিভাবক হিসেবে আপনার ভূমিকা সবচেয়ে বেশি সংবেদনশীল ও গুরুত্বপূর্ণ।
ছোট থেকেই শিশুকে 'ভালো স্পর্শ' ও 'মন্দ স্পর্শ' সম্পর্কে শিক্ষা দিন। পরিবারে এমন একটি পরিবেশ তৈরি করুন যেন শিশু ভয় বা অপরাধবোধ ছাড়াই যেকোনো সমস্যার কথা আপনার সাথে খোলামেলা শেয়ার করতে পারে। অনলাইনে অপরিচিত কারো সাথে ব্যক্তিগত তথ্য বা ছবি আদান-প্রদান করতে নিষেধ করুন।
শিশু নির্যাতনের শিকার হলে নবার আগে নিশ্চিত করুন যে শিশুটি সম্পূর্ণ নিরাপদ আছে এবং নির্যাতনকারী থেকে দূরে রয়েছে। শিশু যা বলছে তা মনোযোগ দিয়ে শুনুন, তাকে নিঃশর্তভাবে বিশ্বাস করুন এবং বলুন যে এতে তার কোনো দোষ নেই।
অভিভাবক হিসেবে আপনার নিজের রাগ বা অস্থিরতা নিয়ন্ত্রণ করুন। আপনার শান্ত ও ধৈর্যশীল আচরণ শিশুটিকে মানসিকভাবে স্থিতিশীল হতে সাহায্য করবে।শিশু যৌন নির্যাতনের শিকার হলে ঘটনা লুকিয়ে না রেখে অবিলম্বে পুলিশ বা শিশু সুরক্ষা হটলাইনে যোগাযোগ করুন। যত দ্রুত সম্ভব একজন শিশু মনোবিদ বা কাউন্সেলরের সাহায্য নিন এবং ফরেনসিক প্রমাণের জন্য প্রয়োজনীয় নথি ও আলামত সংরক্ষণ করুন।
অনেক সময় ঘটনার তীব্রতায় অভিভাবকদের মধ্যেও অপরাধবোধ বা হতাশা কাজ করতে পারে। তাই শিশুর সঠিক যত্নের জন্য প্রয়োজনে অভিভাবক নিজেও কাউন্সেলিং নিন।

ঘরে বসে আয় করুন

আপনার কি বাবা, মা, আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধব কিংবা প্রতিবেশী অসুস্থ?

তাহলে এক্ষুনি আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন। আমরা আপনাকে সর্বোচ্চ ইনকামের নিশ্চয়তা দিচ্ছি।



যোগাযোগ : ৯১৭ ৫১৯ ১১৫১

USR BROKERAGE CORP.
আমরা সব ধরনের ইন্সুরেন্স করে থাকি

★HOME ★BUSINESS ★AUTO ★WORKERS' COMPENSATION

MULTI-CARRIER ACCESS:
ALLOWS US TO COMPARE PRICES
FROM MULTIPLE CARRIERS.



MD ABDUR ROUF
President
Electrical and Computer Engineer NYIT, NY
Cybersecurity and Cyber Insurance Specialist
Licensed Property and Causality Insurance Broker

+1 (646) 270 4861, +1 (631) 565 4334
usrbrokerage.com | a.rouf@usrbrokerage.com, info@usrbrokerage.com
37- 21 72 Street, Suit # 2, Jackson Heights, New York 11372

হোমিও চিকিৎসা



এস.কে.শর্মা
D.H.M.S (B.D) N.H.C (USA)
Homeopathic Specialist

আপনি কি যে কোন জটিল কঠিন ও পুরাতন রোগে ভুগছেন, তাহলে একবার হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ব্যবহার করে দেখুন।
আমাদের এইখানে সম্পূর্ন গোপনীয়তা রক্ষা করা হয়।

*Migraine *বাত *হাঁপানি পীড়া *অম্লিত * অর্শ *টিউমার *Kidney Stone *অন্ডকোষের পীড়া *কর্ণের পীড়া *কাশি *কিডনীর পীড়া *চর্ম পীড়া * টনসিলাইটিস *দন্তের পীড়া *ধবল বা শ্বেতী রোগ *নখের পীড়া *পক্ষাঘাত *Gall Bladder Stone *প্রস্রাবের পীড়া * প্রষ্টেট- গ্ল্যান্ডের পীড়া *Fatty Liver * ফুসফুসের পীড়া *ব্লাড-প্রেসার *ভগন্দর * মাথা ব্যাথা * লিভারের পীড়া *সায়েটিকা *সিষ্টাইটিস *স্বরভংগ *নাকে পলিপাস *হার্নিয়া *Blood Cholesterol *চুল পড়া *Fatty Heart *ব্রন্স *একজিমা * শোথ * টাক রোগ * রক্ত প্রস্রাব * জন্ডিস * অনিদ্রা *প্যারাটিক *নিদ্রায় নাক ডাকা * পায়ের তলায় কড়া * মুখে দুর্গন্ধ * স্বপ্ন দোষ * হরমেন্থুন শোক দুঃখ জনিত পীড়া ইত্যাদি।

শিশুদের:-শিশু দাঁত উঠিতে হাঁটিতে ও কথা বলিতে বিলম্ব, শিশুর একশিরা, শিশুর কোষ্ঠবদ্ধতা, শিশুর মুখদিয়া লালা পড়া, Autism, Autistic, শিশু না খাইতে চাওয়া (Appetite Problems)

আপনি কি যৌন সমস্যায় ভুগছেন
*premature Ejaculation *Low Libido * Impotence
*পুরুষত্বহীনতা * শীঘ্রপতন *লিঙ্গ শিথিলতা

আমরা আমেরিকার যে কোন স্টেট ডাকযোগে ঔষধ পাঠিয়ে থাকি।

স্বল্প খরচে অল্প সময়ে অত্যাধুনিক পদ্ধতিতে, আমেরিকান ঔষধের সাহায্যে চিকিৎসা করা হয়।

Homeopathy & Herbal
72-08 Broadway, Jackson Heights, NY 11372
Cell: 917-285-4804
BUSINESS HOURS: MONDAY-SATURDAY 11:30AM-8PM, SUNDAY CLOSED

ব্রঙ্কসে সিম্ফনি মিউজিকের প্রথম বর্ষপূর্তি উদ্যাপন

৬২ পৃষ্ঠার পর

অনুষ্ঠানের শুরুতে শুভেচ্ছা বক্তব্য দেন 'অদয় বাংলাদেশ' এর সভাপতি নাইদুর রহমান শিংকন ও কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ট লিয়াজউদ্দিন আহমেদ লোহাগলহ কমিউনিটির বিশিষ্টজনেরা। মাহমুদুল হাসানের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে সংগঠনটির লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও এক বছরের পথচলার বিবরণ তুলে ধরা হয়। বর্ষপূর্তির এই আয়োজনে নিউইয়র্কের বিভিন্ন এলাকা থেকে আসা কণ্ঠশিল্পীরা সংগীত পরিবেশন করেন। অনুষ্ঠানে গান গেয়ে শোনান চাইম ব্যান্ডের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য আল-আমিন, শারমিন তানিয়া, মিঠুন হক, রূপালী ঘোষ, মিনিটিসা কুইয়া, এহতেশাম মুকুট, হামজা, জোসেফিন মিতি, বিনীতা জয়া, আনাদ সোহেল ও সঞ্চিতা ঠাকুরলহ আরও অনেকে। অনুষ্ঠানের বিশেষ আকর্ষণ ছিলেন সংগঠনটির থিম সংয়ের রচয়িতা সৈয়দ আলী শুভ। এ সময় উপস্থিত দর্শক-শ্রোতাদের সিম্ফনি মিউজিক এন্টারটেইনমেন্টের থিম সংটি শোনানো হয়।

আয়োজক সংগঠনের কর্ণধার সৈয়দ ফয়েজ উপস্থিত শিল্পী, অতিথি ও শুভানুধ্যায়ীদের স্বাগত জানান এবং সংগঠনের পথ চলায় সহযোগিতার জন্য সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। কেক কাটার মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে।

প্রবাসে সংগীতচর্চাকে আরও সমৃদ্ধ করা এবং শিল্পীদের মধ্যে পারস্পরিক সৌহার্দ্য বাড়াতে সিম্ফনি মিউজিক এন্টারটেইনমেন্ট আগামী দিনেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে-এমনটাই প্রত্যাশা করেন অনুষ্ঠানে আগত অতিথিরা।

বাংলাদেশের পানি : ন্যায্য হিস্যা নিশ্চিত করা গুরুত্বপূর্ণ

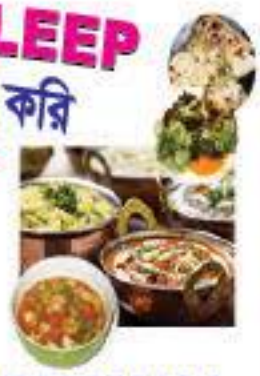
৭ পৃষ্ঠার পর

পর্যটক কারাক্কা পয়েন্টে প্রতি ১০ দিন পরপর পানি ভাগ হয়। প্রবাহ ৭০ হাজার কিউসেক বা কম হলে দুই দেশ সমান পানি পায়। চুক্তির মেয়াদ শেষের আগে বাংলাদেশ নবায়নের অনুরোধ জানালেও ভারত এখনো আনুষ্ঠানিক সাড়া দেয়নি বলে এএফপি জানিয়েছে। ভারত বলছে, নদী-সংক্রান্ত আলোচনা বিদ্যমান দ্বিপক্ষীয় কাঠামো, অর্থাৎ যৌথ নদী কমিশনের মাধ্যমেই চলছে। অন্যদিকে বাংলাদেশ নতুন বাস্তবতা বিবেচনায় নতুন চুক্তি চায়, যেখানে পানির ন্যূনতম প্রাপ্যতা নিশ্চিত থাকবে। পানিসম্পদমন্ত্রীর ভাষ্য অনুযায়ী, ১৯৭৭ সালের চুক্তিতে এমন নিশ্চয়তার ধারা থাকলেও ১৯৯৬ সালের চুক্তিতে তা বাদ পড়ে। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে ১৯৯৬ সালের গঙ্গা চুক্তির পানিপ্রবাহের হিসাবও নতুন করে বিবেচনা করা জরুরি। হিমবাহের পরিবর্তন, অনিয়মিত বৃষ্টিপাত ও তাপমাত্রা বৃদ্ধি নদীর স্বাভাবিক প্রবাহে প্রভাব ফেলছে। তাই অতীতের হিসাব দিয়ে ভবিষ্যতের পানিবণ্টন নির্ধারণ যথেষ্ট নয়। নতুন চুক্তিতে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব, ন্যূনতম পানির নিশ্চয়তা এবং দুই দেশের মধ্যে নিয়মিত তথ্য বিনিময়ের ব্যবস্থা থাকতে হবে। পাশাপাশি পুরো গঙ্গা অববাহিকার পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনাকেও গুরুত্ব দিতে হবে।

পানির সংকটের প্রভাব বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে দীর্ঘদিনের। গঙ্গা-কপোতাক্ষ সেচ প্রকল্পের আওতায় একসময় ৯৫৫ বর্গকিলোমিটার জমিকে সেচ দেওয়ার পরিকল্পনা থাকলেও বর্তমানে তা কমে প্রায় ৫৫০ বর্গকিলোমিটারে দাঁড়িয়েছে। পানির অভাবে নদী ও খাল ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এর প্রভাব পড়ছে কৃষি, মৎস্য সম্পদ ও জীববৈচিত্র্যে। রাজশাহীর বরেন্দ্র অঞ্চল থেকে পদ্মার চরাঞ্চল পর্যন্ত কৃষকের কাছে পানির সংকট কোনো কৃটনৈতিক বিষয় নয়। সময়মতো সেচ না পেলে ফসলের উৎপাদন কমে, বাড়ে কৃষির খরচ। নদীভাঙনে ঘরবাড়ি হারানো মানুষের কাছে এসব সংকট জলবায়ু পরিবর্তনের সবচেয়ে নির্মম বাস্তবতা। আমার বিবেচনায় আজলিয়ায় প্রধানমন্ত্রীর ভাষণে জলবায়ু অর্থায়নের দাবিই প্রাধান্য পেয়েছে এবং সেটি যথার্থ। এখন প্রয়োজন এই দাবির সঙ্গে গঙ্গার পানির প্রশ্নটিকে একই যুক্তির সুতায় বাঁধা। প্রথমত, জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য যেসব দেশ ঐতিহাসিকভাবে বেশি দায়ী, তাদের আর্থিক দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করতে হবে। ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোর জন্য অনুদানভিত্তিক অর্থায়ন বাড়াতে হবে। দ্বিতীয়ত, ভারতের সঙ্গে গঙ্গার পানিবণ্টন নিয়ে আলোচনায় জলবায়ু পরিবর্তনের নতুন বাস্তবতাকে স্বীকার করতে হবে। নদীর পানির হিসাব শুধু অতীতের প্রবাহের ওপর নির্ভর করে নির্ধারণ করা যাবে না। দুটি বিষয়ের মধ্যে যোগসূত্র রয়েছে। কারণ, জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে পানির প্রাপ্যতা ও প্রবাহের ধরন বদলে যাচ্ছে, আর তার প্রভাব পড়ছে অভিন্ন নদীর ওপর নির্ভরশীল দেশগুলোর অর্থনীতি ও জনজীবনে। বাংলাদেশ এই বাস্তবতা আন্তর্জাতিক মঞ্চে ধারাবাহিকভাবে তুলে ধরতে পারলে, তার দাবির একটি নুনংগত ভিত্তি তৈরি হবে।

আন্তর্জাতিক মঞ্চে দাবি তোলার পাশাপাশি দেশের ভেতরেও জলবায়ু অর্থায়নের স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে হবে। বিদেশি অর্থায়ন পেলেই ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের উপকার হবে না, যদি তা উপকূল, চরাঞ্চল ও ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর কাছে না পৌঁছায়। শুধু বাঁধ নির্মাণ নয়; কৃষি, পানি ব্যবস্থাপনা, লবণাক্ততা সহনশীল ফসল ও বাস্তুচ্যুত মানুষের পুনর্বাসনেও অর্থ ব্যয় জরুরি। নিজস্ব তহবিলের ব্যবস্থাপনাও প্রশ্নমুক্ত নয়। একটি সংগঠনের তথ্য অনুযায়ী, বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের প্রায় ৮৭৩ কোটি টাকা পদ্মা ব্যাংকে আটকে আছে। এই অর্থ উদ্ধারের উদ্যোগ ও দায় নির্ধারণে স্বচ্ছতা প্রয়োজন। নিজেদের অর্থের হিসাব পরিষ্কার না থাকলে আন্তর্জাতিক অর্থায়নের দাবি দুর্বল হয়ে পড়বে।

আজলিয়ার সম্মেলন শেষ হবে ২০ নভেম্বর। সেখানে নতুন প্রতিশ্রুতি ও লক্ষ্য ঘোষণা হতে পারে। কিন্তু বাংলাদেশের জন্য সম্মেলনের সাফল্য নির্ভর করবে এসব প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের ওপর। একইভাবে ১২ ডিসেম্বরের পর গঙ্গা চুক্তির অভিজ্ঞতাও গুরুত্বপূর্ণ। জলবায়ু পরিবর্তনের বাস্তবতা বিবেচনায় নিয়ে নতুন পানিবণ্টন ব্যবস্থা নিশ্চিত করা না গেলে নদী ও কৃষিনির্ভর মানুষের সংকট আরও বাড়বে। তাই আজলিয়ায় বাংলাদেশের দাবি শুধু জলবায়ু অর্থায়ন নয়, পানির ন্যায্য হিস্যাও। শেষ পর্যন্ত দুটি বিষয়ই বাংলাদেশের মানুষের নিরাপদ জীবন ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের স্বার্থের সঙ্গে জড়িত।

OPEN 24 HOURS
PANSHI NEVER SLEEP
আমরা সব ধরনের ক্যাটারিং করি
ভাল খাবার, সুন্দর পরিবেশ, ভাল সার্ভিস, কমদামে উপভোগ করুন।
$6.99 Midnight & Driver Special

PANSHI RESTAURANT & PARTY HALL
168-37/39 Hillside Ave, Jamaica, NY 11432
Tel: 718-480-8516, Fax: 718-480-8531

প্রফেশনাল ভিডিওগ্রাফি ও ফটোগ্রাফির জন্য আজই যোগাযোগ করুন
আমাদের সার্ভিস
নিউ ইয়র্ক ফিল্ম একাডেমী থেকে প্রকাশিত
২০ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন কর্মী দ্বারা পরিচালিত
স্বল্প খরচে, দ্রুত ডেলিভারি
বিয়ে, জন্মদিন, বিজনেস পার্টি, ফালচায়াল প্রোগ্রাম হাই কোয়ালিটি নিশ্চিত করা হয়

যোগাযোগ: আমাদের সার্ভিস
+১ (৯১৭) ৫১৯ - ১১৫১
amader.services@gmail.com

রুম ভাড়া হবে
অ্যাস্টোরিয়ায় দুটি পৃথক অ্যাপার্টমেন্টে দুটি রুম ভাড়া দেওয়া হবে।
প্রথম অ্যাপার্টমেন্ট: একটি রুম স্বামী-স্ত্রী বা কর্মজীবী মহিলার কাছে ভাড়া দেওয়া হবে।
Mobile: 347-898-8383
দ্বিতীয় অ্যাপার্টমেন্ট: একটি পৃথক রুম ভাড়া দেওয়া হবে।
Mobile: 347-465-0496
আগ্রহীদের বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করার অনুরোধ করা হচ্ছে।

apartment for rent
5109 61 woodside apartment for rent for two peapul
contrak 347 615 3284

৩০ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন DMV অনুমোদিত
অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য ইনস্ট্রাকটরের কাছে ড্রাইভিং শিখুন
স্বদেশ ড্রাইভিং স্কুল
ঃ সেবা সমূহ ঃ

* রোড লেসন ০৫/১০/১৫ লেসনের প্যাকেজ ডিলস্
* DMV Quick রোড টেস্ট
* 5 Hour (Per- License Class) Certificate
* 6 Hour DDC (ডিফেন্সিভ ড্রাইভিং সার্টিফিকেট) for Insurance & Points
* High Way Lesson
* Available Schedule
* DMV Service
মহিলাদের জন্য অত্যন্ত ধৈর্য্যসহকারে অভিজ্ঞ মহিলা Instructor দ্বারা ড্রাইভিং শেখানো হয়।
যোগাযোগ
Swadesh Driving School
37-13 74th ST. FL-2
Jackson Heights NY-11372
Phone: 718 255 1231
Cell: 929 670 2871
E-mail: swadeshdrv@gmail.com

JOY TECH ELECTRONICS & COMPUTER
সেলস এবং রিপেয়ার

Laptop এবং Desktop কম্পিউটার রিপেয়ার।
Cellphone, TAB, iPad রিপেয়ার ও আনলক করা হয়।
GSM আনলক সেলফোন বিক্রয়।
সবধরনের Accesories পাওয়া যায়
সিম কার্ড এক্টিভেশন / সব ফোন বিল পে করা হয়।

ultra mobile · h2o · T-Mobile · univision mobile · Lycamobile
Ph : (347) 730-5984 | Cell: (646) 707-7733
37-22 73RD ST, SUITE # 1D, JACKSON HEIGHTS, NY 11372

আটলান্টিক সিটি বাংলাদেশ আমেরিকান লায়ন্স ক্লাবের অভিষেক অনুষ্ঠান

৬২ পৃষ্ঠার পর

ইয়াপিকো। প্রথম ভাইস ডিস্ট্রিক্ট গভর্নর কাজী ইসলামসহ অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশি আমেরিকান কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, সামাজিক ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এবং বিভিন্ন সংগঠনের প্রতিনিধিরা। অনুষ্ঠানে নতুন নেতৃত্বকে ফুলেল শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানানো হয়।

অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, লায়ন্স ক্লাবের মূল লক্ষ্য মানবসেবা। আর্তমানবতার পাশে দাঁড়ানো, অসহায় মানুষের সহযোগিতা এবং সমাজের উন্নয়নে সম্মিলিতভাবে কাজ করার মধ্য দিয়েই সংগঠনটির কার্যক্রম আরও এগিয়ে যাবে।

বক্তারা আশা প্রকাশ করেন, বাংলাদেশ আমেরিকান লায়ন্স ক্লাব আটলান্টিক সিটি ও আশপাশের এলাকায় প্রবাসী বাংলাদেশিদের মধ্যে ঐক্য, সম্প্রীতি ও সামাজিক সহযোগিতার বন্ধন আরও সুদৃঢ় করবে। অনুষ্ঠানের শেষ পর্বে ছিল শপথ অনুষ্ঠান, শুভেচ্ছা বক্তব্য, পরিচিতি পর্ব এবং সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে আনন্দঘন সময় কাটানোর আয়োজন। সংগঠনের নবনির্বাচিত সভাপতি লায়ন এম এম রহমান ও সম্পাদক লায়ন ইশরাত জাহান উপস্থিত সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান।

নীতিনির্ধারকদের চিকিৎসায় সরকারি হাসপাতালকে অগ্রাধিকারে নীতিমালা চাই

১০ পৃষ্ঠার পর

চিকিৎসক, জরুরি পরিষেবা, নিরাপত্তা ও উপযুক্ত হাসপাতালে দ্রুত চিকিৎসা নিশ্চিত করতে একটি সমন্বয় কেন্দ্র গঠন করা যেতে পারে। নতুন বিলাসবহুল হাসপাতাল তৈরির পরিবর্তে বিদ্যমান সরকারি হাসপাতালগুলোর সক্ষমতা কাজে লাগাতে হবে।

পঞ্চমত, সরকারি অর্থে চিকিৎসার ব্যয়ে স্বচ্ছতা। সরকারি অর্থে দেশে বা বিদেশে ব্যয়বহুল চিকিৎসার ক্ষেত্রে চিকিৎসাগত প্রয়োজনীয়তা, ব্যয়ের যৌক্তিকতা ও যথাযথ নিরীক্ষা নিশ্চিত করতে হবে। রোগীর ব্যক্তিগত চিকিৎসা বিষয়ক তথ্যের গোপনীয়তাও রক্ষা করতে হবে।

ষষ্ঠত, সাধারণ রোগীর জন্যও একই মানের চিকিৎসা। রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের চিকিৎসার জন্য যে হাসপাতালে উন্নত যন্ত্রপাতি, বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ও জরুরি সেবার ব্যবস্থা থাকবে, সেই সুবিধা সাধারণ রোগীরাও যেন পান। নিরাপত্তার অজুহাতে সাধারণ রোগীর চিকিৎসা ব্যাহত করা যাবে না।

সপ্তমত, ছয় মাস অন্তর অগ্রগতি মূল্যায়ন। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় ও স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মাধ্যমে সরকারি হাসপাতালগুলোর জনবল, চিকিৎসার মান, রোগীর নিরাপত্তা, যন্ত্রপাতির কার্যকারিতা এবং সেবার অগ্রগতি নিয়মিত মূল্যায়ন করে প্রতিবেদন প্রকাশ করতে হবে।

রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিরা সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা নিলে কী পরিবর্তন আসতে পারে?

রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, স্বাস্থ্যমন্ত্রী, অন্যান্য মন্ত্রী ও উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা যখন দেশের সরকারি হাসপাতালগুলোর ওপর নির্ভর করবেন, তখন এসব প্রতিষ্ঠানের বাস্তব সমস্যা সম্পর্কে তাঁদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা তৈরি হবে।

হাসপাতালে শয্যা সংকট কেন? পর্যাপ্ত চিকিৎসক ও নার্স নেই কেন? আধুনিক যন্ত্রপাতি অচল থাকে কেন? রোগীদের দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করতে হয় কেন? প্রয়োজনীয় ওষুধ পাওয়া যায় না কেন?

এসব প্রশ্নের সমাধান তখন শুধু প্রশাসনিক নথিতে সীমাবদ্ধ থাকবে না; রাষ্ট্রের নীতিনির্ধারকদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বিষয় হয়ে উঠবে।

তবে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের চিকিৎসার জন্য সাধারণ রোগীদের অধিকার ক্ষুণ্ন করা যাবে না। আমরা আলাদা বিলাসবহুল চিকিৎসা ব্যবস্থা চাই না। আমরা চাই, একই সরকারি হাসপাতাল একজন মন্ত্রী এবং একজন সাধারণ নাগরিকের জন্য সমানভাবে নিরাপদ ও নির্ভরযোগ্য হয়ে উঠুক।

রাজনৈতিক নেতৃত্বের কাছে আমাদের প্রত্যাশা

শুধু ক্ষমতাসীন সরকারের সদস্যরাই নন, বিরোধী দলের নেতা, সাবেক মন্ত্রী, সংসদ সদস্য এবং সমাজের প্রভাবশালী ব্যক্তিরাও দেশের চিকিৎসা ব্যবস্থার প্রতি আস্থা প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রাখতে পারেন।

চিকিৎসাগতভাবে উপযুক্ত হলে তাঁরা দেশের সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা গ্রহণ করে ইতিবাচক দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারেন।

তবে চিকিৎসার স্থান নির্বাচনের স্বাধীনতা সবার রয়েছে। কাউকে জোর করে সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা নিতে বাধ্য করা নয়, বরং সরকারি হাসপাতালগুলোকে এমন সক্ষম করে তুলতে হবে, যাতে সেগুলোই মানুষের স্বাভাবিক প্রথম পছন্দ হয়।

শেষ কথা : স্বাস্থ্যমন্ত্রীর চিকিৎসা থেকেই শুরু হোক স্বাস্থ্য ব্যবস্থা সংস্কারের নতুন আলোচনা

স্বাস্থ্যমন্ত্রীর দ্রুত সুস্থতা কামনা করছি। তাঁর চিকিৎসার সঙ্গে যুক্ত চিকিৎসকদের প্রতি আমাদের পূর্ণ শ্রদ্ধা রয়েছে। কিন্তু স্বাস্থ্যমন্ত্রীর একটি ব্যয়বহুল বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা গ্রহণের ঘটনা আমাদের সামনে যে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন তুলে ধরেছে, তা এড়িয়ে যাওয়ার সুযোগ নেই।

দেশের সরকারি হাসপাতালগুলো যদি সাধারণ মানুষের চিকিৎসার জন্য যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ হয়, তাহলে সেগুলোকে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ ব্যক্তিদের চিকিৎসার উপযোগী করে গড়ে তোলা হবে না কেন?

আমাদের দাবি কোনো ব্যক্তির চিকিৎসা গ্রহণের স্বাধীনতার বিরুদ্ধে নয়। আমাদের দাবি একটি শক্তিশালী, আধুনিক, নিরাপদ ও জবাবদিহিমূলক সরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার পক্ষে।

আমি সরকারের কাছে আহ্বান জানাচ্ছি, আগামী ছয় মাসের মধ্যে জাতীয় চিকিৎসা নীতিমালা ও স্বাধীন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক বোর্ড গঠন এবং এক বছরের মধ্যে নির্বাচিত সরকারি বিশেষায়িত হাসপাতালগুলোর উন্নয়নে দৃশ্যমান অগ্রগতি নিশ্চিত করার জন্য সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করুন। যে হাসপাতালে দেশের সাধারণ মানুষ চিকিৎসা নেন, সেই হাসপাতালকে রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী ও স্বাস্থ্যমন্ত্রীর চিকিৎসার উপযোগী করে গড়ে তুলুন।

শুধু জনগণকে দেশের চিকিৎসা ব্যবস্থার ওপর আস্থা রাখতে বলবেন না—রাষ্ট্রের নীতিনির্ধারকেরাও নিজেদের সিদ্ধান্ত ও কার্যক্রমের মাধ্যমে সেই আস্থার দৃষ্টান্ত স্থাপন করুন। দেশের চিকিৎসায় আস্থা চাই, বৈষম্য নয়। সরকারি হাসপাতালের উন্নয়ন চাই, শুধু প্রতিশ্রুতি নয়। রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ ব্যক্তি থেকে সাধারণ নাগরিক—সবার জন্য নিরাপদ ও মানসম্মত চিকিৎসা চাই।

দেশের চিকিৎসকদের দক্ষতা, অভিজ্ঞতা ও সক্ষমতার ওপর আস্থা রাখুন। সেই আস্থার উপযুক্ত সরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থা গড়ে তুলুন।

লেখক : অধ্যাপক, এমবিবিএস (ডিএমসি), এমডি (কার্ডিওলজি), ক্লিনিক্যাল অ্যাক্ট ইন্টারভেনশনাল কার্ডিওলজিস্ট, বিভাগীয় প্রধান, কার্ডিওলজি, পপুলার মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল, ঢাকা।

ভ্রমন সেবার জগতে একটি বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

দীর্ঘ ২০ বছরের অভিজ্ঞতা

রহমানিয়া ট্রাভেল সার্ভিসেস

Rahmania Travel Services

Best Service is our Goal

৭ দিনই খোলা

Hajj & Umrah Specialist

Emirates | Biman Bangladesh Airlines | EGYPTAIR | QATAR | ETIHAD | KUWAIT AIRWAYS | Saudi Arabia

IATA ACCREDITED AGENT

বাংলাদেশসহ পৃথিবীর যেকোন দেশে ভ্রমণের জন্য আমরাই দিচ্ছি সর্বনিম্ন মূল্যে টিকিট বিক্রয়ের নিশ্চয়তা

PLACID EXPRESS | small world | ria Money Transfer

International/Domestic টিকিট ১০০%

সীট কনফার্ম করার পর আমাদের অফিস থেকে ইস্যু করে থাকি।

718-205-3270
718-205-2677
646-322-1654

দেশে যাওয়ার পথে অল্প খরচে পবিত্র ওমরাহ্ পালনের সুযোগ নিন

আমাদের সার্ভিস সমূহ

Ticket:
International/Domestic
Visa Services
Umrah Package
5 Years Multiple
Bussiness Visa (SAUDI)
Money Transfer
6 Hours Defensive

37-15 73rd Street, Suite 203 (Bangladesh Plaza)
Jackson Heights, NY 11372, Email: rahmaniatravel@yahoo.com

KHAIRUL BASHAR LAW OFFICES

basharlaw.com

সবধরনের ইমিগ্রেশন সমাধানে

KHAIRUL BASHAR LAW OFFICES

আমরা যেসব বিষয়ে পরামর্শ দিয়ে থাকি



Khairul Bashar
Attorney At Law
(MBA., LL.M.)

* ফ্যামেলি ইমিগ্রেশন ও সিটিজেনশিপ
* অ্যাসাইলাম ও ডিপোর্টেশন ডিফেন্স
* ওয়েভারস (I-601, I-601A & 1-212)
* বর্ডারে গ্রেপ্তার, ডিটেনশন ও বন্ড
* আপিল ও রিট অব ম্যানডামাস
* U - ভিসা, VAWA & SIJS
* EB-1, EB-2 NIW & EB-3
* বিজনেস ও বিনিয়োগ বিষয়ক ইমিগ্রেশন
* কনস্যুলার প্রসেসিং ও 221 (g) ভিসা রিফিউজাল

718-775-8509
212-464-8620
khairul@basharlaw.com

72-32 Broadway
Suite 301-302
Jackson Heights, NY 11372

1629 K Street NW, Suite 300
Washington, D. C. 20006
Tel: (888) 771- 4529

Admitted in Washington D.C. and Alabama State Bar
Practice Limited to U.S. Immigration & Nationality Law in all 50 States

JK Gain Multi

'আমাদের সকল গ্রাহক ও শুভানুধ্যায়ীদের জানাই বাংলা নববর্ষের প্রীতি ও শুভেচ্ছা।'

J. K. GAIN MULTISERVICES

জে.কে. গাইন মাল্টি সার্ভিসেস্

Notary Public

প্রতি রবিবার একাউন্টিং ফ্রি কর্মশালা

LOW COST GUARANTEE

• TAX SERVICES
• INSURANCE
• Life Insurance
• Health • Auto • TLC
• Home • Business
• Immigration Services
• DDC. (6 Hrs. Defensive Class)
• Private Service Bureau (DMV Approved)

Authorized IRS e-file Provider



Jaydeb Gain

Tel: 347-536-5107
Office: 917.396.4509
41-15 75th Street, Suite 2
Elmhurst, NY 11373
gain_jaydeb@yahoo.com
www.JKGainMulti.com

ক্লাসিফাইড বিজ্ঞাপন

যে কোন তথ্যের জন্য ফোন করুন

Tel: 646-267-7751, 917-519-1151
Email: ajkalnews@gmail.com
OFFICE
71-16 35th Ave
Jackson Heights
NY 11372.

বাসা-এপার্টমেন্ট-কন্ডো-বেসমেন্ট ভাড়া

House for Rent

3 bedrooms,big living room, 1 bathroom in Ozone Park at 103-17 Plattwood Ave, Ozonepark, NY 11417, Rent $3,100. One bedroom Condo at 11 Metropolitan Ave. Bronx, NY 10462, Rent $2,200 Renovated 3 bedrooms,1 bathroom in Morris Park,at 2000 Bogart Ave.Bronx,NY 10462 Rent $3,300.Two bedrooms in Jamaica Hills, Rent $2,200. Five rooms,2 full bathrooms in Jamaica Hills,rent $4,500.One bedroom in Albertson,at 39 Sunset Rd. NY 11507,Long Island , Exit 36/37 from LIE, Rent $2,500. 2 bedrooms House in Valley Stream,rent $2,700.
We accept CityPHEPS, Section 8 Programs. Please call or email.

347-465-3220
Kamruz Zaman Baccu
Licensed Realtor
kamruzbaccu1@gmail.com
Winzone Realty Inc.

এটিক ভাড়া

জ্যামাইকা ১৪৩ স্ট্রিট হিলসাইড এবং ৮৭ রোডে প্রাইভেট হাউজের এটিক ২ বেডরুম, কিচেন এবং বাথরুম ১ ডিসেম্বর থেকে ভাড়া দেওয়া হবে।
ফোন : 347-741-3872
(১১/২০/০২/০৪)

বাসা ভাড়া

জ্যাকসন হাইটসের কাছে ২৫-৪৬ ১০০ স্ট্রিট, ইস্ট এলমহার্স্ট, ১১৩৬৯, কুইন্স নিউইয়র্ক প্রাইভেট বাসার প্রথম তলায় ২ বেডরুম, ভাড়া ২২০০ ডলার। ১ ডিসেম্বর থেকে ভাড়া হবে।
ফোন : 347-657-6706, 917-403-8187
(১১/২০/০২/০৯)

Basement for Rent

2 Bedroom 1 Bathroom kitchen and living space is available for rent. Great location in Hillside Area, Queens. Easy access to F Trains @ 179t St Near Khaamar Baari supermarket, mosque & schools. Rent $1800. For set up a tour, please Call or Text.
Phohe : 347 397 0838
After 6 pm
917 588 8765 After 6 pm
(১১/০৬/০২/১১)

বেসমেন্ট ভাড়া

জ্যামাইকা ১৭৫ স্ট্রিট ও ৮৯ এভিনিউতে এফ ট্রেনের সাবওয়ের কাছে, মসজিদের পাশে এটাচড বাথরুমসহ একটি রুম ব্যাচেলরদের কাছে ভাড়া দেয়া হবে।
ফোন : 917-365-5805
(১১/২০/০২/১৬)

সেমিবেসমেন্ট ভাড়া

উড সাইডে ৫১০৯ ৬১স্ট্রিট নিউ ইয়র্ক, টেইলার এভিনিয়ের উপর প্রাইভেট বাসায় সেমিবেসমেন্ট ভাড়া দেয়া হবে। দুই রুম, কিচেন, বাথরুম। স্বামী স্ত্রী, ছোট ফ্যামিলি অথবা দুইজন ব্যাচেলর কাছে ভাড়া দেয়া হবে।
ফোন : 347-615-3284, 347-833-3771
(১১/১৩/০২/০১)

সেমিবেসমেন্ট ভাড়া

হলিস কোর্ট সুলেভার্ড কুইন্স ভিলেজে মনোরম পরিবেশে ৩ বেডরুম, ১ বাথরুম ও ফুল কিচেনসহ সেমিবেসমেন্ট ভাড়া দেওয়া হবে। মাসিক ভাড়া ১৬০০ ডলার।
ফোন : 917-640-7528
(১১/১৩/০২/০৪)

বাসা ভাড়া

সম্পূর্ণ নতুন রেনোভেটেড বিল্ডিং-এর ২য় তলা : ৩ বেডরুম, কিচেন- লিভিং রুম, ২ টি ফুল বাথরুম। বেসমেন্টে : ৩ বেডরুম, কিচেন, বাথরুম। এটিক : ২ বেডরুম, কিচেন, বাথরুম। Yates RD Sutfin Blv Jamaica.
ফোন: 646-623-8555
(১১/১৩/০২/০৮)

বেসমেন্ট ভাড়া

বেসমেন্ট ভাড়া হবে। 183 street and 90th avenue, Hollis, NY 11423. F train থেকে walking distance. সম্পূর্ণ নতুন। Bachelor or Couple.
যোগাযোগ : 929-604-5625
(১১/১৩/০২/১৩)

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকায় ১৭৩ স্ট্রিট ও ৮৯ এভিনিউর কর্নারে দুই বেডরুম ও ১ বেডরুমের এটিক ভাড়া দেওয়া হবে। সহজ যোগাযোগ। সাবওয়ে ৫ মিনিটের হাঁটা পথ।
ফোন : 646-266-4845
(১০/০৬/০২/১৪)

বাসা ভাড়া

উডসাইডে প্রাইভেট বাসার দ্বিতীয় তলায় তিন বেডরুম, এক ও হাফ বাথরুম, লিভিং, ডিনেসহ বাসা ভাড়া দেওয়া হবে। সুলভি রেসোভেটেড, ডিনেস এপ্লায়েন্স সম্পূর্ণ নতুন।
—: ফোন :—
212-347-2200
কে-ল্যান্ড রিয়েলটি
(১১/২০/০২/১৩)

বেসমেন্ট ভাড়া

জ্যামাইকা মিরিক সুলেভার্ড ও লিবার্টি এভিনিউ কর্নারে প্রাইভেট বাসায় এক বেডরুমের বেসমেন্ট ভাড়া। ইয়র্ক কলেজের পিছনে। বাসায় সামনে বাস স্টপ।
ফোন : 347-283-9556, 310-295-8392
(০৫/২৯/০০/১৩)ই

Semi Basement for Rent

Semi-basement apartment for rent. Available from December 1, 2026 at 9006 210th Pl, Queens Village, NY 11428. Vacant now. Early move-in possible. 2 bedrooms, living room, dining area, kitchen and bathroom. Suitable for a family or 2-3 bachelors. 5-minute walk to the bus, grocery stores, mosque, banks and shopping. Rent: Negotiable
Phone: 929-369-8042
(১১/১৩/০২/১৪)

বেসমেন্ট ভাড়া

জ্যামাইকা ১৭৭ স্ট্রিট ও ১০৬ এভিনিউতে ১ বেড, লিভিং, ফুল বাথরুম, কিচেনসহ বেসমেন্ট অতিসত্বর ভাড়া দেওয়া হবে। কিউ-৪২ এবং কিউ-৮৩ বাস স্টপের সন্নিকটে।
ফোন : 646-351-7636, 631-836-4366
(১১/১৩/০১/০৫)

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকা পারসন্স সুলেভার্ড ১৬০ স্ট্রিট এবং ৮৪ এভিনিউয়ে প্রাইভেট বাড়ির প্রথম তলায় ২ বেডরুম, ১ ফুলবাথ, লিভিং, ডাইনিং, বিগ কিচেনসহ ভাড়া দেওয়া হবে। ভাড়া ২৫০০ ডলার + বিল।
ফোন : 718-427-0445, 347-956-0408
(১১/০৬/০১/০২)

বাসা ভাড়া

জ্যাকসন হাইটসের ৭১ স্ট্রিট ও ৩৫ এভিনিউতে ২ বেডরুম, লিভিং, কিচেন, বাথরুমের বাসা আগামী ১ ডিসেম্বর থেকে ভাড়া দেওয়া হবে।
ফোন : ৯১৭-৬২২-১৫২৪
(১১/২০/০১/১৯)

সেমিবেসমেন্ট ভাড়া

ব্রঙ্কসের ১, ২ ও ৩ বেডরুমের সেমিবেসমেন্ট সুন্দর বাসা ভাড়া দেওয়া হবে। পেলহাম যে ৬ ট্রেন ও বাস ও সাবকিছুর নিকটে।
ফোন :
৯১৭-৯৯৫-৭৮৪৬
(১০/১৬/০০/১৬)এআর/সি/

বেসমেন্ট ভাড়া

জ্যামাইকা 10712 173rd st এ সম্পূর্ণ নতুন বেসমেন্টে, সব কিছু নতুন, ২ বেড রুমের একটি বাসা শুধুমাত্র ব্যাচেলরদের কাছে ভাড়া দেয়া হবে।
বাসার কাছাকাছি Q4, Q5, Q83, Q84, Q85, Q86, Q87, Q89 বাস। বাসে করে 2 Stop পর 'E' এবং 'J' ট্রেন জ্যামাইকা সেন্টার।
ভাড়া ও অন্যান্য বিল, বাসা পছন্দ হলে আলোচনার ভিত্তিতে নির্ধারিত করা হবে।
ফোন :
646-413-2229

2- Bedroom Semi Basement Apartment for Rent

Location: 89-05 145st, Jamaica, NY 11435
Details: 2 Bedroom,1 Bathroom, Kitchen and leaving .
Close To: Less than 2 Minutes walking All Transportation
E,J,Z,F Train and LIRR + All Buses. Darus Salaam Mosjid & All Bangladeshi, Indian Super Market and Restaurant
1 Month Rent and 1 Month security deposit
- Please call: 718-847-6905
- 347-355-4542

ওজোন পার্কে রুম ভাড়া

ওজোন পার্কে বাংলাদেশি অধ্যুষিত এলাকা এ/সি ট্রেন, কিউ-৭ ও কিউ-৮ বাস, সাবওয়ে মসজিদ, গ্রোসারি, সাবওয়ে সংলগ্ন প্রাইভেট বাড়ির সম্পূর্ণ আলাদা একটি রুম অধুমপায়ী দুইজন ব্যাচেলরের কাছে ভাড়া দওয়া হবে।
—: ফোন :—
718-451-6414

বাসা ভাড়া

১৭৫-০১ ৮৯ এভিনিউ, হিল সাইড এভিনিউ-এ প্রাইভেট হাউজের বেসমেন্টে দুই বেডরুম, সেপারেট লিভিং ও কিচেন বাথরুমসহ বাসা ডিসেম্বর থেকে ভাড়া দেওয়া হবে। প্রতি রুমে জানালা আছে। মসজিদের পাশে।
—: ফোন :—
646-379-8441

২০০-০৩ , ১০৯ এভিনিউ, সেন্ট এলবান্স , নিউইয়র্ক ১১৪১২ এ, এটিক ১ বেডরুম ও ১টি বড় লিভিংরুম ভাড়া হবে। ভাড়া আলোচনা সাপেক্ষে। সম্পূর্ণ নতুন। আলাদা এন্ট্রান্স। পার্কিং পাওয়া যায়। অতিনিকটে Q2 বাস, সুপার মার্কেট, স্কুল, ফার্মেসি, রেস্টুরেন্ট ২টা মসজিদ ও সোলার আছে ।
—: যোগাযোগ :—
646-575-7053, 646-318-9864

অত্যন্ত যত্ন সহকারে ড্রাইভিং শিকানো হয়



* Free Pick up and drop off
* 100% পাশের নিশ্চয়তা
* 5hr Certificate
* 6hr Certificate

যোগাযোগঃ
914-343-2629 (Nuri)

জ্যাকসন হাইটসে বাংলাদেশীদের দ্বারা পরিচালিত ড্রাইভিং স্কুল

কেন সবাই আমাদের ড্রাইভিং স্কুলে শিখতে চায়

সপ্তাহে ৭ দিনই খোলা

- আমাদের ফি যুক্তিসঙ্গত এবং সেবা অতুলনীয়
- মহিলা পুরুষ ও বয়স্ক সবার প্রতি সমর্পরিমান যত্ন নিয়ে শিখিয়ে থাকি
- আমাদের সব প্রশিক্ষক NYS Instructor License প্রাপ্ত এবং খুবই ধৈর্যশীল।
- আমাদের স্কুলে পাশের হার সবচেয়ে বেশী
- প্রতি দশজনের অটিজন আমরা প্রাক্তন ছাত্র/ছাত্রীর রেফারেন্স থেকে পাই
- আপনি যদি আমাদের সেবায় সন্তুষ্ট হন তবে, অন্যজনকে বলুন আর যদি সন্তুষ্ট না হন তবে আমাদেরকে বলুন



অন্য ড্রাইভিং স্কুলের প্রাইসকার বিভ্রান্ত হবেন না। আমাদের প্যাকেজ ফীসে একই মূল্যে পাচ্ছেন পাঁচ ঘন্টার ক্লাসের সার্টিফিকেট যা অন্যখানে পাচ্ছেন না।

৩৩০ ডলারে পাচ্ছেন

★ ৫টি রোড সেশন,
★ রোড টেষ্টের জিন গাড়ী
★ পাঁচ ঘন্টার (5 Hours) ক্লাস
★ অতি অল্প মূল্যে গাড়ী ইন্সুরেন্স করে থাকি
Defensive Driving Class দেয়া
★ নতুন অটোমেটিক গাড়ী (A/C) সহ

- অত্যন্ত সহজ উপায়ে পার্কিং শিক্ষা
- আপনার সময়ই আমাদের সময়

যোগাযোগ : অভিজ্ঞ ইনস্ট্রাক্টর
রহমান 917-378-0353

Full Insured & Licensed by New York State
PUPIL DRIVING SCHOOL
37-16 73rd Street (Suit#201) 2nd Floor, Jackson Heights, NY 11372

ক্লাসিফাইড বিজ্ঞাপন

যে কোন তথ্যের জন্য ফোন করুন

Tel: 646-267-7751, 917-519-1151
Email: ajkalnews@gmail.com
OFFICE
71-16 35th Ave
Jackson Heights
NY 11372.

রুম ভাড়া

রুম ভাড়া

এস্টোরিয়ায় ব্রডওয়ে ও ৩৩স্ট্রিট-এ 'এন-ডব্লিউ' ট্রেনের কাছে ফার্স্ট ফ্লোরে একটি রুম ভাড়া দেওয়া হবে।
ফোন : 929-401-6342, 929-395-5204
(১১/২০/০২/০৬)

রুম ভাড়া

এলমহার্স্ট-এ 'এম', 'আর' এবং '৭' ট্রেন স্টেশন সংলগ্ন একটি প্রাইভেট বাসায় একটি রুম ভাড়া দেওয়া হবে। কর্মজীবি দুইজন মানুষের জন্য। রুম অনেক বড়।
ফোন : 347-837-4346
(১১/২০/০১/০৭)

রুম ভাড়া

ব্রঙ্কসের সুন্দর ও মনোরম পরিবেশে 210 St, between Valentine and Bedford, Bronx 10458-এ একজন বা দুইজনের জন্য একটি রুম আগামী ডিসেম্বর থেকে ভাড়া হবে।
ফোন : ৯২৯-৭১৪-২২৭৭
(১১/১৩/০১/০৩)

Basement room for Rent

Basement room is for rent in Astoria, near 30th Ave, Only for bachelor.
Phone : 929-462-4848
(11/20/02/11)

রুম ভাড়া

উডসাইডে ৭ ট্রেনের সাবওয়ের কাছে প্রাইভেট হাউজের ১ বেডরুম, ২ বেডরুম ও তিন বেডরুমের বাসা ফ্যামিলির কাছে ভাড়া দেওয়া হবে।
ফোন : 347-283-3985, 347-330-1584
(১১/২০/০১/১৪)

স্টুডিও রুম ভাড়া

জ্যামাইকা ব্রায়ারউড এক ট্রেনের পারসন বুলেভার্ড সংলগ্ন ১৫০ স্ট্রিটে প্রাইভেট হাউজের স্টুডিও এটিক ভাড়া হবে। চাকরীজীবি স্বামী-স্ত্রী অথবা দুই জন ব্যাচেলর অগ্রাধিকার।
ফোন : 347-345-5283
(১১/১৩/০২/০৭)

Room Rent

One Room near E,F,M,R&7 trains Jackson Heights Station. Looking for One Bachelor Male. No drinking or smoking. Share kitchen & bath-room. Available December 1st. I speak Bangla.
Call : 646-331-3976.
(11/13/02/11)

রুম ভাড়া

হলিসে ১৯৩ স্ট্রিট ও জ্যামাইকা এভিনিউতে কিচেন ও এটাচড বাথরুমসহ একটি রুম ব্যাচেলরের কাছে ভাড়া দেয়া হবে। বাসার সামনেই বাস স্টপ, এক ব্লক দূরেই এফ ট্রেন ও LIRR. স্মোকিং ও ড্রিংকিং চলবে না।
ফোন : 347-345-5216
(১১/১৩/০২/১০)

রুম ভাড়া

ওজোন পার্কে বাংলাদেশি অধ্যুষিত এলাকা এ/সি ট্রেন, কিউ-৭ ও কিউ-৮ বাস, সাবওয়ে মসজিদ, গ্রোসারি, সাবওয়ে সংলগ্ন প্রাইভেট বাড়ির সম্পূর্ণ আলাদা একটি রুম অধুমপায়ী দুইজন ব্যাচেলরের কাছে ভাড়া দওয়া হবে।
ফোন : 718-451-6414
(১১/০৬/০১/১০)

রুম ভাড়া

৩৭৪৯ ৮১ স্ট্রিটে এপার্টমেন্টে এটাচড বাথরুমসহ একটি মাস্টার বেডরুম ভাড়া দেওয়া হবে। একজন বা দুই জন মহিলা বা মেয়ে।
ফোন : 929-639-4127
(১১/২০/০১/১৯)

রুম ভাড়া

কুইন্সের উড সাইডে ৬১ স্ট্রিটে, ৭ ট্রেনের হাফ ব্লকের মধ্যে একটি রুম ভাড়া দেওয়া হবে। রেডি টু মুভ।
ফোন :
মঈন, 917-209-1707
(১০/৩০/০০/০৯) এমআই

রুমমেট আবশ্যক

রুমমেট আবশ্যক

সানি সাইডে ৪৬ স্ট্রিটে এপার্টমেন্ট বিল্ডিংয়ের চার তলায় আগামী ডিসেম্বর থেকে একজন অধুমপায়ী পুরুষ রুমমেট আবশ্যক। রেডি টু মুভ।
ফোন : 917-500-7936
(১১/২০/০২/০৩)

রুমমেট আবশ্যক

জ্যাকসন হাইটস এলাকায় নিরি-বিলি পরিবেশে রুমমেট আবশ্যক। একটি সিঙ্গেল রুমও ভাড়া দেওয়া হবে।
ফোন : 646-515-2094
(১১/২০/০২/১৫)

রুমমেট আবশ্যক

আগামী ১ ডিসেম্বর থেকে এলমহার্স্ট হাসপাতালের পাশে এপার্টমেন্ট বিল্ডিংয়ে ১ টা বড় রুমে শেয়ারে থাকার জন্য ১ জন ছেলে রুমমেট চাই।
ফোন : 929-401-6823
(১১/০৬/০২/০৫)

রুমমেট আবশ্যক

জ্যামাইকা পারসন বুলেভার্ডে, ১৬০ হিলসাইডে শেয়ারড রুমে রুমমেটে আবশ্যক। রুম ফুল ফার্নিশড।
ফোন : 718-820-6078, 470-685-1078
(১০/৩০/০৩/১১)

রুমমেট আবশ্যক

পহেলা ডিসেম্বর থেকে একজন রুমমেট খুঁজছি। লোকেশন ৬৯ স্ট্রিট বিটুইন ৪১ এভিনিউ এবং রুজভেল্ট এভিনিউ। ৬৯ স্ট্রিট ৭ ট্রেইন সাবওয়ে ১ মিনিট দূরত্ব, ৭৪ স্ট্রিট রুজভেল্ট সাবওয়ে ৩-৪ মিনিট ওয়াকিং ডিসটেন্স বাসা থেকে। যারা দিনে কাজ করেন এমন হলে ভালো হয়।
ফোন : 718-790-7536, 347-286-4540 (কল, টেক্সট, হোয়াটসআপ)
(১১/২০/০১/১৮)

রুমমেট আবশ্যক

জ্যাকসন হাইটসের ৭২ স্ট্রিট ও ৩৭ এভিনিউতে একটি এপার্টমেন্টে ১ জন রুমমেট আবশ্যক। কোন সময় উঠতে পারবে।
ফোন : 929-599-0535
(১১/২০/০২/১০)

রুমমেট আবশ্যক

১লা ডিসেম্বর থেকে 80th street, 37th Ave Jackson Heights এরিয়াতে সুন্দর নিরিবিলি পরিবেশে থাকার জন্য ১/২ জন রুমমেট চাই। বাসা খালি আছে চলিত মাসেও উঠতে পারেন।
যোগাযোগ : এম মনির 917-362-9544

House Sale

House / Condo Sale

8 Family at 1550 Parker Street, Bronx, NY 10462, built in 2011, Tax $300 Yearly, Asking $2,100,000. One bedrooms Condo at 11 Metropolitan Oval, Bronx, NY 10462. Three family at 945A Herkimer Street, Brooklyn, NY 11233, Asking $1,599,000. Four Family at 1715 Saint Peters Ave, Bronx, NY 104621 Asking $1,599,000. To buy your dream home. I have 100+ houses or sell your valuable house list with me I have many qualified buy-ers.
আমাদের কাছে ব্রঙ্কস, কুইন্স, ব্রুকলিন ও লং আইল্যান্ডে ১০০+ ব্যাংকের বাড়ি আছে। বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য কল করুন। আপনার বাড়ি বিক্রি করতে বা স্বপ্নের বাড়ি ক্রয় করতে অভিজ্ঞ রিয়েলটরের সহায়তা নিন।
347-465-3220
কামরুজ্জামান বাজু, রিয়েলটর,
আইল্যান্ড অ্যাডভ্যান্টেজ রিয়েলটি।

অফিস রুম ভাড়া

জ্যামাইকায় অফিস রুম ভাড়া হবে
153-27 Hillside Ave, Jamaica, NY 11432
প্রাইভেট অফিস রুম। মাসিক ভাড়া: ৯৭৫ ডলার।
সাধারণ সুবিধা অন্তর্ভুক্ত। ইন্টারনেট সুবিধা অন্তর্ভুক্ত।
বাথরুম (শেয়ারড বাথরুম)
যারা ব্যক্তিগত বা ব্যবসায়ী অফিসের রুমে খুঁজছেন, তাদের জন্য এটি একটি ভালো সুযোগ। বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন।
ফোন : 917 264-6008

ইয়েলো ট্যাক্সি ভাড়া

টয়োটা র‍্যাভ-৪ হাইব্রিড ইয়েলো ট্যাক্সির জন্য ফুলটাইম অথবা দুইজন ড্রাইভার আবশ্যক।
—: ফোন :—
929-928-0956

গাড়ি বিক্রি

Acura MDX 2019 টিপটপ কন্ডিশনের গাড়ি বিক্রি হবে। মাইলেজ ২০ হাজার মাইল। দাম ১৫,০০০ ডলার।
—: ফোন :—
631-248-2346

টিএলসি গাড়ি ভাড়া

টয়োটা সিয়েনা হাইব্রিড হুইলচেয়ার গুড কন্ডিশন গাড়ি উবার/লিফটের জন্য ভাড়া দেওয়া হবে। মাইলেজ ৬০,০০০।
ফোন : 917-294-9043

ইয়েলো ট্যাক্সি ভাড়া

টয়োটা র‍্যাভ-৪ হাইব্রিড ইয়েলো ট্যাক্সি ভাড়া দেওয়া হবে। ফুল টাইম ১ অথবা দুইজন ড্রাইভার, দিন ও রাত। জ্যাকসন হাইটস, উডসাইড অথবা যে কোন এলাকা।
ফোন : 917-945-9133

দোকান ও বাড়ীর কনস্ট্রাকশন এর কাজ করা হয়
(নতুন ও পুরাতন)

টাইলস, সিলিং, ক্যাশ কাউন্টার, ইলেক্ট্রিক প্লাম্বিং, কেন্ডি রেক, বেসমেন্ট ফিক্সিং এবং দোকান ও বাড়ীর সম্পূর্ণ কনস্ট্রাকশনের কাজ করা হয়।

সাইন বোর্ড, লাইট বক্স, এল ই ডি, চ্যানেল লেটার মেনু বোর্ড, ব্যানার, স্টোর ফ্রন্ট, মিরর গ্লাস, এলোমোনিয়াম ফ্রেমিং এর কাজ করা হয়।

NOVA INTERIOR DECORATION & SIGN
NOVA CONSTRUCTION & RAKA SIGN INC.
7034 Broadway, Jackson Heights, NY 11372, Email: nrnova@yahoo.com
Tel: 646-920-7788

ক্লাসিফাইড বিজ্ঞাপন

যে কোন তথ্যের জন্য ফোন করুন

Tel: 646-267-7751, 917-519-1151
Email: ajkalnews@gmail.com
OFFICE
71-16 35th Ave
Jackson Heights
NY 11372.

ফটোফ্রেমিং স্টোরে লোক আবশ্যক

ব্রুকলিনে ফটোফ্রেমিং স্টোরে কাজের জন্য একজন ইংরেজি জানা পুরুষ লোক আবশ্যক। কাজ শিখিয়ে নেয়া হবে। বয়স ৪৫ বছরের কম হতে হবে।

–: যোগাযোগ :–

646-287-8203 (10am to 7pm)

ফিলাডেলফিয়া এলাকায় গ্রোসারি ও রেস্টুরেন্টে লোক আবশ্যক

ফিলাডেলফিয়া এলাকায় গ্রোসারি ও রেস্টুরেন্টে লোক আবশ্যক

(১) গ্রোসারীতে ১ জন ম্যানেজার, ১ জন হেল্পে হেল্পার ও ১ জন মিট কাটার দরকার।

(২) রেস্টুরেন্টে ১ জন কারি শেফ, ১ জন তান্দুরি শেফ ও ১ জন কিচেন হেল্পার হেল্পে দরকার ।

(৩) থাকা খাওয়া ফ্রি, বেতন আলোচনা সাপেক্ষে।

লিভ ভয়েস মেসেজ ও টেক্সট

–মোবাইল :–

215-237-2600

কম্পিউটার অপারেটর আবশ্যক

জ্যামাইকায় জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টার সংলগ্ন পার্সোনাল কাজে বাংলা ইংরেজি টাইপ জানা একজন অভিজ্ঞ কম্পিউটার অপারেটর আবশ্যক।

–: ফোন :–

347-231-0327

পাত্র চাই

আমেরিকান সিটিজেন পাত্রীর জন্য পাত্র চাই। পাত্রী একটু অসুস্থ। এখানে যারা একা থাকেন তাদের জন্য। পাত্রীর বয়স ২৬ বছর।

–: ফোন :–

929-401-7536

পাত্রী চাই

পাত্র সিটিজেন, ব্যাচেলর সম্পন্ন, মার্কেটিং পদে কর্মরত। পাত্রের বয়স ৩১ বছর, উচ্চতা ৫ফিট ৮ ইঞ্চি, ইউএসএ সিটিজেন, ইউএসএতে বড় হয়েছে। আগ্রাহীরা যোগাযোগ করুন।

–: ফোন :–

917-244-9861

কেয়ার গিভারের কাজ চাই

এডাল্ট কেয়ারের কোন মহিলা বাঙ্গালী রোগীকে সেবার জন্য সোমবার থেকে শুক্রবার দৈনিক ৭-৮ ঘণ্টা অথবা ছোট বাচ্চা দেখাশোনা বা কেয়ারের জন্য নিউইয়র্কের সাফোক কাউন্টিতে মহিলা কেয়ার গিভার হিসেবে কাজ করতে চাই।

718-666-2228

মুসলিম পাত্র চাই

বাংলাদেশী সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের সুন্দরী শিক্ষিতা পাত্রী Floral Park, Long Island এ নিজ বাড়িতে মা-বাবার সাথে বসবাসরত, New York এ কর্মরত। New York থেকে একাউন্টিংয়ে মাস্টার্স গ্রাজুয়েট পাত্রীর জন্য শিক্ষিত ৩০ বছরের উপরে New York এ বসবাসরত Citizen পাত্র আবশ্যক। শর্ট ডিভোর্স হলেও চলবে।

917-863-3924, 917-373-3825

MKDHAKA06@GMAIL.COM

পাত্র চাই

বাংলাদেশে অবস্থানরত, ঢাকার বাসিন্দা এমবিএ করা ৫ ফুট ২ ইঞ্চি, সুশ্রী, মুসলিম, পাত্রীর জন্য সিটিজেন পাত্র চাই।

01339-700778 (Whatapp)

পাত্র চাই

নিউইয়র্কে বসবাসরত ডাক্তার পাত্রীর জন্য আমেরিকায় বেড়ে উঠা উচ্চ শিক্ষিত ইস্টাবিলিশড প্রফেশনাল বাংলাদেশি মুসলিম পাত্র চাই। পাত্রের বয়স ৩০ থেকে ৩৫ বছর হতে হবে। অভিবাবকরা সরাসরি যোগাযোগ করতে পারেন।

ফোন : 347-273-8892

Email : ullwah@alo.com

বাসায় থেকে বেবিসিটিং করতে চাই

কুইন্সের জ্যামাইকায় ২০৪ স্ট্রিট হলিস/কুইন্স ভিলেজে বাসায় থেকে বেবিসিটিং করতে চাই।

–: ফোন :–

347-264-3277

কনস্ট্রাকশন কাজ

আপনি কি নতুন বাড়ি কিনেছেন?

আপনি কি রেনোভেশনের কথা ভাবছেন?

Plumbing, Electrical, Boilar মেরামত, দরজা, জানালা, ফ্লোর, কিচেন, বাথরুম পরিবর্তনসহ সকল প্রকার Interior work, Violation remove, ওয়ান ফ্যামিলি থেকে টু ফ্যামিলি পরিবর্তনের জন্য DOB ফাইল প্রস্তুত করে থাকি।

সাইফুল ইসলাম মিলন :

646-261-3040

ড্রাইভিং শিখুন

স্বল্প খরচে যত্ন সহকারে ড্রাইভিং শিখানো হয়

আপনাদের সময় অনুযায়ী ড্রাইভিং শিখানো হয়

লাস্ট লেসন ফ্রি
Free pick up drop
৫, ১০, ১৫ ও স্পেশাল প্যাকেজ
৩০ লেসন, ৩টি রোড টেস্ট

D.D.C. 6 Hours Class
10% Save all insurrance
রোড টেস্টের জন্য গাড়ি

মহিলাদের জন্য
মহিলা ইন্সট্রাকটার

হাইওয়ে Individual
আরলী রোড টেস্ট

যোগাযোগ: **646-991-9653**

ব্যাথার যন্ত্রনায় ভুগছেন ? আর কোন চিন্তা নয়!

জ্যাকসন হাইটসের প্রাণকেন্দ্রেই আছে ২০ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ফিজিক্যাল থেরাপির বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান!

প্লাস ফিজিক্যাল থেরাপি পিসি

PLUS PHYSICAL THERAPY PC

74-09 37th Ave, #201 Jackson Heights, NY 11372

আমরা অভিজ্ঞ মহিলা থেরাপিস্ট দ্বারা যত্নসহকারে মহিলা এবং পুরুষ রোগীদের ১০০ শতাংশ সেবা দিয়ে থাকি।



যে কোন ধরনের ব্যাথা নিরাময়ের জন্য আমাদের এখানে এসে সম্পূর্ণ সুস্থ ও নিরাময় বোধ করুন।

বিস্তারিত জানতে কল করুন

তাহেরা রহমান : ৬৪৬-৮৭২-৯৭৬৮

প্রতিদিনের যত্নে নিরাপত্তা ও প্রশান্তি

আমাদের লক্ষ্য শুধু সেবা নয়, প্রিয়জনদের জীবনে শান্তি ও আস্থার পরিবেশ তৈরি করা। যত্নের প্রতিটি মুহূর্তে আমরা পাশে আছি।

আমাদের সেবা সুমুহ :

- Home Health Aides
- Personal Care Aides
- Nursing Services
- Physical Therapy
- Occupational Therapy



GOLDEN AGE HOME CARE

একটা কল করুন

(718) 775-7852

goldenagehomecare.com

সাপ্তাহিক আজকাল
PAGE 62 Friday, 20 November 2026, Issue 949, www.ajkalusa.com

নিয়াজ মাহমুদ-এর কলাম
নিউইয়র্কে বিনিয়োগের ডাক, টোকিওতে বড় প্রত্যাশা
১২ পৃষ্ঠায়



তৃহিন মোহাম্মদ-এর কলাম টাইল, ট্রাস্ট ও এস্টেট প্ল্যানিংয়ে আলোপাক্ত সম্পদ সুরক্ষা ও উত্তরাধিকারের তাইনি নির্দেশিকা
০৭ পৃষ্ঠায়



নিকোলাস বিশ্বাস-এর কলাম
প্রতিষ্ঠার আট দশক : কার্যকর জাতিসংঘ গড়ার চ্যালেঞ্জ
১২ পৃষ্ঠায়



যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের পাল্টাপাল্টি হামলার ঘটনা বেড়েছে

আজকাল রিপোর্ট



যুদ্ধ বন্ধে মধ্যস্থতাকারীদের সঙ্গে আলোচনা চলার মধ্যেই পাল্টাপাল্টি হামলা চালিয়ে যাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র ও ইরান। গত মঙ্গলবার এসব হামলার ঘটনা ঘটেছে। ইরান হামলা চালিয়েছে বাহরাইন ও কুয়েতে থাকা মার্কিন স্থাপনাগুলো টার্গেট করে। আর যুক্তরাষ্ট্র হামলা চালিয়েছে ইরানের কেশম দ্বীপে। সংবাদ সংস্থার মতে, বাহরাইনে যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক বেজার সিস্টেমে হামলার দাবি করার পর যুক্তরাষ্ট্র ইরানের একটি ক্ষেপণাস্ত্র উৎক্ষেপণ কেন্দ্রে হামলা চালিয়েছে।

মার্কিন সামরিক বাহিনীর একজন কর্মকর্তা জানান, হরমুজ প্রণালির কাছে কেশম দ্বীপে অবস্থিত ইরানের ইসলামিক রেভল্যুশানারি গার্ড কোরের (আইআরজিসি) একটি ক্ষেপণাস্ত্র উৎক্ষেপণস্থল লক্ষ্য করে মার্কিন যুদ্ধবিমান আক্রমণ চালিয়েছে।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে ওই কর্মকর্তা বলেন, 'যুক্তরাষ্ট্রের সেনা সদস্য ও সামরিক সম্পদ লক্ষ্য করে ইরানের আগ্রাসনের জবাবে এই হামলা চালানো হয়েছে।'

এদিকে ইরানের এক কর্মকর্তা জানিয়েছেন, মার্কিন হামলায় ইরানের কোনো অবকাঠামোর ক্ষতি হয়নি।

রাষ্ট্রীয় বার্তা সংস্থা ইরনাকে দেশটির দক্ষিণাঞ্চলীয় হরমুজগান প্রদেশের ডেপুটি গভর্নর আহমাদ নাফিসি বলেন, 'কেশম দ্বীপে যুক্তরাষ্ট্রের হামলায় আবাসিক, বাণিজ্যিক বা অবকাঠামোগত কোনো ক্ষয়ক্ষতিই হয়নি।'

মঙ্গলবার এর আগে আইআরজিসি জানিয়েছিল, তারা বাহরাইনের শেখ ঈসা ঘাঁটিতে

এরপর ৫৩ পৃষ্ঠায়

বিপুল ভোটে জাতিসংঘে রোহিঙ্গা প্রস্তাব গৃহীত

আজকাল রিপোর্ট

মিয়ানমারে রোহিঙ্গা মুসলিম ও অন্যান্য সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর মানবাধিকার পরিস্থিতি নিয়ে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে ইসলামী সহযোগিতা সংস্থা (ওআইসি) ও ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ) কর্তৃক উত্থাপিত একটি প্রস্তাব বিপুল ভোটে গৃহীত হয়েছে। গত ১৮ নভেম্বর অনুষ্ঠিত ভোটাভুটিতে প্রস্তাবটির পক্ষে ভোট দিয়েছে ১২৮টি দেশ, বিপক্ষে ৬টি এবং ভোটদানে বিরত ছিল ৩৩টি দেশ।

প্রস্তাবটি গৃহীত হওয়ার পূর্বে বাংলাদেশের পক্ষে বক্তব্য প্রদানকালে জাতিসংঘে বাংলাদেশের চার্জ দ্য অ্যাফেয়ার্স রাষ্ট্রদূত সঞ্চিতা হক দীর্ঘদিনের রোহিঙ্গা সংকট সমাধানের জরুরি প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি বলেন, রোহিঙ্গাদের ব্যাপকভাবে বাস্তুচ্যুত হওয়ার নয়

এরপর ৫৩ পৃষ্ঠায়



নিউইয়র্কে মওলানা ভাসানীর মৃত্যুবার্ষিকী পালিত

আজকাল রিপোর্ট

স্বাধীন বাংলাদেশের স্বপ্নদ্রষ্টা, উপমহাদেশের প্রখ্যাত রাজনীতিক, আফ্রো-এশিয়ার গণমানুষের অধিকার আদায়ের অবিসংবাদিত মজলুম জননেতা মওলানা ভাসানীর ৫০তম মৃত্যুবার্ষিকীতে আলোচনা সভা আর দোয়া মাহফিলের আয়োজন করেছে মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী ফাউন্ডেশন ইউএসএ'।

গত ১৭ নভেম্বর জ্যাকসন হাইটসের সানাই রেস্টুরেন্ট পার্টি হলে এই আয়োজনে প্রধান আলোচক ছিলেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা ও সাবেক তথ্য মন্ত্রী জাহিদ উদ্দিন মপন এমপি।

এরপর ১৫ পৃষ্ঠায়



ব্রঙ্কসে সিম্ফনি মিউজিকের প্রথম বর্ষপূর্তি উদ্যাপন

আজকাল রিপোর্ট

কণ্ঠশিল্পীদের মিলনমেলা ও সুরের মূর্ছনায় নিউইয়র্কের ব্রঙ্কসে সিম্ফনি মিউজিক এন্টারটেইনমেন্টের প্রথম বর্ষপূর্তি গত ১০ নভেম্বর ব্রঙ্কসের ২০৯৯ স্টার্লিং অ্যাভিনিউস্থ এশিয়ান ড্রাইভিং মিলনায়তনে উদযাপিত হয়েছে।

এরপর ৫৬ পৃষ্ঠায়

নিউইয়র্কে নীলা ড্যান্স একাডেমির 'নৃত্য অর্পণ'

আজকাল রিপোর্ট

নিউইয়র্কে শাস্ত্রীয় নৃত্যের দুই ঐতিহ্যবাহী ধারা কুচিপুড়ী ও কত্থককে ঘিরে জামাইকা পারফর্মিং আর্টস সেন্টারে অনুষ্ঠিত হয়েছে নীলা ড্যান্স একাডেমির বিশেষ আয়োজন 'নৃত্য অর্পণ'। গত ১ নভেম্বর রোববারের এ আয়োজনে একাডেমির শিক্ষার্থীরা সরাসরি পেশাদার কর্ণাটকী ও হিন্দুস্তানি সংগীতশিল্পীদের সঙ্গতে নৃত্য পরিবেশন করেন। "নৃত্য অর্পণ" নামের মধ্যেই ছিল আয়োজনটির মূল ভাবনা। সংস্কৃত নৃত্য ও অর্পণ' শব্দের সমন্বয়ে অনুষ্ঠানটি ছিল ধ্রুপদি নৃত্য ও সংগীতের

এরপর ৫১ পৃষ্ঠায়



আটলান্টিক সিটি বাংলাদেশ আমেরিকান লায়ন্স ক্লাবের অভিষেক অনুষ্ঠান

আজকাল রিপোর্ট

মানবসেবা, সামাজিক দায়বদ্ধতা ও কমিউনিটির কল্যাণে কাজ করার প্রত্যয় নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের নিউ জার্সি রাজ্যে ১৭ নভেম্বর আটলান্টিক সিটি বাংলাদেশ আমেরিকান লায়ন্স ক্লাবের অভিষেক অনুষ্ঠিত হয়। আনুষ্ঠানিকতা, শুভেচ্ছা বিনিময় এবং উৎসবমুখর পরিবেশে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন জেলা গভর্নর লায়ন জেফরি

এরপর ৫৭ পৃষ্ঠায়



শিব্বীর আহমেদের বই 'জোছনার জলের কাছে'

আজকাল ডেস্ক

ভালোবাসা, বিরহ, অপেক্ষা, স্মৃতি ও মানবিক সম্পর্কের নানা অনুভূতি নিয়ে ২০২৭ সালের অমর একুশে বইমেলায় প্রকাশিত হতে যাচ্ছে লেখক, সাংবাদিক ও শিশুসাহিত্যিক শিব্বীর আহমেদের নতুন

এরপর ৫৫ পৃষ্ঠায়

রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টর
Govt License No: 10401380352
SSRR Properties
• অকশনের বাড়ি
• ব্যাংকের বাড়ি
• শর্ট-সেল ও REO প্রপার্টি
• We Buy House All Cash
• Around 10 Days Closing
• Residential Investment
• Commercial Investment
646-591-8396
GET IN TOUCH
SSRR PROPERTIES INC
71-18 35th Avenue, Jackson Heights
New York-11372, Tel: 646-591-8396
Email: ssrrproperties@gmail.com
www.ssrrproperties.com
A CONCERN OF SHAH NAWAZ GROUP
SNG SHAH NAWAZ GROUP
Shah Nawaz MBA
President & CEO

LIBERTY BROKERAGE

GET YOUR INSURANCE FROM US WITH THE BEST RATE

Our Services

- TLC Insurance
- Private Auto Ins.
- Commercial Auto Ins.
- Home & Business Ins.
- DMV Express Service
- TLC Plate Rent
- TLC Base (Black & Green Cab)
- Defensive Driving Course Certificate



NYC Office:
41-05 69th Street,Woodside, NY-11377
Phone: 718-567-5600
www.libertybkg.com

DMV EXPRESS SERVICE

- NEW REGISTRATION & PLATE
- REGISTRATION RENEWAL
- DUPLICATE TITLE
- CUSTOM PLATES
- VEHICLE TRANSFER
- SURRENDER PLATES
- TLC NEW APPLICATION
- TLC PLATE RENEWAL



CONTACT US
+1 718-504-7300
extchallenger@gmail.com

Our Location :
41-05 69th Street
Woodside, NY 11377

সাপ্তাহিক
আজকাল
The Weekly Ajkal | Vol.18, Issue 949 | 20 November 2026



সাহিত্য পাতায় সুফিয়ান আহমদ চৌধুরী-এর কবিতা সারাদিন ছুটি
>> ১৬ পাতায়

ইরানের ভয়ে মধ্যপ্রাচ্যজুড়ে বাংকার নির্মাণ করছে যুক্তরাষ্ট্র

আজকাল রিপোর্ট



ইরানের সঙ্গে উত্তেজনা বাড়ায় মধ্যপ্রাচ্যে সামরিক উপস্থিতি জোরদার করছে যুক্তরাষ্ট্র। ইরানি হামলার মুখে মার্কিন সেনাদের সুরক্ষায় মধ্যপ্রাচ্যজুড়ে বাঙ্কার নির্মাণের তোড়জোড় চালাচ্ছে।

শুক্রবার ১৩ নভেম্বর প্রকাশিত একটি সরকারি ক্রয় বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, ইসরায়েল, সৌদি আরব ও লেবাননে ১৭টি শক্তিশালী কংক্রিটের বাঙ্কার নির্মাণের জন্য ঠিকাদার নিয়োগের প্রক্রিয়া দ্রুত শুরু করেছে মার্কিন সেনাবাহিনী। প্রাণঘাতী ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন হামলা থেকে মার্কিন ও জোট বাহিনীর সদস্যদের রক্ষা করতেই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। মধ্যপ্রাচ্যে সহিংসতা বৃদ্ধির প্রেক্ষাপটে এই পদক্ষেপ নেওয়া হলো। ফেব্রুয়ারির শেষ দিকে যুদ্ধ শুরুর পর থেকে মার্কিন সামরিক স্থাপনাগুলোতে ইরানের হামলায় অন্তত ২৩ জন মার্কিন সেনা নিহত হয়েছেন।

মঙ্গলবার বাহরাইনে অবস্থিত একটি মার্কিন সামরিক ঘাঁটিতে হামলার দায় স্বীকার করেছে ইরান। গত পাঁচ দিনে এটি ছিল ওই ঘাঁটিতে তাদের তৃতীয় হামলা। উপসাগরীয় অঞ্চলে দুই মাস বিরতির পর বাহরাইনে মার্কিন রাডার লক্ষ্য করে আসা ইরানি ড্রোন প্রতিহত করা হয়েছে। মার্কিন সেনাবাহিনী ইসরায়েলে ১০টি, সৌদি আরবে পাঁচটি এবং লেবাননে দুটি বাঙ্কার নির্মাণের পরিকল্পনা করেছে। এগুলো শিপিং কন্টেইনার দিয়ে তৈরি অস্থায়ী আশ্রয়কেন্দ্রগুলোর জায়গা নেবে। বিজ্ঞপ্তিতে মার্কিন সেনাবাহিনী জানিয়েছে, এরপর ৫২ পৃষ্ঠায়



আদালতের রায়ে বিদেশি শিক্ষার্থীদের স্বস্তি

আজকাল রিপোর্ট

যুক্তরাষ্ট্রে বিদেশি শিক্ষার্থীদের অবস্থানের সময়সীমা সর্বোচ্চ চার বছরে সীমাবদ্ধ করার ট্রাম্প প্রশাসনের একটি বিধি বাতিল করেছেন দেশটির একটি ফেডারেল আদালত। সোমবার দেওয়া এক রায়ে ম্যাসাচুসেটসের জেলা আদালতের বিচারক ডেনিস সেইলর বিধিটিকে 'স্বেচ্ছাচারী ও অযৌক্তিক' বলে উল্লেখ করেন।

যুক্তরাষ্ট্রের ডিপার্টমেন্ট অব হোমল্যান্ড সিকিউরিটি (ডিএইচএস) গত জুলাইয়ে নতুন বিধিটি চূড়ান্ত করেছিল। এর আওতায় এফ ও জে ভিসাধারী বিদেশি শিক্ষার্থীদের যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থানের এরপর ২৬ পৃষ্ঠায়



নতুন আঙ্গিকে শুরু হলো ভ্যানউইক এক্সপ্রেসওয়ে

আজকাল রিপোর্ট

দীর্ঘ ছয় বছরের অপেক্ষার পর অবশেষে শেষ হলো কুইন্স এলাকার বহুল প্রতীক্ষিত 'ভ্যানউইক এক্সপ্রেসওয়ে' সংস্কার সম্প্রসারণ প্রকল্পের মূল কাজ। ১.৪ বিলিয়ন ডলার ব্যয়ে এ প্রকল্পের মাধ্যমে জন এফ কেনেডি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরকে (জেএফকে) কুইন্সের উত্তরাঞ্চলের সাথে সংযুক্ত করেছে। গত ১৭ নভেম্বর নিউইয়র্কের গভর্নর ক্যাথি হোকুল, নিউইয়র্ক সিটির মেয়র জোহরান মামদানি এবং কুইন্স বরো প্রেসিডেন্ট এরপর ২৬ পৃষ্ঠায়



মিশিগানে এটর্নি মঈন চৌধুরী সংবর্ধিত

আজকাল রিপোর্ট

আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল বার অ্যাসোসিয়েশনের পরিচালক ও মার্কিন অ্যাটর্নি মঈন চৌধুরীকে যুক্তরাষ্ট্রের মিশিগান অঙ্গরাজ্যে সংবর্ধনা প্রদান করেছে বাংলাদেশি ল'ইয়ার্স অ্যাসোসিয়েশন অব মিশিগান।

বুধবার ১৮ নভেম্বর সন্ধ্যা ৬টায় মিশিগানের ওয়ারেন শহরের বিসমিল্লাহ পার্টি হলে এ সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের এরপর ৫২ পৃষ্ঠায়

আন্তর্জাতিক বিচার আদালতের রায়

রোহিঙ্গা 'গণহত্যায়' দোষী সাব্যস্ত মিয়ানমার

আজকাল রিপোর্ট



উত্তর রাখাইন রাজ্যে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে জেনোসাইড সংঘটনের জন্য মিয়ানমারকে দায়ী করেছেন আন্তর্জাতিক বিচার আদালত (আইসিজে)। জাতিসংঘের সর্বোচ্চ এই আদালত বলেছেন, ২০১৭ সালের 'ক্লিয়ারেন্স অপারেশন' নামের অভিযানের মাধ্যমে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর একটি উল্লেখযোগ্য অংশকে ধ্বংস করার অভিপ্রায় ছিল মিয়ানমারের নিরাপত্তা বাহিনীর।

মিয়ানমারের নিরাপত্তা বাহিনীর চরম নিপীড়ন থেকে বাঁচতে ২০১৭ সালের ২৫ আগস্ট রাত থেকে বাংলাদেশে পালিয়ে আসতে শুরু করে রোহিঙ্গারা। পরের কয়েক মাসে সাত লাখের বেশি রোহিঙ্গা বাংলাদেশের কক্সবাজারে আশ্রয় নেয়। রোহিঙ্গা নিধনের ঘটনায় ২০১৯ সালের ১১ নভেম্বর আইসিজেতে মিয়ানমারের বিরুদ্ধে মামলা করে গাম্বিয়া।

সাত বছরের বিচারিক প্রক্রিয়া শেষে এরপর ৫২ পৃষ্ঠায়

ভিসা, মাস্টারকার্ড ও জেপি মরগানের হাজারো গ্রাহকের তথ্যে সাইবার হামলা

আজকাল রিপোর্ট

যুক্তরাষ্ট্রের বড় আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর গ্রাহকদের তথ্য সাইবার হামলায় ফাঁস হয়েছে। জেপি মরগান চেজ, ভিসা ও মাস্টারকার্ডের গ্রাহকদের তথ্য চুরির দাবি করেছে এরপর ৫২ পৃষ্ঠায়

শেখ হাসিনার স্বাক্ষর জাল করে পাসপোর্টের আবেদন

আজকাল রিপোর্ট

নয়াদিল্লিতে অবস্থিত বাংলাদেশ হাইকমিশনে ক্ষমতাচ্যুত সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার স্বাক্ষর জাল করে পাসপোর্ট ও জাতীয় পরিচয়পত্র (এনআইডি) এরপর ৫২ পৃষ্ঠায়

HEALTH INSURANCE
> Healthfirst
> Wellcare
> Metroplus
> Emblem Health
> Blue Cross
> Fidelis Care
> Humana
> United Healthcare
আপনার বয়স কি ৬৫ বছর হয়েছে?
যদি ৬৫ বছর হয়ে থাকে তাহলে মেডিকেয়ার/মেডিকেইড সহ অন্যান্য বেনিফিট এর জন্য যোগাযোগ করুন।
Mohammed Rahman
Medicare Consultant
347-942-3970, 212-518-6226
ইমেইল: mohammed.healthcare22@gmail.com
37-14 73RD Street, Suite 205, Jackson Heights, NY 11372
169-12 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11432

CHISHTI CPA PC
Mohammed Chishti
CPA, MBA
চিশতী একাউন্টিং এন্ড ট্যাক্স সার্ভিসেস
Income Tax · Sales Tax · Payroll · Notary Public · Bookkeeping · Business Formation · Financial Statement · Immigration Forms
73-19 BROADWAY, JACKSON HEIGHTS, NY 11372
917-832-7785, 347-515-3858
chishti@chishtiaccounting.com
www.chishtiaccounting.com

Md. Kamroul Hasan
President & CEO
TLC সহ সকল প্রকার ইন্স্যুরেন্স দক্ষতার সাথে করে থাকি
HASAN BROKERAGE INC.
AUTO - HOME-PERSONAL-BUSINESS & COMMERCIAL
2115 Starling Ave
2nd Fl, Bronx, NY 10462
Tel: 718-612-8825, 914-294-1845
Email: hasanbrokerage@gmail.com

CORE CREDIT REPAIR
ক্রেডিট লাইন নিয়ে সমস্যায় পড়েছেন?
ক্রেডিট লাইনের কারনে বাড়ী-গাড়ী কিনতে পারছেন না? তাহলে এখনই ঠিক করে নিন আপনার ক্রেডিট লাইন
TAX Liens Charge Offs Inquiries Collections
Garnishment Bankruptcy Late Payments
Call us 646-775-7008
www.cmscreditsolutions.com
Mohammad A Kashem
Credit Consultant
37-42, 72nd St, Suite#1D, Jackson Heights NY 11372
Email: kashem2003@gmail.com

ট্রপিক্যাল হালাল লাইভ পোল্ট্রি
TROPICAL HALAL LIVE POULTRY
IN FRONT OF TLC INSPECTION OFFICE
১০টি চিকেন কিনলে ২টি ফ্রি
অথবা
৩টি রেড হার্ড চিকেন ফ্রি
পার্শ্ববর্তী স্টেটের ক্রেতাদের জন্য ফ্রোজেন কার সরবরাহের ব্যবস্থা
WE ARE OPEN 7 DAYS A WEEK 8:00 AM TO 8:00 PM
BETWEEN 49 & 50 ST. ON 25TH AVENUE (এষ্টোরিয়ার শেষ প্রান্তে এবং উডসাইডের শুরুতে)
FREE DELIVERY
WE ACCEPT
ফোনে অর্ডার নেয়া হয়।
গাড়িতে জ্যাকসন হাইটস থেকে মাত্র ৫ মিনিটের দূরত্ব
49-10 25 Ave. Woodside, NY 11377 Tel: (718) 626-6196, (347) 683-6382

FAUMA INNOVATIVE
CONSULTANCY GROUP
ALL CHOICE ENERGY
WOODSIDE ADULT DAYCARE CENTER
BALAKA 3STAR STAFFING
MERCHANT SERVICES
NEW YORK STATE ENERGY BROKER
Fahad R Solaiman
President / CEO
Office : 718 205 5195 Cell: 347 393 8504
Email: fahad@faumainc.com, fauma@faumainc.com
37-18 73RD ST. Suite 502, Jackson Heights, NY 11372

কর্ণফুলী ট্যাক্স সার্ভিসেস
www.karnafullytax.com
ইনকাম ট্যাক্স | কর্পোরেট ট্যাক্স | সেলস ট্যাক্স
পেরোল | বিজনেস সেটআপ
ইমিগ্রেশন | নোটারী পাবলিক
AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
ENROLLED AGENT
Mohammed Hasem, EA, MBA
MBA in Accounting
IRS Enrolled Agent
IRS Certifying Acceptance Agent
PH: 718-205-6040, 718-205-6010
37-20 74th Street, 2nd Floor, Jackson Heights

GOLDEN AGE HOME CARE
PCA SERVICE
সর্বাধিক জনপ্রিয় হোম হেল্‌থ কেয়ার এজেন্সী
হোম কেয়ার
সর্বোচ্চ পেমেন্টের নিশ্চয়তা
Please Contact
Shah Nawaz MBA
President & CEO
646-591-8396
Email: info@goldenagehomecare.com | www.goldenagehomecare.com

Published by SHAH NAWAZ PUBLICATION INC. 71-16 35th Ave, Jackson Heights, NY 11372. Tel: 646-267-7751, 917-519-1151 Email: ajkalnews@gmail.com